মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

২২তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

জুলাই ২০১৯

রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, ‘হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য অন্তরকে খালি করে নাও। আমি তোমার হৃদয়কে সচ্ছলতা দ্বারা পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব দূর করে দেব। কিন্তু যদি তুমি সেটা না কর, তাহ’লে আমি তোমার দু’হাতকে (দুনিয়াবী) ব্যস্ততায় ভরে দেব এবং তোমার অভাব মিটাবো না’ *(তিরমিযী হা/২৪৬৬)*।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২২তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা
শাওয়াল-যিলক্বদ ১৪৪০ হিঃ
আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৬ বাং
জুলাই ২০১৯ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

♦ দান-ছাদাক্বার আদব সমূহ ০৮
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত পরিচিতি *(৪র্থ কিস্তি)* ১১
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

♦ শিক্ষাঙ্গনে অপরাজনীতি ও অনৈতিক প্রভাব বন্ধ করতে হবে ১৪
-জামাল উদ্দিন বারী

♦ ভয়াবহ দূষণ, বিপর্যস্ত জীবন! ১৭
-মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবূর মিয়াঁ

◈ **সাময়িক প্রসঙ্গ :** ১৯
♦ বোরো ধানে লোকসান, বিপাকে কৃষক
♦ মিয়ানমার এখন বাংলাদেশকে দূষছে

◈ **ছাহাবী চরিত :** ♦ হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) ২৩
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

◈ **হাদীছের গল্প :** ♦ যু-কারদ ও খায়বার যুদ্ধে ছাহাবীগণের বীরত্বের কিছু ঘটনা ২৬
-মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার

◈ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** ৩০

◈ **ক্ষেত-খামার :** ♦ মসুর চাষ পদ্ধতি ৩১

◈ **কবিতা :** ৩৩
♦ শক্তি করো গো দান ♦ রক্তের প্রতিবাদ
♦ দোদেল বান্দা ♦ হায় মন!

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৩৪

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৭

◈ **মুসলিম জাহান** ৪১

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪১

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪৩

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

সত্যের সন্ধানী

জ্ঞানী মানুষ সর্বদা সত্যের সন্ধানে থাকেন। যেখানেই সত্য পান, সেখানেই ছুটে যান। মানুষ প্রথমে নিজের জ্ঞান মোতাবেক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। কিন্তু পরক্ষণে তা ভুল প্রমাণিত হ'লে পুনরায় সত্যের সন্ধানে রত হয়। এভাবেই চলে মানুষের জীবন, যতক্ষণ না সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। সেকারণ আল্লাহ নিজ দয়াগুণে যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়ে বান্দাকে সত্যের সন্ধান দিয়েছেন। যারা তা গ্রহণ করেছে, তারা নিশ্চিন্ত হয়েছে। আর যারা তা গ্রহণ করেনি, তারা সারা জীবন যুক্তির অন্ধকারে পথ হাতড়ে ফিরেছে। এলাহী কিতাব প্রাপ্ত ইহূদী-নাছারা সহ বিগত প্রায় সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ কালক্রমে স্ব স্ব সীমিত জ্ঞানের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। কেউবা কঠোর ধার্মিকতায় পথ হারিয়েছে, কেউবা ধর্মচ্যুত হয়েছে। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ হেদায়াতের উৎস আল-কুরআন ও সত্যধর্ম ইসলাম নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন। বিগত নবীগণের ন্যায় তাঁরও 'হাওয়ারী' বা অন্তরঙ্গ সহচরবৃন্দ ছিলেন। যাদেরকে 'ছাহাবী' বলা হয়। যাদের সাহায্যে দ্বীন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বস্তুতঃ ছাহাবায়ে কেরাম ছিলেন কুরআন ও সুন্নাহ্র বাস্তব রূপকার। কিন্তু পরবর্তী যুগে বিভিন্ন কারণে মুসলমানদের মধ্যে নানা ধরনের বিচ্যুতি ঘটতে থাকে। কপটবিশ্বাসী, চরমপন্থী, শৈথিল্যবাদী এমনকি নামধারী মুসলমানদের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিবাদে তারা আপোষে রক্তপাত ঘটায় এবং হাযারো দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। আর এসকল বিভক্তি ও ভ্রষ্টতার মূলে থাকেন সর্বদা সুশিক্ষিত ও জ্ঞানী ধর্মনেতা ও সমাজনেতারা। ফলে সাধারণ মানুষ তাদের অজুহাত দিয়েই পথভ্রষ্ট হয়। অথচ সত্য চিরকাল সত্যই থাকে। শত যুক্তি দিয়েও তাকে মিথ্যা বানানোর অপচেষ্টা সফল হয় না। জ্ঞানের রাজ্যে যুক্তি-তর্কের ভীড়ে জ্ঞানীরা যখন পথ হারিয়ে ফেলেন, তখন অহি-র জ্ঞানের সার্চলাইট তাদেরকে সত্যের তীরে ভিড়তে সাহায্য করে। এখানেও শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। তখন সত্যসেবীকে দেখতে হয় অহি-র বাহক শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দিকে এবং তাঁর সাথী ছাহাবায়ে কেরামের আক্বীদা ও আমলের দিকে। তাঁদের চলার পথেই সত্যসেবীকে চলতে হবে। তাঁদের সিদ্ধান্ত সমূহের আলোকেই যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব নিতে হবে। এর বাইরে অন্যদিকে তাকালেই পথভ্রষ্ট হ'তে হবে। প্রকৃত জ্ঞান হ'ল সেটাই, যা অসীম জ্ঞানের উৎস থেকে উৎসারিত এবং নিষ্পাপ রাসূল থেকে বর্ণিত, বাস্তবায়িত ও অনুমোদিত। আর সেটাই হ'ল প্রকৃত দলীল। যে ব্যক্তি এই দলীল থেকে বিচ্যুত হবে, সে ব্যক্তি অবশ্যই পথচ্যুত হবে। সংখ্যা, ব্যক্তি বা রেওয়াজ কোন দলীল নয়।

রাস্তার মাইল ফলক দেখে যেমন পথিক পথ চিনে নেয়। তেমনি সত্যসেবীকে দেখে মানুষ সত্যের সন্ধান পায়। এজন্য সত্যসেবীকে থাকতে হয় সদা অটল ও অচঞ্চল। দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় তারাই হন সমাজের সত্য সন্ধানী মানুষের অনুসরণীয় ও বরণীয়। রেওয়াজের দোহাই বা অন্য কোন দোহাই তাদেরকে কুরআন ও হাদীছের প্রকাশ্য ও যুক্তিগ্রাহ্য অর্থ থেকে ফিরাতে পারে না। তারা কোন অবস্থাতেই দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত বিক্রি করেন না। সত্য ও মিথ্যার সবচেয়ে বড় মানদণ্ড হ'লেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। প্রতিটি কাজ উক্ত মানদণ্ডে বিচার করতে হবে। যেটি তার অনুকূলে হবে, সেটি গৃহীত হবে। যেটি তার প্রতিকূলে হবে, সেটি পরিত্যাগ করতে হবে। হিংসা, যিদ, অহংকার, লোক দেখানো ও শুনানো, নেতৃত্বের লোভ, মাল ও মর্যাদার লোভ সর্বদা মানুষকে পথভ্রষ্টতার দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। ফলে তারা সত্যের ঘাটে এসেও ফিরে যায়। তখন তাদের বদলে অন্যেরা এসে ঐ স্থান পূর্ণ করে আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে। কেননা পুনরুত্থান দিবসের আগ পর্যন্ত এ পৃথিবী কখনো সত্যসেবী থেকে খালি থাকবে না। আর তাদের দেখেই মানুষ সর্বদা সত্যের সন্ধান পাবে। এদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল চিরকাল সত্যের উপর দৃঢ় থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তারা এভাবেই থাকবে, যতদিন না ক্বিয়ামত সংঘটিত হয়' *(মুসলিম হা/১৯২০)*।

মানুষের মধ্যে সর্বদা চার ধরনের মানুষ থাকে। ১. যারা সত্যকে চিনে। অতঃপর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যেমন ইহূদী-নাছারা ও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়। ২. যারা সত্যকে চিনে না এবং মানেও না। যেমন নাস্তিক ও কাফেররা। ৩. যারা সত্যকে চিনে ও স্বীকার করে। অতঃপর সুবিধামত মানে ও ঝুঁকি এলে পরিত্যাগ করে। এরা হ'ল যুগে যুগে সুবিধাবাদী মুসলিম ও মুনাফিকরা। ৪. যারা সত্যকে চিনে ও মানে এবং ঝুঁকি এলেও তাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকে। এরাই হ'ল যুগে যুগে সত্যসেবী মুমিন। এদেরকেই বলা হয় সালাফী বা আহলেহাদীছ। যা কোন নাম, বর্ণ, ভাষা ও অঞ্চলের অপেক্ষা রাখে না। যার আক্বীদা ও আমল স্বর্ণযুগের আক্বীদা ও আমল থেকে দূরে, কেবলমাত্র নাম ও বংশমর্যাদা তাকে জান্নাতে নিতে পারবে না। সত্যসেবীগণ তাই সর্বদা সত্যের সন্ধানে থাকেন। সত্য পেলেই তা গ্রহণ করেন ও সত্যসেবীদের সাথে জামা'আতবদ্ধ থাকেন। কেননা ক্বিয়ামতের দিন ব্যক্তি তার সঙ্গেই থাকবে, যাদেরকে সে দুনিয়াতে ভালোবাসত।

সালমান ফারেসী (রাঃ) সত্যের সন্ধানে ইরান থেকে বছরের পর বছর দিশেহারা পথিকের মত ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে মদীনায় পৌঁছে সত্য গ্রহণ করেছিলেন। প্রাথমিক যুগের ছাহাবায়ে কেরাম সত্যের সন্ধান পেয়ে সবকিছু ছেড়ে হাবশা ও ইয়াছরিবে হিজরত করেছিলেন। খোদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) রাতের অন্ধকারে ইয়াছরিবে পাড়ি দিয়েছিলেন। পথিমধ্যে ছওর গিরিগুহার মুখে ১০০ উটের লোভে হিংস্র লোকগুলির পা দেখে যখন আবুবকর (রাঃ) ভীতকম্পিত হয়ে ওঠেন, তখন দৃঢ়চিত্ত রাসূল তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, চিন্তিত হয়ো না! আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন *(তওবা ৪০)*। সেদিন আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেছিলেন। আজও আল্লাহ সত্যসেবীদের রক্ষা করবেন। আধুনিক জাহেলিয়াতের ধূম্রজালে আবেষ্টিত মানুষ সত্যের সন্ধানে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মহতী আন্দোলনের সাথে যত বেশী জামা'আতবদ্ধ হবে, সত্য তত বেশী শক্তিশালী হবে। বস্তুতঃ শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়, দুর্বল মুমিনের চাইতে *(মুসলিম হা/২৬৬৪)*। সংগঠনই শক্তি, সংগঠনের উপরে আল্লাহ্র হাত থাকে। আর আল্লাহই মূল শক্তিদাতা। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! (স.স.)।

মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আত-তাহরীক জুন ২০১৫, ১৮/৯ সংখ্যায় দরসে হাদীছ কলামে 'ইসলামী শিক্ষা' শিরোনামে আলিয়া মাদ্রাসার সিলেবাস সমূহে ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের বিরোধী বক্তব্য সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম। যার মাধ্যমে সেগুলি সংশোধনের জন্য সরকারের ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। কিন্তু দেখলাম, গত চার বছরেও সেগুলির কোন পরিবর্তন হয়নি, বরং আরও ভ্রান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকের নিবন্ধে মাদ্রাসা শিক্ষা সিলেবাসের সর্বশেষ চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পাব।-

মাজারে গিয়ে দোয়া করলে কবুল হয়!

(১) আলিয়া মাদ্রাসায় অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি পাঠ্যবইয়ের নাম 'আকাইদ ও ফিকহ'। এ বইয়ের ৮৯ পৃষ্ঠায় একটি শিরোনাম 'ওলিগণের মাজার শরিফ জেয়ারত'। সেখানে লেখা হয়েছে, 'মাজারে গিয়ে দোআ করলে দোআ কবুল হয়। মাজারে বসবাসকারী ফকির-মিসকিনদের সহায়তার জন্য মান্নত করায় কোনো ক্ষতি নেই। এখানে লেখা হয়েছে 'ওলিগণ যেহেতু দুনিয়া ও আখেরাতে সুসংবাদপ্রাপ্ত, তাই তাদের মাজার শরিফে গিয়ে তাদেরকে ওসিলা করে দোয়া করলে আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয়বন্ধুর সম্মানে দোয়া কবুল করেন'।

মন্তব্য : এগুলি সম্পূর্ণ কুরআন-হাদীছ বিরোধী কথা। এমনকি রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারতে গিয়ে নিজের মনস্কামনা পুরনের দো'আ করা শিরক এবং করলে তা কবুল হবে বলে কোন কথা শরী'আতে নেই। নেকীর উদ্দেশ্যে তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্যত্র সফর করা নিষিদ্ধ। উক্ত তিনটি মসজিদ হ'ল, বায়তুল্লাহ, বায়তুল আক্বছা ও মসজিদে নববী।[১] এই সফর কোন কবরের উদ্দেশ্যে হবে না।

তাছাড়া কে সত্যিকারের অলি, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। তাদের অসীলা করে দো'আ করা শিরক। বরং আল্লাহ ইচ্ছা করলে তার নেককার বান্দাকে তার সৎকর্মের অসীলায় ক্ষমা করতে পারেন।[২] তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, সে তার নিজের জন্যই সেটা করে। আর যে অসৎ কর্ম করে তার প্রতিফল তার উপরেই বর্তাবে' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৬)*।

(২) মাদ্রাসার নবম-দশম শ্রেণীর 'আকাইদ ও ফিকহ' বইয়ের ২৩ পৃষ্ঠায় একটি শিরোনাম হ'ল 'ইসলামে মানতের বিধান'। এখানে লেখা হয়েছে 'ওলিদের কবর ও মাজারে মান্নতের ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। শুদ্ধতম কথা হ'ল- ওই সব মান্নত দ্বারা যদি মাজারের আশপাশে বসবাসকারী ফকির-মিসকিনদের প্রতি সহায়তার নিয়ত করা হয়, তবে সে মান্নতে কোনো ক্ষতি নেই'।

মন্তব্য : এটি স্রেফ বাজে কথা। কেননা কবরস্থানে বা নেকীর উদ্দেশ্যে কবর কেন্দ্রিক বসবাসের কোন বিধান ইসলামে নেই। অথচ ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে একই কথা লেখা হয়েছে।

(৩) অষ্টম শ্রেণীর 'আকাইদ ও ফিকহ' বইয়ে মাজারে গিয়ে দোআ করার পক্ষে ইমাম শাফেয়ির নাম ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে, 'আলি ইবনে মায়মুন বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি, আমি ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির দ্বারা বরকত হাসিল করি। আমি প্রায়ই তার কবর জেয়ারতে যাই। আমার কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে আমি দুই রাকাত সালাত আদায় করে আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির কবরের কাছে এসে দোআ করি। এতে দ্রুত দোআ কবুল হয়' *(তারিখে বাগদাদ, খতিব বাগদাদি ১/২০৩)*।

মন্তব্য : এখানে ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নামে যা বলা হয়েছে, তা ভিত্তিহীন ও শরী'আত বিরোধী বক্তব্য। এটিই যদি হয়, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবরের কাছে গিয়ে তাঁর অসীলায় দো'আ করলে সব মুসলমান আখেরাতে মুক্তি পেয়ে যাবে। তাদের আর কোন নেক আমলের প্রয়োজন হবে না। অথচ হযরত ওমর, ওছমান, আলী, হাসান, হোসাইন কেউই শত্রুদের হাত থেকে বাঁচতে পারেননি।

(৪) বইটির ৮৮ পৃষ্ঠায় একটি শিরোনাম হ'ল 'ওলিগণের কারামত'। এখানে লেখা হয়েছে, ওলিগণের কারামতে বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ।

মন্তব্য : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত কারামাতে আউলিয়ায় বিশ্বাসী। এটা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাঁর কোন নেক বান্দার প্রতি কারামত বা বিশেষ সম্মান প্রদর্শন বৈ কিছু নয়। আল্লাহ কখন কাকে কিভাবে এই মর্যাদা প্রদর্শন করবেন, এটা কেবলমাত্র তিনিই জানেন। এতে বান্দার নিজস্ব কোন গৌরব নেই। কারামতের কারণে কেউ উম্মতের 'বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত' ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবেন না। তিনি মানুষের রোগ আরোগ্যকারী, প্রয়োজন পূরণকারী বা ইল্‌মে গায়েবের অধিকারী হ'তে পারেন না।

অতঃপর প্রশ্ন হ'ল 'অলি' বলতে কাদেরকে বুঝায়? তারা কি উম্মতের নির্দিষ্ট কোন একটি শ্রেণীর নাম? আল্লাহ বলেন, 'মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের অলি (অর্থাৎ বন্ধু)। তারা সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে' *(তওবা ৯/৭১)*। তিনি বলেন, মনে রেখ আল্লাহ্র অলিদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না *(ইউনুস ১০/৬২)*। অতএব এটি কোন শ্রেণীর নাম নয়, বরং প্রত্যেক দ্বীনদার ও সৎকর্মশীল মুমিন নর-নারীই আল্লাহ্র অলি।

(৫) অষ্টম শ্রেণীর 'আকাইদ ও ফিকহ' বইয়ের ৩১ পৃষ্ঠায় একটি শিরোনাম হ'ল, 'ইবাদতের ক্ষেত্রে ওসিলা গ্রহণ'। এখানে লেখা হয়েছে, 'হযরত ইমাম আ'যম আবু হানিফা

১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৩।*
২. *'গুহায় আটকে পড়া তিন যুবকের স্ব স্ব নেক আমলের অসীলায় মুক্তি' বুখারী হা/২৩৩৩; মুসলিম হা/২৭৪৩; মিশকাত হা/৪৯৩৮ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়।*

রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনিতো সেই মহান ব্যক্তি, আদম আলাইহিস সালাম পদস্খলন থেকে আপনাকে ওসিলা করে সফল হয়েছেন অথচ তিনি আপনার আদি পিতা। আপনার ওসিলা নিয়ে ইব্রাহিম খলিল অগ্নিকুণ্ডে পড়ার সাথে সাথে আগুন ঠাণ্ডা হয়ে যায়, আপনার নূরের তাজাল্লিতে আগুন নিভে যায়' *(কাসিদায়ে নো'মান)*।

মন্তব্য : এখানে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, তা ভিত্তিহীন। একইভাবে ইব্রাহীম (আঃ)-এর অগ্নিকুণ্ড মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নূরের তাজাল্লীতে নয়, বরং আল্লাহ্র হুকুমে ঠাণ্ডা হয়েছিল *(আম্বিয়া ২১/৬৯)*। আর মুমিনের সৎকর্মই হ'ল তার জান্নাতের অসীলা *(বুঃ মুঃ)*। তাছাড়া মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানুষ নবী ছিলেন। তিনি নূরের নবী ছিলেন না বা তার কোন তাজাল্লীও ছিলনা।

(৬) এখানে আরও লেখা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালার নিয়মই হলো তিনি সরাসরি সবকিছু করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোনো মাধ্যম ছাড়া কিছু দেন না। তাই নিজেই ওসিলা অন্বেষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। পাঠ্যবইয়ে ওসিলার স্বপক্ষে সূরা মায়েদার ৩৫ নম্বর আয়াতকে ব্যবহার করা হয়েছে। ৩৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং তার কাছে ওসিলা তালাশ কর'।

মন্তব্য : উপরোক্ত আয়াতে 'অসীলা তালাশ কর' অর্থ 'আল্লাহ্র নৈকট্য তালাশ কর'। আর তা হ'ল বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল *(নিসা ৪/১২৪)*। অতএব মাযার, মানত, শাফা'আত ও অসীলা বিষয়ে মাদ্রাসার পাঠ্য বইয়ে যেসব কথা লেখা হয়েছে, সেগুলি পরিষ্কারভাবে শিরক এবং ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদার সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং কারু অসীলায় নয়, বরং মুমিনকে সরাসরি আল্লাহ্র নিকটেই সবকিছু চাইতে হবে ও তাঁর নিকটেই সরাসরি দো'আ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, দাখিল অষ্টম শ্রেণী ও দাখিল নবম-দশম শ্রেণীর জন্য পাঠ্য আকাইদ ও ফিকহ বই দু'টির রচয়িতা হ'লেন, অধ্যক্ষ ড. মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান, অধ্যক্ষ ড. মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল মারুফ, উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক। বই দু'টি সম্পাদনা করেছেন মাওলানা রুহুল আমিন খান (সহ-সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব)। যা বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এনসিটিবি কর্তৃক প্রকাশিত। বই দু'টি প্রথম প্রকাশ করা হয় ২০১৩ সালে। পাঠ্য করা হয় ২০১৪ সালে। ২০১৯ সালের পাঠ্য বইয়েও একইভাবে রয়েছে।

মুহাম্মদ সা: কবরে সশরীরে জীবিত এবং কেয়ামত পর্যন্ত সব কিছু দেখবেন!

(৭) অষ্টম শ্রেণীর আকাইদ ও ফিকহ বইটির চতুর্থ অধ্যায়ের নাম 'আল ইমান বির রসুল'। এ অধ্যায়ের অধীনে ৫০ পৃষ্ঠায় একটি পাঠ হলো নবি সা. এর আগমনের উদ্দেশ্য। এখানে হজরত মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে লেখা হয়েছে, তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সকল সৃষ্টির অবস্থা অবলোকন করবেন এবং আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দেবেন'।

মৃত্যুর পরপরই তার রূহ মোবারককে আবার দেহ মোবারকে ফেরত দেয়া হয়েছে। যেমন অষ্টম শ্রেণীর জন্য পাঠ্য আকাইদ ও ফিকহ বইয়ের ৫৪ পৃষ্ঠার একটি পাঠের শিরোনাম হ'ল 'রসুল সা. হায়াতুন্নবি'।

এখানে লেখা হয়েছে, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবন শুরু হয় সৃষ্টির সূচনাতে যখন আল্লাহ ছাড়া কিছুই ছিল না। তিনি প্রকাশ পান ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে। ইন্তেকালের পরও তিনি আবার জীবন লাভ করেন। রওজা পাকে সশরীরে তিনি জীবিত আছেন এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা'।

মন্তব্য : এটি মারাত্মক শিরকী আক্বীদা। যা রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ্র স্থানে বসিয়ে দেয়, যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক *(আয়াতুল কুরসী)*। এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা নয়, বরং তার বিপরীত পুরাপুরি পথভ্রষ্টদের আক্বীদা। যা মুসলমানকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়।

(৮) এরপর উক্ত পৃষ্ঠায় আরো লেখা হয়েছে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রওযা মোবারকে দাফন করার পরপরই আল্লাহ তায়ালা তার রুহ মোবারককে ফেরত দেন এবং রুহ মোবারক দেহ মোবারকের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত সব সময় অবস্থান করতে থাকবে, যাতে তিনি তার প্রতি দরুদ ও সালাম পেশকারি উম্মতের সালামের জবাব দিতে পারেন (সিফাউস সিকাম-আল্লামা সুবকি)।

তাই আমাদের এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, প্রিয়নবি রওযা পাকে সশরীরে জীবিত।তিনি উম্মতের সালামের জবাব দিচ্ছেন'।

মন্তব্য : এটিও চরম ভ্রান্ত শিরকী আক্বীদা। নবীগণ স্ব স্ব কবরে সশরীরে জীবিত। কিন্তু নিঃসন্দেহে তা রক্ত-মাংসে গড়া জড়দেহে নয়। বরং তা হ'ল পরকালের বারযাখী জীবনে। যে বিষয়ে আমাদের বাস্তব কোন জ্ঞান নেই এবং দুনিয়াবী জীবনের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই।

'মি'রাজের সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুই সাথী জিব্রাঈল ও মিকাঈল (আঃ) ইতিপূর্বে দেখানো বিষয়গুলির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে বলেন, প্রথম যে ঘরটিতে আপনি প্রবেশ করলেন, ওটা হ'ল আপনার উম্মতের সাধারণ (জান্নাতী) ব্যক্তিদের জন্য। দ্বিতীয় ঘরটি হ'ল শহীদদের জন্য। অতঃপর উপরে মেঘের মত একটা ছায়ার দিকে ইশারা করে বললেন, ওটা আপনার জন্য নির্দিষ্ট। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমাকে আমার ঘরে ঢুকতে দাও! তারা বলল, এখনও আপনার জীবনের কিছু অংশ বাকী আছে। ওটা পূর্ণ হ'লেই আপনি এসে পড়বেন (فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ)।[৩] এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, মৃত্যুর পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বরযখী

৩. *বুখারী হা/১৩৮৬ 'জানায়েয' অধ্যায়; মিশকাত হা/৪৬২১; ফাৎহুল বারী ৩/২৯৫-৯৬ পৃঃ।*

জীবনে জান্নাতুল ফেরদৌসের সর্বোচ্চ ও প্রশংসিত 'ওয়াসীলা' নামক স্থানে, যা আল্লাহ্র আরশের নীচে অবস্থিত, সেখানে জীবিত অবস্থায় থাকবেন।

তাঁর রূহ মুবারক বা কোন নবী-শহীদ বা নেককার মুমিনের রূহ কখনোই আর দুনিয়াতে ফিরে আসবে না *(মুমিনূন ২৩/১০০; মুসলিম হা/১৮৮৭)*।

কবরে রাসূল (ছাঃ)-কে জড়দেহে জীবিত প্রমাণ করতে পারলে কবর ব্যবসায়ীরা তাদের ঘোষিত পীর-আউলিয়াদেরকে কবরে জীবিত বলবে ও তাদের সুফারিশে আল্লাহ্র রহমত হাছিল হবার ধোঁকা দিয়ে নযর-নেয়ায জমা করতে পারবে। অতএব অন্ধভক্তির চোরাগলি দিয়ে ভক্তের পকেট ছাফ করা, আত্মা ও আত্মার মিলনে পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ করার ধোঁকা দিয়ে এমনকি মহিলা মুরীদের ইযযত লুট করা, কাশফ ও কেরামতির প্রতারণার জাল ফেলে মুরীদকে বোকা বানিয়ে চড়া দরের নযর-নেয়ায আদায় করা ইত্যাদি ধর্মের নামে দিনে-দুপুরে এই ডাকাতি করা সহজ হবে। এর দ্বারা তাদের ফানাফিল্লাহ-বাক্বাবিল্লাহ ও যত কল্পা তত আল্লা-র অদ্বৈতবাদী কুফরী আক্বীদার পক্ষে মিথ্যা দলীল পেশ করা হয়েছে মাত্র।

(৯) মাদরাসায় নবম-দশম শ্রেণীর জন্য পাঠ্য আকাইদ ও ফিকহ বইয়ের ২৬ পৃষ্ঠায় তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম হলো 'ইমান বির রসুল'। এখানে মহানবী সাঃ কবরে সশরীরে জীবিত এ দাবির পক্ষে ব্যাখ্যা দিয়ে লেখা হয়েছে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পর এক বিশেষ ধরনের জীবন রয়েছে, তার শারীরিকভাবে বিদ্যমানতা ও বরযখী জীবন প্রণিধানযোগ্য। অকাট্য দলিলের আলোকেই সকল নবি আপন আপন মাযারে জীবিত আছেন এবং সালাত আদায় করছেন। আল্লাহ পাক শহিদদের প্রসঙ্গে বলেছেন, বরং তারা জীবিত, তাদের প্রভুর কাছ থেকে রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছেন *(আল ইমরান ১৬৯)*।

মন্তব্য : এগুলির জওয়াব পূর্বে দেওয়া হয়েছে। এগুলি কুরআনের অপব্যাখ্যা মাত্র। নবী-রাসূল ও শহীদগণ সবাই বরযখী জীবনে বেঁচে আছেন। জড়জগতে নয়।

(১০) 'আর বলা বাহুল্য যে, নবিগণ শহিদদের তুলনায় উচ্চ মর্যাদার। সে কারণে তাদের বরযখী জীবনের শক্তি শহিদ থেকে আরো বেশি পূর্ণাঙ্গ। রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক নবিদের দেহ ভক্ষণ করা জমিনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন, নবিগণ জীবিত এবং রিযিক পাচ্ছেন। তিনি আরো বলেন, নবিগণ তাদের নিজ নিজ কবরে জীবিত। সুতরাং বুঝা গেল, সাধারণ ইমানদারদের থেকে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক ধরনের বিশেষ বরযখী জিন্দেগী আছে নবিদের। আমাদের প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বরযখী হায়াত অন্যান্য নবিদের চেয়েও অধিকতর পরিপূর্ণ যা অতীব স্পষ্ট, তিনি আমাদের আমলসমূহ পর্যবেক্ষণ করছেন'।

মন্তব্য : তিনি বারযাখী জীবনে বেঁচে আছেন। যে জীবনের সঙ্গে দুনিয়াবী জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। উভয় জীবনের মাঝে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত *(মুমিনূন ২৩/১০০)*।

'আমাদের নবী আমাদের আমলসমূহ পর্যবেক্ষণ করছেন' কথাটি সম্পূর্ণরূপে শিরকী বক্তব্য এবং নিজেদের ভ্রান্ত আক্বীদার পক্ষে কুরআন-সুন্নাহ্র অপব্যবহার মাত্র। যা ইহূদীদের স্বভাব। যার বিনিময়ে তারা স্বল্পমূল্য অর্জন করে থাকে *(বাক্বারাহ ৭৯)*। বরং আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন। তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই *(শূরা ৪২/১১)*। তাঁর তন্দ্রাও নেই, নিদ্রাও নেই *(আয়াতুল কুরসী)*। আল্লাহ্র নিজস্ব আকার আছে। জান্নাতে মুমিনগণ তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দেখবেন *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২৩)*। অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসীগণ তাঁর দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫)*।

(১১) নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যবই আকাইদ ও ফিকহ বইয়ের ১৩৩ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, 'নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা মুবারক জেয়ারত করা আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম প্রধান উপায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা একথা বলে আমাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, আর যদি তারা নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করে এবং আপনার কাছে এসে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রসুল তাদের জন্য সুপারিশ করেন তবে তারা আল্লাহকে পাবে তওবা কবুলকারি দয়াবান *(নিসা ৬৪)*।

মন্তব্য : কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য হ'ল মৃত্যুকে স্মরণ করা।[৪] এর বেশী কিছু নয়। এখানে নিসা ৬৪ আয়াতের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেননা বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনকালের সাথে যুক্ত। এটি তাঁর মৃত্যুর পরের বিষয় নয়।

(১২) এরপর লেখা হয়েছে, এই আয়াত রসুল সা. এর দরবারে যাওয়ার উৎসাহ প্রদান, তার দরবারে গিয়ে ইস্তেগফার করা এবং গুনাহগারের জন্য আল্লাহর দরবারে তার সুপারিশ-চায় তা তার জীবদ্দশায় কিংবা ওফাতের পর- এসব কিছুর উপর নির্দেশ প্রদান করে। রওজা শরীফে এ জন্য যাওয়া উত্তম। কেননা, প্রিয়নবি সশরীরে রওজাপাকে জীবিত। তিনি তার উম্মতের সালামের জওয়াব দেন। নবী করিম সা. হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, যে আমার রওজা যিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে *(বায়হাকি, দারেকুতনি)*।

আল্লাহর হাবিব সা. আরো বলেন, যে ব্যক্তি আমার ইন্তেকালের পর আমার রওজা যিয়ারত করবে সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করল *(তবারানি, মুজামুল আওসাত)*।

মন্তব্য : 'তাঁর জীবদ্দশায় কিংবা ওফাতের পর' সূরা নিসা ৬৪ আয়াতের হুকুম প্রযোজ্য বলে যে কথা বলা হয়েছে, তা স্রেফ অপব্যাখ্যা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কোন মুফাসসির এরূপ ধোঁকাপূর্ণ ব্যাখ্যা দেননি। বরং এটি কেবল তাঁর জীবদ্দশার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

---

৪. মুসলিম হা/৯৭৬; মিশকাত হা/১৭৬৩।

অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর 'রওজা যিয়ারত' সম্পর্কে উপরে যে দু'টি হাদীছ বলা হয়েছে, সে দু'টি সহ উক্ত মর্মে যেসব হাদীছ বলা হয়ে থাকে, সবগুলিই জাল ও বাজে (كُلُّهَا وَاهِيَةٌ)।[৫]

'প্রিয়নবি সশরীরে রওজাপাকে জীবিত' কথাটি দ্বারা যদি কবরে তিনি দুনিয়াবী দেহে জীবিত ধারণা করা হয়, তবে সেটি হবে পুরোপুরি শিরকী আক্বীদা। দ্বিতীয়তঃ কবরকে 'রওজাপাক' বলাটা চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা। কারণ রাসূল (ছাঃ) নিজের কবরকে 'কবর' বলেছেন[৬] 'রওজাপাক' বলেননি ।

(১৩) ১৩৫ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, রসুলের দরবারে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দেয়া মুনাফিকদের অভ্যাস এবং তাঁর দরবারে একনিষ্ঠ হয়ে থাকা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পাথেয়। রসুলের দরবার বলতে এখানে রসুলের রওজা বোঝানো হয়েছে'।

মন্তব্য : বরং আল্লাহর ঘর যিয়ারতে বাধাদানকারীদের পবিত্র কুরআনে 'সবচেয়ে বড় যালেম' বলা হয়েছে *(বাক্বারাহ ১১৪)*। আর রাসূল (ছাঃ)-এর কবরকে যারা তীর্থস্থানে পরিণত করতে চায়, তাদেরকে তিনি লা'নত করেছেন।[৭] রাসূল (ছাঃ)-এর কবরকে কোথাও রওজা বলা হয়নি, বরং তিনি বলেছেন, আমার গৃহ ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি হ'ল, জান্নাতের বাগিচা সমূহের অন্যতম বাগিচা (রওযা)'।[৮] তিনি মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে মূর্তি বানিয়ো না, যাকে পূজা করা হয়। ঐ কওমের উপরে আল্লাহ্র প্রচণ্ড ক্রোধ রয়েছে, যারা নবীগণের কবরসমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করে'।[৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে নিষেধ করে যাচ্ছি'। দেখো, আমি কি তোমাদেরকে পৌঁছে দিলাম' (৩ বার)? হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক' (৩ বার)।[১০]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহের আলোকে এটাই পরিষ্কার যে, রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত ব্যতীত বাকী সবই মুনাফিকদের কাজ। আর তা থেকে বাধা দেওয়াই হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশের যথার্থ অনুসরণ। যেটি বর্তমানে সঊদী সরকার করে যাচ্ছেন এবং রীতিমত পুলিশী প্রহরা দিয়ে কথিত দরবার ও রওজাপূজারী বিদ'আতীদের সীমালঙ্ঘন থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর কবরকে রক্ষা করছেন। দুর্ভাগ্য, এইসব শিরকী ও বিদ'আতী আলেমদের দিয়েই মাদ্রাসা বোর্ডের আক্বায়েদ-ফিক্বহের মত গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য বইসমূহ লেখানো হচ্ছে এবং কোমলমতি শিশুদের বিশুদ্ধ তাওহীদী আক্বীদার বদলে ভ্রান্ত আক্বীদা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

রসুলের সা: রওজা জিয়ারত করলেই শাফায়াত ওয়াজিব

(১৪) 'কবিরা গুনাহকারী এবং পাপের কারণে যাদের শাস্তি অবধারিত হয়ে গেছে তাদের জন্য হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াত অবধারিত। রসুলের রওজা মুবারক জিয়ারত করলে তার জন্য রসুলের শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যায়'।

মন্তব্য : এগুলি কবরপূজারীদের ধোঁকা মাত্র। এবিষয়ে ১২ নং মন্তব্যের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বড়দের সম্মানে পায়ে চুমু খাওয়া সুন্নত!

(১৫) বড়দের হাতে ও পায়ে মহব্বতে, সম্মান প্রদর্শনের জন্য চুমু খাওয়া সুন্নত। কদমবুছি মুস্তাহাব আমল। আলেম, বুজুর্গ ও ওস্তাদের নেক নজর পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে কদমবুছি।

আলিয়া মাদরাসার ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য পাঠ্যবই 'আকাইদ ও ফিকহ' বইয়ে এ কথা লেখা হয়েছে। এ বইয়ের ১১৩ পৃষ্ঠার একটি পাঠের নাম 'কদমবুছি'। এখানে লেখা হয়েছে, 'বড়দের প্রতি সম্মান ছোটদের প্রতি মায়া-মমতা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা।... হাত ও পায়ে মুহব্বতে, সম্মান প্রদর্শনের জন্য চুমু খাওয়া সুন্নত। হযরত সোহাইব রা. বর্ণনা করেন, আমি হযরত আলী রা. কে হযরত আব্বাস রা. এর হাত এবং পায়ে চুম্বন করতে দেখেছি' *(আল আদাবুল মুফরাদ, ২৩৮)*।

এছাড়া ওজজা ইবনে আমের বলেন, আমরা রসুলুল্লাহ সা:-এর খেদমতে হাজির হলাম। আমাদের বলা হলো ইনি রসুল সা:। আমরা তার দুই হাত ও দুই পায়ে ধরেছি এবং চুমু খেয়েছি *(আল আদাবুল মুফরাদ, ২৩৮)*।

মন্তব্য : হাত-পায়ে চুমু খাওয়া সুন্নাত নয়, বরং বিদ'আত। সুন্নাত হ'ল স্রেফ সালাম করা ও মুছাফাহা করা।[১১] হাত-পায়ে চুমু খাওয়া সম্পর্কে উপরে যে দু'টি হাদীছ বলা হয়েছে, তা যঈফ। এছাড়া প্রথমটি আলী ও তাঁর চাচা আব্বাস-এর বিষয়। দ্বিতীয়টি বহিরাগত জনৈক ব্যক্তির প্রথাগত আচরণ। যা নবীর সুন্নাত নয় এবং যার প্রচলন ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ছিল না। আর ঐ ব্যক্তির নাম ওজজা নয়, বরং ওয়াযে' বিন 'আমের। যিনি বনু আব্দিল ক্বায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে মদীনায় এসেছিলেন ইসলাম কবুল করার জন্য *(আল-ইছাবাহ)*।

শবেবরাতের পক্ষে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক

(১৬) দাখিল অষ্টম শ্রেণীর আকাইদ ও ফিকহ বইয়ের ২১১ পৃষ্ঠায় শবেবরাত বিষয়ে লেখা হয়েছে, 'শবেবরাতকে কুরআন মজিদে লাইলাতুল মুবারাকান বা বরকতময় রাত হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে, নিশ্চয়ই আমি এ কুরআনকে নাজিল করেছি এক বরকতময় রাতে' *(সূরা দোখান : ২)*।

---

৫. আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ ওয়াল মওযূ'আহ হা/৪৭, ২০৩, ১০২১; ইরওয়াউল গালীল হা/১১২৭-২৮ প্রভৃতি।
৬. আহমাদ হা/৭৩৫২।
৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭১২।
৮. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৪।
৯. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৫৯৩; আহমাদ হা/৭৩৫২, সনদ শক্তিশালী; মিশকাত হা/৭৫০।
১০. ত্বাবারাণী কাবীর হা/৮৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২২৮৮।
১১. আবুদাঊদ হা/৫২০০, মিশকাত হা/৪৬৫০; তিরমিযী হা/২৭২৮, ইবনু মাজাহ হা/৩৭০২, মিশকাত হা/৪৬৮০; ছহীহাহ হা/১৬০।

মন্তব্য : উক্ত আয়াতে বর্ণিত বরকতময় রাত্রির অর্থ 'লায়লাতুল ক্বদর'। যা সূরা ক্বদরে আল্লাহ বলে দিয়েছেন। তাছাড়া সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াতে স্পষ্টভাবে আল্লাহ বলেছেন, রামাযান মাস, যার মধ্যে কুরআন নাযিল হয়েছে'। অতএব শবেবরাতে কুরআন নাযিল হয়েছে বলে যে কথা বোর্ডের বইয়ে লেখা হয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপূর্ণ। শবেবরাতের বিদ'আতী প্রথাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিদ'আতী আলেমদের এটি অন্যতম অপকৌশল মাত্র। যা সিলেবাসের মাধ্যমে ছোট থেকেই কোমলমতি শিশু-কিশোরদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

রসুলের শান ও মানকে বুলন্দ করার জন্য এ সৃষ্টিজগৎ!

(১৭) দাখিল অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ে একটি পাঠের নাম 'রসুল-এর শান ও মানকে হেয় করার পরিণাম'। এখানে হজরত মুহাম্মদ সা: সম্পর্কে লেখা হয়েছে 'সৃষ্টির সূচনা ও কেন্দ্রবিন্দু যিনি। যার শান ও মানকে বুলন্দ করার জন্য এ সৃষ্টিজগৎ'। হজরত মুহাম্মদ সা: -কে না বানালে কিছুই সৃষ্টি করা হতো না। তার নূরকেই সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পরে তার নূর থেকে অন্যসব সৃষ্টি। হজরত আদমের সৃষ্টির আগে হজরত মুহাম্মদ সা: আকাশে তারকা রূপে বিদ্যমান ছিলেন'।

উপরোক্ত মর্মে যেসব কথা বিদ'আতী আলেমদের মাধ্যমে সমাজে প্রচারিত হয়েছে, সবই বানোয়াট ও বাজে কথা মাত্র। অতীতে ঈসা (আঃ)-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে খৃষ্টানরা তাঁকে আল্লাহ্র পুত্র এমনকি তিন ইলাহের অন্যতম ইলাহ বলেছে *(মায়েদাহ ৫/৭৩)*। বিদ'আতী আলেমরা একইভাবে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করে তাঁকে 'নূরের নবী' বলে আখ্যায়িত করেছে।

এভাবে 'নূরে মুহাম্মাদী'র আক্বীদা সম্পূর্ণরূপে শিরকী আক্বীদা এবং পবিত্র কুরআনের বিরোধী এবং অবাস্তব। আল্লাহ বলেন, আদমকে আমরা সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে *(ছোয়াদ ৩৮/৭১-৭২)*। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন আদম সন্তান। অতএব তিনিও মাটির মানুষ। যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'তুমি বল, নিশ্চয় আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ ব্যতীত নই' *(কাহফ ১৮/১১০)*। অথচ বিদ'আতী আলেমদের বক্তব্য সম্পূর্ণ তার বিপরীত। এরপরেও এরা দাবী করেন, আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। একারণেই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তুমি নির্লজ্জ হবে, তখন তুমি যা খুশী তাই কর'।[১২] কে না জানে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর স্ত্রী-সন্তানাদি ছিল। অথচ তিনি নূর হ'লে তো এসব হতোনা।

ফেরেশতাদের আকৃতি নিয়ে দুই রকমের বক্তব্য

(১৮) ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণীর 'আকাইদ ও ফিকহ' বইয়ের ১৯ পৃষ্ঠায় ফেরেশতাদের পরিচয় সম্পর্কে লেখা হয়েছে, 'তাদের নির্ধারিত কোনো আকৃতি নেই'। অপর দিকে দাখিল অষ্টম শ্রেণীর 'আকাইদ ও ফিকহ' বইয়ের ৪০ পৃষ্ঠায় ফেরেশতাদের পরিচয় সম্পর্কে লেখা হয়েছে, 'তাদের নিজস্ব আকৃতি রয়েছে'।

মন্তব্য : 'ফেরেশতাদের কোন আকৃতি নেই' কথাটি ভুল। বরং তাদের নিজস্ব আকৃতি আছে। যেমন ফেরেশতাদের সর্দার জিব্রীল (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'সে মহা শক্তিধর। অতঃপর সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল'। 'তখন সে সর্বোচ্চ দিগন্তে ছিল' *(নাজম ৫৩/৬-৭)*।

জিব্রীলকে তার ছয়শো ডানা বিশিষ্ট নিজ আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মোট দু'বার দেখেছেন। প্রথমবার হেরা গুহায় নুযূলে অহীর পর সাময়িক বিরতি শেষে এবং দ্বিতীয়বার মি'রাজের সফরে সিদরাতুল মুনতাহায়। সূরা নাজমে মে'রাজের সময়ের কথাটিই বলা হয়েছে।[১৩]

এ ছাড়া সূরা ফাতিরের প্রথম আয়াতেও ফেরেশতাদের আকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা। যিনি ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক। যারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার ডানা বিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টিতে যা খুশী বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাশালী' *(ফাত্বির ৩৫/১)*। কেবল ফেরেশতা নয়, বরং অন্যান্য সৃষ্টিকেও তিনি এভাবে করেছেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ প্রত্যেক জীবকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। তাদের কেউ বুকে ভর দিয়ে চলে। কেউ দু'পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কেউ চারপায়ে ভর দিয়ে চলে। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান' *(নূর ২৪/৪৫)*।

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ২০১৪ সাল থেকে মাদ্রাসার পাঠ্য পঞ্চম শ্রেণীর আকাইদ ও ফিকহ বইটি রচনা করেছেন আবু সালেহ মো: কুতবুল আলম, আবু জাফর মুহাম্মদ নুমান ও মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান। বইটি সম্পাদনা করেছেন অধ্যক্ষ হাফেজ কাজী মোঃ আব্দুল আলীম।

ফেরেশতাদের প্রিয় নবীর নূর থেকে সৃষ্টি কথাটি বাদ দেয়া হয়েছে :

দাখিল অষ্টম শ্রেণীর আকাইদ ও ফিকহ বইটি ২০১৪ সাল থেকে পাঠ্যবই হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। ২০১৪ সালে এ বইটির ৪২ পৃষ্ঠায় ফেরেশতাদের সম্পর্কে লেখা হয়েছিল, ফেরেশতাগণ প্রিয় নবীর নূর বা জ্যোতি থেকে সৃষ্টি। তারা অত্যন্ত জ্যোতির্ময়, সুঠাম দেহের অধিকারী'।

বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত ফেরেশতাদের সৃষ্টি সম্পর্কে এ ভ্রান্ত কথাটি বহাল রাখা হয় পাঠ্যবইয়ে। ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে ২০১৭ সালের সংস্করণে এ কথাটি বাদ দেয়া হয় এবং ২০১৮ সালে বইটি পরিমার্জন করা হয়।

(ক্রমশঃ)

১২. *বুখারী ৩৪৮৪।*

১৩. *ইবনু কাছীর; বুখারী হা/৪৮৫৭; তিরমিযী হা/৩২৭৭।*

দান-ছাদাক্বার আদব সমূহ

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

পার্থিব জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ মানুষকে ধন-সম্পদ দান করেছেন। মূলতঃ সম্পদের মালিক আল্লাহ। মানুষ কেবল এসবের ব্যবহারকারী। তাই আল্লাহ কাউকে সম্পদ দিয়ে আবার কাউকে না দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন। গরীব-দুঃখী অসহায় মানুষ ধনীদের সম্পদের মুখাপেক্ষী। তাদেরকে দান করা ধনীদের জন্য করণীয়। এটা যেমন ইবাদত, তেমনি আল্লাহকে রাযী-খুশী করার অন্যতম উপায়। সুতরাং দরিদ্রদের দান করার মাধ্যমে তাদের অসচ্ছলতা দূর করার চেষ্টা করা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা মুমিনের কর্তব্য। কিন্তু দান-ছাদাক্বার কিছু আদব রয়েছে, যার মাধ্যমে দান আল্লাহ্র কাছে কবুল হয়ে থাকে। আর এসবের অনুপস্থিতিতে দান-ছাদাক্বা যথাযথভাবে কবুল হয় না। আলোচ্য নিবন্ধে দান-ছাদাক্বার আদব বা শিষ্টাচার সমূহ আলোচনা করা হ'ল।-

দান-ছাদাক্বার আদব সমূহ :

দান-ছাদাক্বাসহ অন্যান্য নেক আমল কবুল হওয়ার জন্য কিছু শর্ত ও আদব রয়েছে। যেগুলো পালন না করা হ'লে ছওয়াব পাওয়া যায় না। এমনকি কিছু আদব এমন রয়েছে, যেগুলো পালন করা না হ'লে আমল বাতিল হয়ে যেতে পারে। এসব আদবের মধ্যে কিছু পালনীয় ও কিছু বর্জনীয়। নিম্নে আদব বা শিষ্টাচার সমূহ আলোচনা করা হ'ল।-

ক. পালনীয় আদব সমূহ :

১. দান হালাল দ্রব্য থেকে হওয়া :

যেসব বস্তু দান করা হবে তা হালাল হ'তে হবে। কেননা আল্লাহ হালাল ও পবিত্র বস্তু ব্যতীত গ্রহণ করেন না। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং যা আমরা তোমাদের জন্য জমিতে উৎপন্ন করি, সেখান থেকে পবিত্র বস্তু ব্যয় কর' *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*। সুতরাং হারাম বস্তু দান করলে তা কবুল হয় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ব্যতীত কোন কিছু গ্রহণ করেন না।[১]

তিনি আরো বলেন, مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ مَأْثَمٍ فَوَصَلَ بِهِ رَحِمًا، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ، أَوْ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، جُمِعَ ذَلِكَ جَمِيعًا، ثُمَّ قُذِفَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ، 'যে ব্যক্তি পাপের মাধ্যমে কোন সম্পদ লাভ করল, অতঃপর তা দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করল কিংবা তা দান করল অথবা তা আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করল। আল্লাহ তা একত্রিত করে জাহান্নামে ছুড়ে মারবেন'।[২] ছাদাক্বা যেমন উত্তম মাল দ্বারা হ'তে হবে তেমনি তা যেন পাপাচারের সহায়তায় ব্যয়িত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

২. উত্তম মাল ছাদাক্বা করা :

উত্তম সম্পদ ছাদাক্বা করার চেষ্টা করতে হবে। কেননা প্রিয় বস্তু ছাদাক্বা না করলে ছওয়াব পাওয়া যায় না। আল্লাহ বলেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ 'তোমরা কখনোই কল্যাণ লাভ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে দান করবে' *(আলে ইমরান ৩/৯২)*। তিনি আরো বলেন, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ– 'আর সেখান থেকে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প কর না, যা তোমরা নিজেরা গ্রহণ কর না চোখ বন্ধ করা ব্যতীত। জেনে রেখ আল্লাহ অভাবমুক্ত ও চির প্রশংসিত' *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*।

হাদীছে এসেছে, আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন,

دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ مِنَّا قِنًا حَشَفًا فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِى ذَلِكَ الْقِنْوِ وَقَالَ لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا. وَقَالَ إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে আমাদের নিকটে প্রবেশ করলেন, তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল। মসজিদে আমাদের এক ব্যক্তি নিকৃষ্ট মানের এক গুচ্ছ খেজুর ঝুলিয়ে রেখেছিল। তিনি ঐ খেজুর গুচ্ছে লাঠি দিয়ে আঘাত করে বলেন, এর ছাদাকাক্বারী ইচ্ছে করলে এর চাইতে উত্তমটি ছাদাক্বা করতে পারত। তিনি আরো বলেন, 'এর ছাদাকাক্বারীকে ক্বিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট ফল খেতে হবে'।[৩]

৩. ছাদাক্বা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র জন্য হওয়া :

অন্যান্য নেক আমলের ন্যায় ছাদাক্বাও কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রদান করা যরূরী। অন্যথা তা কবুল হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى 'কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে'।[৪]

অন্যত্র এসেছে, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِى فِى امْرَأَتِكَ. 'তুমি আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যা-ই ব্যয় কর না কেন,

১. *মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০।*

২. *ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭২১।*

৩. *আবূ দাউদ হা/১৬০৮; নাসাঈ হা/২৪৯২, 'যাকাত' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/১৮২১ 'যাকাত' অধ্যায়, সনদ হাসান।*

৪. *বুখারী হা/১; মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/১।*

তোমাকে তার প্রতিদান নিশ্চিতরূপে প্রদান করা হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তারও'।[৫]

৪. গোপনে ছাদাক্বা করা :

প্রকাশ্যে ও গোপনে উভয় অবস্থায় দান করা যায়। তবে গোপনে দান করা উত্তম। কেননা এতে লৌকিকতা ও প্রদর্শনেচ্ছা থাকে না। তবে প্রকাশ্যে দান করা অধিক কল্যাণকর হ'লে প্রকাশ্যেই দান করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ،

'যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা কতই না উত্তম! আর যদি তা গোপনে কর ও অভাবীদের প্রদান কর, তবে তোমাদের জন্য তা আরও উত্তম। এবং (এর দ্বারা) তিনি তোমাদের কিছু পাপ মোচন করে দিবেন। আর তোমরা (গোপনে) যা কিছু কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭১)*।

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ফরয হৌক, নফল হৌক যেকোন ছাদাক্বা গোপনে প্রদান করা উত্তম হওয়ার ব্যাপারে অত্র আয়াতে দলীল রয়েছে। কেননা তাতে লোক দেখানো বা লোককে শুনানোর কিছু থাকে না। তবে অন্যেরা অনুসরণ করুক, এরূপ কোন কল্যাণ ইচ্ছা থাকলে সেক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা উত্তম হবে। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আরশের ছায়াতলে যে সাত শ্রেণীর মুমিন আশ্রয় পাবে, তাদের অন্যতম হ'ল- 'ঐ ব্যক্তি, যে এমনভাবে গোপনে ছাদাক্বা করে যে তার ডান হাত কি খরচ করে বাম হাত তা জানতে পারে না'।[৬]

৫. খুশিমনে ছাদাক্বা করা :

স্বতস্ফূর্তভাবে ছাদাক্বা করা উচিত। গোমড়া মুখ করে দান করা উচিত নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ. 'কল্যাণমূলক কোন কর্মকেই অবজ্ঞা করো না, যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করেও হয়'।[৭] তিনি আরো বলেন, إِنَّ تَبَسُّمَكَ فِيْ وَجْهِ أَخِيْكَ يُكْتَبُ لَكَ بِهِ صَدَقَةٌ 'নিশ্চয়ই তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করায় তোমার জন্য ছাদাক্বার ছওয়াব লেখা হয়'।[৮]

৬. প্রকৃত হকদারকে ছাদাক্বা করা :

যথাযথ হকদার বা প্রাপককে দান করা উচিত। এতে অধিক ছওয়াব পাওয়া যায় এবং প্রাপক ঐ ছাদাক্বার মাধ্যমে উপকৃত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِى الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ 'অনাত্মীয়) গরীব-মিসকীনকে দান করলে তা ছাদাক্বা (দানের ছওয়াব পাওয়া যায়)। আর আত্মীয়-স্বজনকে দান করলে দ্বিগুণ (দানের ছওয়াব এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার ছওয়াব) হয়।[৯]

৭. সাধ্যমত দ্রুত দান করা :

দান-ছাদাক্বা করার ইচ্ছা করলে দ্রুত তা করা উচিত। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.

'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কোন ছাদাক্বার ছওয়াব বেশী পাওয়া যায়? তিনি বললেন, সুস্থ ও কৃপণ অবস্থায় তোমার ছাদাক্বাহ করা যখন তুমি দারিদ্র্যের আশঙ্কা করবে ও ধনী হওয়ার আশা রাখবে। ছাদাক্বাহ করতে এ পর্যন্ত বিলম্ব করবে না যখন প্রাণবায়ু কণ্ঠাগত হবে, আর তুমি বলতে থাকবে, অমুকের জন্য এতটুকু, অমুকের জন্য এতটুকু, অথচ তা অমুকের জন্য হয়ে গেছে'।[১০]

খ. বর্জনীয় আদব সমূহ :

১. অধিক লাভের আশায় ছাদাক্বা না করা :

দান করতে হবে নিঃশর্তভাবে। দান করে তার বিনিময়ে অধিক লাভের আশা করা সমীচীন নয়। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ '(দুনিয়ায়) অধিক পাওয়ার আশায় কাউকে দান করবেন না' *(মুদ্দাচ্ছির ৭৪/৬)*। দানের বিনিময়ে দুনিয়াতে কিছু পাওয়ার আশায় দান করা যাবে না।

২. খোঁটা দেওয়া থেকে বিরত থাকা :

অনেকে দান করে খোঁটা দিয়ে থাকে, এতে তার দানের ছওয়াব বাতিল হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ-

'হে বিশ্বাসীগণ! খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানগুলিকে বিনষ্ট কর না। সেই ব্যক্তির মত, যে তার ধন-

---

৫. বুখারী হা/৫৬; আবু দাউদ হা/২৮৬৪; মিশকাত হা/৩০৭১।
৬. বুখারী হা/৯১; বুখারী হা/১৪২৩; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১ 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ।
৭. মুসলিম হা/২৬২৬; মিশকাত হা/১৯১০।
৮. ছহীহ আত-তারগীব হা/২৬৮৬।
৯. ইবনু মাজাহ হা/১৮৪৪; নাসাঈ হা/২৫৮২; মিশকাত হা/১৯৩৯; ইরওয়া হা/৮৮৩।
১০. বুখারী হা/১৪১৯; মুসলিম হা/১০৩২; মিশকাত হা/১৮৬৭।

Contents

সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য এবং সে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না। ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ প্রস্তরখণ্ডের মত, যার উপরে কিছু মাটি জমে ছিল। অতঃপর সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হ'ল ও তাকে পরিষ্কার করে রেখে গেল। এভাবে তারা যা কিছু উপার্জন করে, সেখান থেকে কোনই সুফল তারা পায় না। বস্তুতঃ আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৬৪)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِى لاَ يُعْطِى شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلَفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ 'আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলবেন না। যে লোক কোন কিছু দান করে খোঁটা দেয়, যে লোক মিথ্যা শপথ করে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে এবং যে ব্যক্তি পায়ের গিটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে'।[১১]

পরিশেষে বলব, দান-ছাদাক্বার ক্ষেত্রে উপরোক্ত আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলা যরূরী। এর মাধ্যমে দাতা ইহকালে যেমন সুফল পাবে, তেমনি পরকালীন জীবনে অশেষ ছওয়াব লাভ করবে। আর গ্রহীতা এর দান গ্রহণ করে সচ্ছল জীবন যাপন করতে পারবে। ফলে সে দাতার জন্য কল্যাণের দো'আ করবে। তাই দান-ছাদাক্বার আদব সকলকে মেনে চলা উচিত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

৩ বছর মেয়াদী কুল্লিয়া কোর্সে ভর্তি চলছে

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পুরুষ শাখায় আলিম পরবর্তী তিন বছর মেয়াদী কুল্লিয়া (দাওরায়ে হাদীছ) কোর্সে ভর্তি চলছে। উক্ত কোর্সে বুখারী, মুসলিম সহ কুতুবে সিত্তাহ এবং আক্বীদা, তাফসীর, উছূলে তাফসীর, হাদীছ, উছূলে হাদীছ প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা প্রদান করা হবে। আবাসিক/অনাবাসিক আগ্রহী প্রার্থীদেরকে নিম্নোক্ত তারিখে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

ভর্তি পরীক্ষা : ৩রা আগস্ট ২০১৯ শনিবার, সকাল ৯-টা।

ক্লাস শুরু : ২৪শে আগস্ট ২০১৯ শনিবার।

শর্তাবলী : আলিম, ছানাবিয়া বা সমযোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া।

যোগাযোগ
প্রিন্সিপাল
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৭-৮৬৫২১৯, ০১৭৩৫-৯৫৯০২৯।

১১. *মুসলিম হা/১০৬; নাসাঈ হা/৫৩৩৩।*

Contents

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত পরিচিতি

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(৪র্থ কিস্তি)

(খ) আহলুল আছার (أهل الأثر) :

শাব্দিক অর্থ : الأثر শব্দটি একবচন। বহুবচনে آثـــار। অর্থ কোন জিনিসের অবশিষ্টাংশ, আলামত, নিদর্শন, চিহ্ন[১] ইত্যাদি। এ অর্থেই পবিত্র কুরআনে শব্দটির ব্যবহার এসেছে– وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَـــارَهُمْ 'আর লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে এবং যা পেছনে রেখে যায়' *(ইয়াসীন ১২)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ বিগতদের নিকট হ'তে বর্ণিত বিষয়।[২]

পারিভাষিক অর্থ :

মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় রাসূল (ছাঃ), ছাহাবী এবং তাবেঈদের বর্ণিত হাদীছকে 'আছার' বলা হয়। অর্থাৎ মারফূ হোক, মাওকূফ হোক বা মাক্বতূ হোক সকল হাদীছই 'আছার'। তারা হাদীছ এবং আছারের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। যেমন বলা হয় أثرت الحـــديث 'আমি হাদীছ বর্ণনা করেছি'। এজন্য মুহাদ্দিছগণকে 'আছারী' (آثري) বলা হয়।[৩] এই অর্থেই ইমাম ত্বাহাভী স্বীয় হাদীছগ্রন্থকে شرح معـــاني الآثـــار এবং مشكل الآثار নামকরণ করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম ত্বাবারী شرح تهذيب الآثار নামে হাদীছ গ্রন্থ রচনা করেছেন।

'আহলুল আছার' অভিধাটির ব্যবহার :

'আহলুল আছার' অভিধাটি 'আহলুল হাদীছ' তথা মুহাদ্দিছদের জন্য ব্যবহৃত হয়, যারা হাদীছের পঠন-পাঠন এবং সংরক্ষণে আত্মনিয়োগ করেন। অনুরূপভাবে যারা গোপনে ও প্রকাশ্যে কিতাব এবং সুন্নাত থেকেই কেবল দলীল অনুসন্ধান করেন। যেমন আবূ হাতিম আর-রাযী (মৃ. ২৭৭হি.) বলেন, مـــذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصـــحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان، والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، وأبي عبيد القاسم بن سلام، والـــشافعي 'আমাদের মাযহাব এবং পসন্দনীয় পন্থা হ'ল, রাসূল (ছাঃ), তাঁর ছাহাবীগণ, তাবেঈগণ এবং তৎপরবর্তী তাঁদের যথার্থ অনুসারীগণের পদাংক অনুসরণ করা। সেই সাথে 'আহলুল আছার' তথা আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইসহাক ইবনু ইবরাহীম এবং আল-ক্বাসেম ইবনু সালাম এবং শাফেঈ প্রমুখের মাযহাব অবলম্বন করা'।[৪]

তিনি আরও বলেন, وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء 'বিদ'আতীদের আলামত হ'ল আহলুল আছারদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করা এবং যিন্দীকদের আলামত হ'ল আহলুস সুন্নাহকে 'হাশাভিয়াহ' আখ্যা দেয়া, যারা হাদীছসমূহকে বাতিল করে দিতে চায়। জাহমিয়াদের আলামত হ'ল আহলুস সুন্নাহকে 'মুশাববিহাহ' (সাদৃশ্যবাদী) আখ্যা দেয়া। আর ক্বাদরিয়াদের বৈশিষ্ট্য হ'ল আহলুল আছারদেরকে 'জাবরিয়া' আখ্যা দেয়া, মুরজিয়াদের বৈশিষ্ট্য হ'ল আহলুস সুন্নাহকে 'মুখালিফাহ' ও 'নুক্বছানিয়া' আখ্যা দেয়া এবং রাফেযীদের বৈশিষ্ট্য হ'ল আহলুস সুন্নাহকে 'নাছেবাহ' আখ্যা দেয়া। অথচ আহলুস সুন্নাহ্র একটি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন নাম নেই। অন্য নামগুলো তাদের জন্য প্রযোজ্য হওয়া অসম্ভব'।[৫] আবূ নাছর আস-সিজযী (মৃ. ৪৪৪হি.), ইবনু তায়মিয়াহ (মৃ. ৭২৮হি.), আস-সাফারীনী (মৃ. ১১৮৮হি.) প্রমুখ এই লক্বটি ব্যবহার করেছেন।[৬]

আস-সাফারীনী বলেন, أهل الأثر يعني الذين إنما يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله جل شأنه في كتابه، أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام، والتابعين الفخام، 'আহলুল আছার হ'ল তারা যারা কেবলমাত্র আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অথবা ছাহাবী এবং তাবেঈগণ হ'তে ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত আছার হ'তে তাদের আক্বীদা ও বিশ্বাস গ্রহণ করে'।[৭]

সুতরাং 'আহলুল আছার'ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের

১. *ইবনে মানযূর, লিসানুল আরব ৪/৫ পৃ.; ড. মুহাম্মাদ আল-কাল'আজী, মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা, ১/৪০ পৃ.; ইবনু ফারেস, মু'জামু মাকায়ীসিল লুগাহ, ১/৫৪ পৃ.; আয-যুবায়দী, তাজুল আরূস, ৩/৪ পৃ.।*

২. *(هو الشيء المنقول عن السابقين) মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী, আল-হাদীছু হুজ্জাতুন বি নাফসিহি, পৃ. ১৪।*

৩. *জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, তাদরীবুর রাবী ফী শারহে তাক্বরীবুন নববী, মুকাদ্দামাতুল মুআল্লিফ, ১/১১ পৃ.; নববী, মুকাদ্দামা আল-মিনহাজ শারহু মুসলিম, ১/৬৩ পৃ.; ইবনু হাজার আসক্বালানী, নুযহাতুন নযর ফি তাওযীহি নুখবাতুল ফিকার, ১/২৩০ পৃ.; শামসুদ্দীন আস-সাখাভী, ফাতহুল মুগীছ শারহু আলফিয়াতুল হাদীছ, ১/৩১ পৃ.; মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী, আল-হাদীছু হুজ্জাতুন বি নাফসিহি, পৃ. ১৪; ড. নূরুদ্দীন আত্তার, মানহাজুন নাক্বদি ফি উলূমিল হাদীছ, পৃ. ২৮।*

৪. *হিবাতুল্লাহ আল-লালকাঈ, শারহু উছূলিল ই'তিক্বাদ, ১/২০২ পৃ.।*

৫. *প্রাগুক্ত, ১/২০১ পৃ.।*

৬. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া, ৬/১৭০ পৃ.; ছালেহ আদ-দাখীল, খাছায়েছু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ, পৃ. ১৪৪।*

৭. *শামসুদ্দীন আস-সাফারীনী, লাওয়ামেউল আনওয়ার আল-বাহিয়াহ, ১/৬৪ পৃ.।*

একটি প্রসিদ্ধ নাম, যার ব্যবহার বিদ্বানদের মধ্যে রয়েছে।

(গ) আত-ত্বায়েফাহ আল-মানছূরাহ (الطائفة المنصورة) :

الطائفة المنصورة শব্দের অর্থ হ'ল বিজয়ী দল। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অপর একটি নাম হিসাবে এটি প্রসিদ্ধি লাভের কারণ হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ। তিনি বলেন, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ، 'আমার উম্মাতের মধ্যে একটি দল সর্বদা বিজয়ী থাকবে। যারা তাদেরকে লাঞ্ছিত করতে চাইবে, তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবে ক্বিয়ামত চলে আসবে। কিন্তু তারা বিজয়ীই থাকবে'।[৮]

এই হাদীছটি ১৯ জনেরও বেশী ছাহাবী থেকে বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং ইবনু তায়মিয়াহ, সুয়ূত্বী, যুবায়দী, কাত্তানী প্রমুখ হাদীছটিকে মুতাওয়াতির হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[৯]

এই হাদীছের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে একটি দল সর্বদা বিরাজমান থাকবে যারা হক্বের উপর সুদৃঢ়ভাবে টিকে থাকবে। তাদের চলার পথ ও মানহাজ হবে খুবই সুস্পষ্ট এবং দলীলসমৃদ্ধ। তারা সর্বদা আল্লাহ্র নির্দেশ বাস্তবায়নে অটল থাকবে। তারা মানুষকে সৎপথের দিকে ডাকবে এবং অসৎপথ থেকে বিরত রাখবে। আর তারা কখনই আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম থেকে পিছপা হবে না। সেই সংগ্রাম কখনও হবে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে। আবার কখনও জিহাদের অন্যান্য মাধ্যমসমূহ অবলম্বন করে। মোটকথা এই দল সর্বাবস্থায় এবং সর্বযুগে হক্বের উপর বিজয়ী থাকবে।

এজন্য এই বিজয়ী দলের ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণ সর্বসম্মতভাবে বলেছেন যে, এই দলটি হ'ল যারা কিতাব ও সুন্নাত এবং ছাহাবী অনুসৃত পথ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে। তারা বিদ'আত এবং বিদ'আতীদের থেকে সর্সতোভাবে দূরত্ব বজায় রাখে। আর তারা হ'লেন আছহাবুল হাদীছ, যারা কথায় ও কাজে হাদীছের উপর আমল করে থাকে এবং যারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রামী মুজাহিদ।[১০] যেমন ইবনুল মুবারক (মৃ. ১৮১হি.) বলেন,هم عندي اصحاب الحديث 'আমার দৃষ্টিতে তারা হ'লেন আছহাবুল হাদীছ'।[১১]

আলী ইবনুল মাদীনী (মৃ. ২৩৪হি.) বলেন, هم أهل الحديث، والذين يتعاهدون مذاهب الرسول، ويذبون عن العلم. لولاهم، لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السنن، 'তারা হ'লেন আহলে হাদীছ যারা রাসূল (ছাঃ)-এর চলার পথসমূহের উপর অবিচল থাকেন এবং জ্ঞানের সুরক্ষায় তৎপর থাকেন। যদি তারা না থাকতেন তবে মু'তাযিলা, রাফেযী, জাহমিয়া, মুরজিয়া এবং রায়পন্থীদের নিকট তুমি কখনও সুন্নাতের দিশা পেতে না'।[১২]

আহমাদ বিন হাম্বল (মৃ. ২৪১হি.) বলেন, إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، 'যদি তারা (এই বিজয়ী দলটি) আহলেহাদীছ না হয়, তবে আমি জানি না তারা কারা'।[১৩]

ইমাম বুখারী (মৃ. ২৫৬হি.) বলেন, هم أهل العلم 'তারা হ'লেন জ্ঞানী ব্যক্তিগণ'।[১৪] অন্যত্র তিনি বলেন, يعني أصحاب الحديث 'তারা হ'ল আছহাবুল হাদীছগণ'।[১৫]

ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাকেম (মৃ. ৪০৫হি.) বলেন, فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث، ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين، واتبعوا آثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه، 'এই হাদীছের ব্যাখ্যায় আহমাদ বিন হাম্বল চমৎকার বলেছেন যে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত লাঞ্ছনামুক্ত ঘোষিত হয়েছে যে দল, সেই বিজয়ী দল হ'ল আছহাবুল হাদীছ। কেননা এই দলটি ব্যতীত আর কোন দল এই ব্যাখ্যার দাবীদার হ'তে পারত, যারা সৎকর্মশীলদের প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হয়। যারা সালাফে ছালেহীনের পদাংক অনুসরণ করে এবং যারা বিদ'আতী ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ বিরোধীদের চূড়ান্তভাবে পরাভূত করে'।[১৬]

কাযী আয়ায (৫৪৪হি.) বলেন, إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث 'আহমাদ বিন হাম্বল এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে এবং যারা আহলুল হাদীছ মাযহাবকে গ্রহণ করেছে'।[১৭]

সুতরাং 'আত-ত্বায়েফাহ আল-মানছূরাহ' বা বিজয়ী দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম উপাধি। এজন্য এই দলটির গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনু তায়মিয়া (মৃ. ৭২৮হি.) বলেন, وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي:

---

৮. *ছহীহ মুসলিম হা/১৯২০।*
৯. *ইবনু তায়মিয়াহ, ইক্বতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাকীম ১/৬ পৃ.; জালালুদ্দীন সূয়ূত্বী, ক্বাতফুল আযহার, পৃ. ২১৬.; আবূবকর আয-যুবায়দী, লাক্বতুল লাআলী আল-মুতানাছিরাহ, পৃ. ৬৮; আল-কাত্তানী, আন-নাযমুল মুতানাছির, পৃ. ৯৩।*
১০. *ড. গালিব আওয়াজী, ফিরাক্ব মুআছারাহ তানতাসিবু ইলাল ইসলাম, ১/১১০ পৃ.।*
১১. *খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃ. ২৬।*
১২. *প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।*
১৩. *মুহিউদ্দীন আন-নববী, শারহু ছহীহ মুসলিম, ১৩/৬৭ পৃ.।*
১৪. *প্রাগুক্ত, ১৩/৬৬ পৃ.।*
১৫. *খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃ. ২৭।*
১৬. *আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাকিম, মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃ. ২।*
১৭. *মুহিউদ্দীন আন-নববী, শারহু ছহীহ মুসলিম, ১৩/৬৭ পৃ.।*

لا تزال طائفة من أمتي 'এরাই হ'ল সেই বিজয়ী দল যাদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের উপর বিজয়ী থাকবে...'।[১৮]

(ঘ) ফিরক্বা নাজিয়াহ (الفرقة الناجية) :

'ফিরক্বা নাজিয়াহ' অর্থ মুক্তিপ্রাপ্ত দল। মুক্তিপ্রাপ্ত দল হিসাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রসিদ্ধি লাভের কারণ হ'ল নাজাতপ্রাপ্ত দল সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর মন্তব্য। যেমন তিনি বলেন, أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوْا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ: ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ 'জেনে রেখো, তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মত বিভক্ত হবে তিহাত্তর দলে। এর মধ্যে বাহাত্তরটি দলই হবে জাহান্নামী আর একটি দল হবে জান্নাতী। সেই দলটি হচ্ছে 'আল-জামাআত'।[১৯]

আলী (রাঃ) এই হাদীছটি বর্ণনান্তে পাঠ করতেন, وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ 'আর যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল লোক আছে, যারা ন্যায়ানুগভাবে পথ দেখায় এবং ন্যায় বিচার করে' *(আল-আ'রাফ ১৮১)*।[২০]

এই হাদীছে বর্ণিত 'আল-জামা'আত' শব্দটি যে একমাত্র আহলুস সুন্নাহ্র জন্যই প্রযোজ্য, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এজন্য ইবনু তায়মিয়াহ (মৃ. ৭২৮হি.) তাঁর আল-আক্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বিয়াহ পুস্তকের শুরুতেই উল্লেখ করেছেন, أما بعد؛ فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة؛ أهل السنة والجماعة 'অতঃপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত এটাই হ'ল বিজয়ী ফিরক্বা নাজিয়াহ তথা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা বিশ্বাস'।[২১]

তিনি আরও বলেন, فإذا كان وصف الفرقة الناجية أتباع الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك شعار السنة والجماعة كانت الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، فالسنة ما كان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه عليه 'ফিরক্বা নাজিয়ার বৈশিষ্ট্য যখন রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের অনুসারী হওয়া, যেটা কিনা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের চিহ্ন; তখন ফিরক্বা নাজিয়াহ হ'ল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতই। আর সুন্নাত হ'ল যে নীতির উপর রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন'।[২২]

আব্দুল কাদের জীলানী (৫৬১ হি.) বলেন, أما الفرقة الناجية فهي أهل السنة والجماعة 'ফিরক্বা নাজিয়াহ হ'ল, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত'।[২৩]

পূর্বসূরী বিদ্বানদের কেউ কেউ 'ফিরক্বা নাজিয়াহ' শিরোনামে গ্রন্থও রচনা করেছেন। যেমন ইবনু বাত্তাহ (৩৮৭হি.) রচনা করেছেন তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة। অনুরূপভাবে রচনা করেছেন ইবনুল ক্বাইয়িম (মৃ. ৭৫১হি.) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية।

সমকালীন সঊদী বিদ্বান হাফেয আল-হাকামী (মৃ. ১৯৫৮খ্রি.) ফিরক্বা নাজিয়াহ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, وقد أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه ... وإنما تصلح هذه الصفة لحملتها وحفاظها ونقادها المنقادين لها المتمسكين بها، الذابين عنها يقفون عندها ويسيرون بسيرها... فهم والله "أهل السنة والجماعة" وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، الذين لم تزل قلوبهم على الحق متفقة مؤتلفة، وأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم على الوحي لا مفترقة ولا مختلفة. فانتدبوا لنصرة الدين دعوة وجهادا وقاوموا أعداءه جماعات وفرادى 'চির সত্যবাদী রাসূল (ছাঃ) আমাদের অবহিত করেছেন যে, ফিরক্বা নাজিয়াহ হ'ল তারা যারা সেই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যে নীতির উপর ছিলেন তিনি রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীরা। ...আর এই বৈশিষ্ট্য কেবল তাদের জন্যই উপযোগী যারা সুন্নাতের ধারক, বাহক, সংরক্ষক ও যথার্থ সমালোচক। যারা সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকে, সুন্নাতের প্রতিরক্ষা দান করে, সুন্নাতের সাথে চলে এবং সুন্নাতের পথেই পরিচালিত হয়। ...আল্লাহ্র কসম! তারা হ'ল 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত'। তারা হ'ল ক্বিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী দল। যাদের অন্তর্জগত হক্বের উপর ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত। যাদের কথা, আমল ও বিশ্বাস অহীভিত্তিক; বিচ্ছিন্ন ও পৃথক নয়। যারা দ্বীনের বিজয়ের জন্য দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালায় এবং তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জামা'আতবদ্ধভাবে বা একাকী প্রতিরোধ গড়ে তোলে'।[২৪]

[চলবে]

---

১৮. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া, ৩/১৫৯ পৃ.।
১৯. আহমাদ হা/১৬৯৩৭, আবূদাঊদ হা/৪৫৯৭; মিশকাত হা/১৭২, সনদ ছহীহ।
২০. আল-আজুরী, আশ-শারী'আহ, ১/৩০৯ পৃ.।
২১. উছায়মীন, শারহুল আক্বীদা আল-ওয়াসিত্বিয়াহ, পৃ. ৪৮।
২২. ইবনু তায়মিয়া, মিনহাজুস সুন্নাহ, ৩/৪৫৭ পৃ.।
২৩. আব্দুল কাদের আল-জিলানী, আল-গুনিয়াহ, ১/১৭৫ পৃ.।
২৪. হাফেয আল-হাকামী, মা'আরিজুল কুবূল, ১/৬১ পৃ.।

Contents

শিক্ষাঙ্গনে অপরাজনীতি ও অনৈতিক প্রভাব বন্ধ করতে হবে

জামাল উদ্দিন বারী

রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন পক্ষ দেশকে উন্নত রাষ্ট্রের সারিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে দাবী করলেও সামাজিক-রাজনৈতিক অর্থনৈতিকভাবে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে না পিছিয়ে পড়ছে তা নিয়ে মানুষের মধ্যে তুমুল বিতর্ক চলছে। মূলধারার গণমাধ্যমের প্রতিদিনকার খবরে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নানাবিধ ভাইরাল বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলে সেখানে মানুষের ক্ষোভ-অসন্তোষের বিষয়গুলোই বেশী ধরা পড়ছে। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে জনগণের প্রত্যাশার জায়গা অনেকটা দূরে সরে গেছে। একাদশ জাতীয় নির্বাচনের আগে একতরফা দশম জাতীয় নির্বাচনের পর একশ্রেণীর সাধারণ মানুষ যখন গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দিহান হয়ে উঠেছিল তখন সরকারের পক্ষ থেকে বলতে শোনা গেল, 'উন্নয়ন না গণতন্ত্র' কম গণতন্ত্র বেশী উন্নয়ন ইত্যাদি কথামালা। দেশের মানুষ যদি অর্থনৈতিকভাবে মুক্তির স্বাদ পায় তাহ'লে হয়ত কিছুদিনের জন্য হ'লেও গণতন্ত্রের প্রশ্নে আপোস করতে প্রস্তুত আছে। যদিও আমাদের অতীত ইতিহাস সে কথা বলে না। জেনারেল আইয়ুব খান ও জেনারেল এরশাদের উন্নয়নের দাবী এ দেশের গণতন্ত্রের দাবীকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। যে দেশে স্কুল-কলেজ-মাদরাসায় শিশু-কিশোরীরা নিরাপদ নয়। যে দেশে শিক্ষার নামে অনৈতিক বাণিজ্য বিস্তার লাভ করে। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ চর্চার কোন সুযোগ থাকে না, শিক্ষা ও গবেষণার চেয়ে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি, নিয়োগ বাণিজ্য ও রক্তক্ষয়ী সংঘাতই প্রতিদিনের সাধারণ দৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে ঘুষ-দুর্নীতি, জনগণের সম্পদের লুণ্ঠন, সামাজিক-রাজনৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে পরিবর্তনের প্রত্যাশা বাস্তবে রূপায়ণের গতানুগতিক কোন পথ খোলা থাকে না। কারণ আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় যে অবক্ষয় ও পশ্চাৎগামিতা দেখা যাচ্ছে তা একদিনে ঘটেনি। এই অবক্ষয় ও অনৈতিকতার সূচনা প্রথমে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই। তথাকথিত সার্টিফিকেটধারী উচ্চ শিক্ষিত আমলা, রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের মাধ্যমেই।

অতএব শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান অবক্ষয়-অধঃপতনের গহ্বর থেকে বের করে ইতিবাচক পরিবর্তনের শুভ সূচনা আদৌ সম্ভব নয়। সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রত্যাশা, শৃঙ্খলা, সম্ভাবনা একটি দুষ্টচক্রের গ্যাঁড়াকলে আটকে গেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক বিকাশ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া পরিবর্তনের আর কোন শান্তিপূর্ণ বিকল্প নেই। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, বিচারব্যবস্থা ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মডেলে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে প্রথমে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ইতিবাচক ও দলনিরপেক্ষ সংস্কার প্রয়োজন। সেই সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমান দুর্নীতি, বৈষম্য, বাণিজ্য ও দলবাজির সুযোগ চিরতরে রুদ্ধ করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেন বিশেষ দল ও গোষ্ঠির রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস হাছিলের মতলবী হাতিয়ারে পরিণত না হয় তার আইনগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একটি সর্বদলীয় সংলাপ ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। বিগত দশকের শেষদিকে সরকার তড়িঘড়ি একটি শিক্ষানীতি গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও সে সময় কোন রাজনৈতিক দলই শিক্ষাব্যবস্থার ভালমন্দ সম্পর্কে তেমন কোন জোরালো প্রশ্ন তোলেনি। শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার সাথে জাতির মৌলিক আকাঙ্খা ও লক্ষ্যাভিসারি পরিকল্পনার সম্পর্ক জড়িত। এটি কোন সাময়িক রাজনৈতিক বিষয় নয়। এক্ষেত্রে সব রাজনৈতিক পক্ষের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ, মতামত ও কর্মপন্থার পর্যালোচনা জনসম্মুখে উঠে আসা প্রয়োজন।

দেশের চলমান শিক্ষাব্যবস্থা সামাজিক-অর্থনৈতিক কোন চাহিদাই পূরণ করতে পারছে না। তৈরী পোশাক শিল্পের মত বিপুল কর্মসংস্থান নির্ভর রফতানীমুখী শিল্পের বিকাশ ঘটলেও একদিকে এসব শিল্প কারখানায় হাযার হাযার বিদেশী (প্রধানত ভারতীয়) শ্রমিক উচ্চ বেতনে চাকুরী করে দেশ থেকে বছরে শত শত কোটি ডলার বিদেশীরা নিয়ে যাচ্ছে; অন্যদিকে দেশে প্রতিবছরই শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। গার্মেন্টস সেক্টরে যেসব ভারতীয় শ্রমিক কাজ করছে তাদের সমান শিক্ষিত লাখ লাখ তরুণ যুবক ১০-২০ হাযার টাকা বেতনের চাকুরীর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত ইংরেজী ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক হ'লেও দেশের শিক্ষিত তরুণরা নাকি ইংরেজীতে কমিউনিকেশনে অদক্ষ হওয়ার কারণে গার্মেন্টস সেক্টরের বিদেশীদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হয় এমন চাকুরীতে ভারতীয়দের নিয়োগ দিচ্ছে বিনিয়োগকারীরা। এই বক্তব্যের সত্যাসত্য যাই হোক, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা ও ব্যর্থতা এখানে অনেকটাই স্পষ্ট। গার্মেন্টস সেক্টরের উচ্চ বেতনের চাকুরীতে দেশের শিক্ষিত বেকারদের নিয়োগ দিতে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা খুব কঠিন কিছু নয়। এমনকি চাকুরীতে নিয়োগ দেয়ার পরও স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বেড়ে গেলেও গত এক দশকে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে ভারতের রেমিটেন্স আয়ের অন্যতম উৎস। প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুসারে, ভারতীয় শ্রমিকরা বাংলাদেশ থেকে যে পরিমাণ রেমিটেন্স পাঠায় তা জাপান, যুক্তরাজ্য, কানাডা, কুয়েত, কাতার থেকে অনেক বেশী। দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম রেমিটেন্স আয়ের দেশ হিসাবে ভারত ২০১৭ সালে সর্বোচ্চ

রেমিটেন্স আয় করে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে, ভারতের দ্বিতীয় রেমিসটেন্স আয়ের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তৃতীয় সঊদী আরব এবং চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। ভারতীয়রা এখান থেকে শত শত কোটি ডলার নিয়ে যাচ্ছে, অথচ আমাদের শিক্ষিত বেকারদের এক বড় অংশ দেশে চাকুরী পেতে ব্যর্থ হয়ে জীবন বাজি রেখে বিপদসঙ্কুল পথে বিদেশে পাড়ি জমাতে বাধ্য হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের গৃহযুদ্ধ কবলিত দেশগুলোতে থেকে প্রাণ বাঁচাতে হাযার হাযার নাগরিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলোতে পাড়ি জমাতে গিয়ে প্রায়শ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে মমান্তিক ঘটনার শিকার হচ্ছে অথবা উপকুলীয় সীমান্তরক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের শিরোনাম হচ্ছে। এক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে উঠে আসছে বাংলাদেশীদের ছবি। যেখানেই বিপদসঙ্কুল মাইগ্রেশনের ঘটনা সেখানেই বাংলাদেশীদের নাম জড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ দেশের রফতানীমুখী গার্মেন্টস সেক্টরসহ ম্যানুফেকচারিং খাতের বিভিন্ন সেক্টরে বৈধ-অবৈধভাবে লাখ লাখ ভারতীয় শ্রমিক কাজ করে দেশ থেকে হাযার হাযার কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে ভারতের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বাংলাদেশী শ্রমিকদের কাজের কোন সুযোগ নেই বললেই চলে। যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সঊদী আরবের মত সস্তায় বিদেশী শ্রমিক নির্ভর ধনী দেশগুলোও বিদেশীদের চাকুরীর সুযোগ সংকোচিত করে স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগের জন্য নানা রকম আইনগত বাধ্যবধকতা সৃষ্টি করে চলেছে, সেখানে লাখ লাখ শিক্ষিত তরুণ যুবককে বেকার রেখে বিদেশী শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ অবারিত করা হয়েছে। এ এক বিস্ময়কর বাস্তবতা, এ বিষয়ে সরকারকে অবশ্যই কার্যকর সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

দেশে শিক্ষিত বেকারের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা এবং বিভিন্ন সেক্টরে বিদেশী শ্রমিক নির্ভরতা থেকেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতা ও অনুপযোগিতার বিষয়টি বুঝা যায়। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পেছনে জনগণের রাজস্ব থেকে বছরে হাযার হাযার কোটি টাকা ব্যয় করা হ'লেও এসব প্রতিষ্ঠান দেশকে কি দিচ্ছে তার কোন হিসাব-নিকাশ, জবাবদিহিতা বা পর্যালোচনা আছে বলে মনে হয় না। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতার পেছনে ক্রমবর্ধমান হারে হাযার হাযার কোটি টাকা ব্যয় করা হ'লেও শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ, ভাষা শিক্ষায় দক্ষতা নিশ্চিতকরণ, কারিগরী ও গবেষণা খাতের উন্নয়নে তেমন কোন অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। এসব খাতের বাজেট বরাদ্দও কমতে কমতে অনুল্লেখযোগ্য আকার লাভ করেছে। এসব কারণে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক কোন র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কোন বিশ্ববিদ্যালয়েরই স্থান হচ্ছে না। এটি জাতি হিসাবে আমাদের পিছিয়ে পড়া ও বিপর্যয়ের নিদর্শন। যুক্তরাজ্যের টাইমস হায়ার এডুকেশন সাময়িকী প্রতি বছর বিশ্বের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মান নির্ধারণে পর্যায়ক্রমিক তালিকা প্রকাশ করে থাকে। সম্প্রতি টাইমস হায়ার এডুকেশনের জরিপে এশিয়ার ৪১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশিত হ'লেও সে তালিকায় বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম স্থান পায়নি। তবে ইতিপূর্বে প্রকাশিত টাইমস হায়ার এডুকেশন জরিপে ৫ শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ছিল। চীনের শত শত বিশ্ববিদ্যালয় এ তালিকায় স্থান পাওয়ার তুলনা বাদ দিলেও, তালিকায় ভারতের অর্ধশত, পাকিস্তানের ৯টিসহ দক্ষিণ এশিয়ার সার্কভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলঙ্কার কলম্বো এবং নেপালের ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হ'লেও এক সময়ের প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের সরকারী-বেসরকারী দেড়শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষায়িত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটিও আঞ্চলিক তালিকায় স্থান না পাওয়ার বাস্তবতা উদ্বেগজনক। এর মানে হচ্ছে, আমাদের সরকারী-বেসরকারী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই ন্যুনতম মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠার শর্ত পূরণ করতে পারছে না। এখন থেকে অর্ধশত বছর আগেও আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃত ছিল। অনেকে একে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে আখ্যায়িত করেছেন।

পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন, পরিধি, অবকাঠামো, পরিবেশ ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংখ্যায় যে কোন বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ। তাহ'লে ঘাটতিটা কোথায় তা আমাদের বুঝতে হবে। মূলতঃ শিক্ষকের মানই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় আইনগত স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা, শিক্ষক নিয়োগের পদ্ধতি ও শর্তাবলী শিক্ষকের মান নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এখানেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সীমাহীন ব্যর্থতা ধরা পড়ছে। দেশের বৃহত্তম ও প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছাহেব যখন ছাত্র-শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলিক গবেষণা, সৃজনশীলতা ও মননশীলতার চর্চার কথা বেমা'লূম ভুলে গিয়ে ১০ টাকায় চা-সিঙ্গারা-চপ-সমুচা খাওয়ার সুবিধাকেই বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। এ কারণে তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়কে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তোলার উপযুক্ত বলে দাবী করেন, তখন এশিয়ার চারশতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকার র‍্যাংকিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম না থাকার কারণ সহজেই অনুমেয়।

ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব, শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতিতে দলীয় লেজুড়বৃত্তি, শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে এ্যাকাডেমিক যোগ্যতা না দেখে দলীয় আনুগত্যকে মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করার সাম্প্রতিক রেওয়াজ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সবদিক থেকে ডুবিয়েছে। ছাত্র-শিক্ষকদের লাগামহীন অপরাজনীতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এক সময় সন্ত্রস্ত-রক্তাক্ত করে তোলে। দেশের প্রায় সবগুলো

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দলবাজ শিক্ষক ও ছাত্ররা সে পথ ধরে প্রতিটি পবিত্র ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাস-রক্তপাতসহ নানা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে কলঙ্কিত করে তুলেছে। এভাবে আমাদের উচ্চশিক্ষার সৃষ্টিশীল উদ্ভাবনী শক্তি সন্ত্রাসী, ধর্ষক-দখলবাজদের হাতে যিম্মী হয়ে পড়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রত্যাশিত মান বজায় রাখতে না পারা এবং শিক্ষা ও গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ নস্যাৎ হওয়ার পেছনে দেশের সামগ্রিক সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে দায়ী করা যায়। মূলতঃ এটি একটি ভিসাশ সার্কেল, শিক্ষাঙ্গণের বিশৃঙ্খলা, দলবাজি ও অনৈতিক দখলবাজির কারণেই সামাজিক অবক্ষয় বেড়েছে, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করে পুরো সমাজব্যবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। শিক্ষার নিম্নস্তর থেকে শুরু হওয়া দলবাজি, দখলবাজি ও অনৈতিকতার চর্চা ক্রমে উচ্চশিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি মাদরাসা শিক্ষাকে পর্যন্ত গ্রাস করে ফেলেছে। সোনাগাজীর মাদরাসা শিক্ষার্থী নুসরাতের উপর নির্যাতন, হত্যার আগে ও পরের ঘটনাপ্রবাহ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের দখলবাজি ও অনৈতিক চর্চার একটি চিত্র পাওয়া যায়। সরকারীদলের স্থানীয় নেতা থেকে শুরু করে পুলিশের স্থানীয় দায়িত্বশীল কর্মকর্তারাও এসব অপকর্মের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছে। আগুনে পুড়িয়ে ছাত্রী হত্যার মত নৃসংশতা না ঘটলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং ম্যানেজিং কমিটি ও সরকারীদলের স্থানীয় নেতাদের কুপ্রভাবের যোগসাজশ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সম্প্রতি এক শিক্ষক সমাবেশে শিক্ষাউপমন্ত্রী মহিবুল হাসান নওফেল বলেছেন, ম্যানেজিং কমিটির অশিক্ষিত সদস্যরাই শিক্ষকদের উপর বেশী কর্তৃত্ব ফলান। শিক্ষা উপমন্ত্রী বয়েসে তরুন, তিনি ভণিতা বা কপটতা না করে প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

অর্থ ও রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অশিক্ষিত ব্যক্তিরা ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকে। এরা শিক্ষকদের উপর অনৈতিকভাবে কর্তৃত্ব ফলানোর চেষ্টা করলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক চলমানতা ব্যাহত হ'তে বাধ্য। অনেক অশিক্ষিত ব্যক্তিও জমি-জিরাত সম্পদ দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এমন উদাহরণ সারাদেশে অসংখ্য। যেসব দানশীল ব্যক্তিরা নিঃস্বার্থভাবে শিক্ষা উন্নয়নে অবদান রাখেন তারা শিক্ষকদের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছেন, এমন অভিযোগ বিরল। তবে সাম্প্রতিক বাস্তবতা হচ্ছে, এক শ্রেণীর ব্যক্তি স্থানীয় রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও শৃঙ্খলা নষ্ট করে দিচ্ছে। দেশের হাযার হাযার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন ম্যানেজিং কমিটিই নেই। স্থানীয় প্রভাবশালীরা মোটা টাকার বিনিময়ে অযোগ্য শিক্ষক ও প্রধানশিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোতে আইনগত জটিলতা ও মামলাবাজির জন্ম দিয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার ঘটনাও অনেক।

নারায়ণগঞ্জের কানাইনগর ছোবহানিয়া উচ্চবিদ্যালয় থেকে আশির দশকে এসএসসি পাস করেছিলাম। আমার পিতা মরহুম মেছবাহুল বারী আমার দাদার নামে ১৯৬০ সালে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে নব্বই দশক পর্যন্ত বিদ্যালয়টি নারায়ণগঞ্জের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসাবে পরিগণিত ছিল। পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, শিক্ষকদের মান, শিক্ষার পরিবেশ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়টি সামাজিক বন্ধন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মূল দায়িত্ব পালন করেছে। এক-এগারো সরকারের সময় রাজনৈতিক কারণে ম্যানেজিং কমিটি বাতিল হওয়া এবং অস্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর স্থানীয় এমপিকে প্রভাবিত করে একজন অযোগ্য-অদক্ষ ব্যক্তিকে এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে নিয়োগ দেয়ার পর থেকে প্রতিষ্ঠানটির ধ্বংসযাত্রা শুরু হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে আইনগত জটিলতা সৃষ্টি করে বছরের পর বছর ধরে কোন কমিটি ছাড়াই চলছে বিদ্যালয়টি। পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলে ক্রমাবনতি এবং নানাবিধ দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা মানব বন্ধন করে, দুর্নীতি দমন বিভাগে অভিযোগ করলেও স্থানীয় প্রভাবশালীদের গোপণ ছত্রছায়ায় দুর্নীতিবাজ প্রধানশিক্ষক ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা স্কুলটিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। বিশাল সবুজ মাঠ, গাছপালা শোভিত বিদ্যালয়টি এখন উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীতে উন্নীত হ'লেও প্রিন্সিপালের অযোগ্যতা, দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা, এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ক্রমাবনতি ও শিক্ষার পরিবেশ না থাকার কারণে গত এক দশকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দেড় হাযার থেকে বর্তমানে এক হাযারে নেমে এসেছে। সারাদেশের মাধ্যমিক স্তরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশীরভাগই এমন পরিস্থিতির শিকার। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোই হচ্ছে ভবিষ্যতের নাগরিক ও উচ্চশিক্ষার বুনিয়াদ। এসব প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, নিয়োগবাণিজ্য, দখলবাজি ও অনৈতিক প্রভাবের সুযোগ অব্যাহত রেখে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কোন মৌলিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। শিক্ষাকে সত্যিকারের জ্ঞানচর্চা ও জাতি গঠনের হাতিয়ারে পরিণত করতে হ'লে প্রথমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক দলবাজি, অনৈতিকতার চর্চা বন্ধ করে যথাযথ নযরদারী ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

॥ সংকলিত ॥

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম

ভয়াবহ দূষণ, বিপর্যস্ত জীবন!

*মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবূর মিয়াঁ**

বাংলাদেশে, বিশেষভাবে ঢাকা শহরের মত বড় বড় শহরগুলোতে দূষণ অভিশাপে পরিণত হয়েছে। ঢাকা বাসীর কাছে দূষণ এক আতঙ্কের নাম। বর্তমানে যেই নামটি আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। ধূলা-বালি, যানবাহনের ধোঁয়া, হাইড্রোলিক হর্ন, গৃহের আবর্জনা, ছোট-বড় কলকারখানার বর্জ্য, মানুষের বর্জ্য, পুরাতন কাপড়, পরিত্যক্ত কাগজ ও প্লাস্টিক এ সবকিছুই যেন অভিশাপে পরিণত হয়েছে। এক জরিপে জানা যায়, ঢাকা শহরে বাতাসে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে সালফার-ডাই-অক্সাইড পাওয়া গেছে। এই ভয়ঙ্কর উপাদানটির জন্য দায়ী করা হয়েছে যানবহনের কালো ধোঁয়াকে! প্রতিদিন বাংলাদেশে ২২.৮ মিলিয়ন টন বর্জ্য উৎপাদিত হয়ে থাকে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরিপে দেখা হেছে, ঢাকা শহরে প্রতিদিন ৬১১০ টন বর্জ্য উৎপাদিত হয়ে থাকে। ঢাকা শহরে গড়ে প্রতিদিন জনপ্রতি ৫৬০ গ্রাম বর্জ্য উৎপন্ন হয়। আর বাংলাদেশের আবর্জনার ৩৭ শতাংশ বর্জ্য ঢাকা শহরে উৎপন্ন হয়। গৃহে খাদ্যদ্রব্য হ'তে ৮০%, গ-াসের টুকরা হ'তে ১০%, কাগজ ও পলিথিন হ'তে ৭ শতাংশ, পুরাতন কাপড় চোপড় হ'তে ১.৫ শতাংশ বর্জ্য উৎপন্ন হয়।

বিশ্ব ব্যাংক তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর ২৮% মানুষ শুধুমাত্র দূষণে মারা যায়। প্রতিবছর ক্ষতি হয় ৬৫০ কোটি মার্কিন ডলার। রিপোর্টে তারা আরো বলেছে, শুধুমাত্র বাংলাদেশের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলো প্রতিবছর ২৮ লাখ টন বর্জ্য উৎপন্ন করে।

ঢাকা শহরে ১০ লাখ মানুষ চরম সীসা দূষণের ঝুঁকিতে বাস করে। ঢাকা শহরে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ১০০০ টি শিল্প-কলকারখানা আছে। ঢাকার হাযারীবাগে ১৪৯টি চামড়া কারখানা আছে, সেখানে প্রতিদিন ১৮ হাযার লিটার তরল বর্জ্য ও ১১৫ টন শক্ত বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয়। যার মধ্যে ক্রোমিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরাইড, সালফেট-এর মত ভয়ংকর উপাদান বিদ্যমান।

হোটেল ও রেস্টুরেন্ট-এর আবর্জনা, শিল্প কারখানা হ'তে উৎপাদিত আবর্জনা, মেডিকেল বর্জ্য, রান্নাঘরের পরিত্যক্ত আবর্জনা, হাট-বাজারের পচনশীল শাকসবজি, কসাইখানার রক্ত, ছাপাখানার রঙ ইত্যাদি বর্জ্যের অন্যতম উৎস। বর্জ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ মেডিকেল বর্জ্য।

আমাদের দেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়। বেহাল দশা রয়েছে, আমাদের দেশে এখনো অবৈজ্ঞানিক ও অপরিকল্পিতভাবে বর্জ্য অপসারণ ও ডাম্পিং করা হয়ে থাকে। সাধারণত বিভিন্ন ডোবা, পুকুর, রাস্তার পাশে বর্জ্য ফেলা হয়। যে সকল নির্ধারিত বর্জ্য ফেলার ডাস্টবিনগুলো আছে তার আশেপাশে পরিবেশ অত্যন্ত ভয়াবহ। এতটাই দুর্গন্ধ যে, পথচারীরা নিরুপায় না হ'লে ডাস্টবিনের পাশ দিয়ে যেতে চায় না।

* *মাগুরাপাড়া (ডাকবাংলা বাজার), সাধুহাটি, ঝিনাইদহ।*

২০১৮ সালে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত ২০টি শহরের মধ্যে লাহোর, দিল্লি এবং ঢাকার স্থান যথাক্রমে ১০, ১১ এবং ১৭। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৭ সালের চেয়ে ২০১৮ সালে চীনে বায়ু দূষণের পরিমাণ কমেছে ১২ শতাংশ। বায়ু দূষণে চীন উন্নতি করলেও প্রতিবেশী ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ডসহ অনেক দেশেই বায়ু দূষণের তীব্রতা বেড়েই চলেছে।

বিভিন্ন দূষণের পরিসংখ্যান :

১. বায়ুদূষণ :

বায়ুদূষণের ভয়াবহতা ও তীব্রতা সবচেয়ে বেশি। বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি-এনভায়রনমেন্টাল অ্যানালাইসিস (সিইএ) ২০১৮-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে বায়ুদূষণের কারণে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৪৬ হাযার মানুষের। পরিবেশ অধিদফতরের জরিপে, ৫৮% বায়ুদূষণের উৎস ঢাকার আশেপাশে গড়ে ওঠা প্রায় সাড়ে ৪ হাযারের অধিক ইটের ভাটায় কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের ফলে। শিল্প-কারখানা, অপরিকল্পিত নগরায়ন, ঘনঘন রাস্তা খনন, ড্রেনের ময়লা রাস্তার পাশে উঠিয়ে রাখা, যানবাহনের কালো ধোঁয়া, ধূলিকণা, সীসা, কার্বন, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ এবং কার্বনডাই-অক্সাইড প্রতিনিয়তই বায়ু চরমভাবে দূষিত করছে।

২. শব্দ দূষণ :

যানবাহনের হাইড্রলিক হর্ন, সড়কে যানবাহন, রেল ও নৌযানের হর্ন, ত্রুটিপূর্ণ যানবাহবনের শব্দ, যত্রতত্র মাইকের ব্যবহার, রাজনৈতিক সমাবেশ, ওপেন কনসার্ট, ভবন নির্মাণ, জেনারেটর, কারখানা থেকে নির্গত উচ্চ শব্দ দূষণের জন্য দায়ী। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ট্রান্সপোর্ট ও এনভায়রনমেন্ট-এর গবেষণার তথ্যানুসারে, ২০০৮ সালে ৫ লক্ষ লোক রেল এবং সড়ক পরিবহন থেকে শব্দ দূষণের ফলে মারাত্মক হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয় এবং ২ লক্ষ লোক কার্ডিও-ভাস্কুলার রোগের শিকার হয়।

৩. প্লাস্টিক দূষণ :

এক সময় প্লাস্টিক বলতে শুধু পলিথিন ব্যাগ, বোতল ইত্যাদিকে ধরা হ'ত। কিন্তু এখন প্লাস্টিকের ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্লাস্টিকের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর হ'ল মাইক্রোপ্লাস্টিক। ফেইসওয়াস, ডিটারজেন্ট, সাবান, বডিওয়াস, টুথপেস্ট ইত্যাদিতে প্রচুর মাইক্রোবিড পাওয়া যায়। এর ফলে মানুষ থাইরয়েড, হরমোনের অতিরিক্ত ক্ষরণ, কিডনি রোগ, চর্মরোগ ইত্যাদি সমস্যাতে ভোগে। প্লাষ্টিক দূষণের ফলে নদী তার নাব্যতা হারায়, ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষিত হয়, মাটির উর্বরতা হ্রাস পায়।

৪. নদী দূষণ :

৭০-৮০ ভাগ শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে নদীকে কেন্দ্র করে। কর্তৃপক্ষের পরিশোধন ছাড়া পয়ঃপ্রণালীর বর্জ্য নদীতে ফেলার ফলে নদী দূষিত হচ্ছে। নদী পথে চলাচলকারী

জাহাজ, লঞ্চ, স্টিমার, ডকইয়ার্ডের বর্জ্য,ট্রলারের লিকেজের ফলে কয়লা ও তেল, কঠিন বর্জ্য, কৃষিকার্যক্রমের ফলে আগত রাসায়নিক এবং নদীর পাশে গড়ে ওঠা অপরিকল্পিত স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও গৃহস্থালী বর্জ্য, গবাদি পশুর বাসস্থান নির্মাণ ইত্যাদি নদী দূষণের জন্য দায়ী।

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন যে, কার্বন নিঃসরণের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ১২ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে দাবানল, খরা, বন্যা ও ভয়াবহ তাপপ্রবাহের মতো মহাবিপর্যয় নেমে আসতে পারে। জাতিসংঘের আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্যানেল এক বিশেষ প্রতিবেদনে এমন সতর্কবাণী দিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়ে, এখনই পদক্ষেপ না নিলে ২০৩০ থেকে ২০৫২ সালের মধ্যে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির হার ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করবে। উষ্ণতা বৃদ্ধির বিপর্যয়পূর্ণ এ মাত্রা এড়াতে সমাজের সর্বক্ষেত্রে দ্রুত, সুদূর প্রসারী ও নযীরবিহীন পরিবর্তনের অপরিহার্যতা তুলে ধরেছেন বিজ্ঞানীরা।

দূষণের জন্য মূলতঃ শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলো প্রধান দায়ী। তারা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পরিবেশ দূষণের বর্জ্য উৎপন্ন করে থাকে। জরিপ পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, চীন যেখানে দূষণের শীর্ষে, সেখানে ভুটানে দূষণের পরিমাণ খুবই কম এবং দূষণের সম্পর্কে খুব সচেতন ও আইন মান্যকারী নমনীয় জাতি। সমগ্র প্রাণীকুল দূষণমুক্ত বিশ্ব চায়। এজন্য সকলকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে। উল্লিখিত দূষণ রোধে নীতিমালা মেনে চলা, বর্জ্য পুঁতে ফেলা এবং সবুজ বনায়ন সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো অতি যরূরী। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে সরকারকে। সেই সাথে জনগণকে সার্বিক সহযোগিতা করতে হবে। তাহ'লেই এ দূষণ রোধ সম্ভব হবে।

লেখকদের প্রতি আরয!

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সাহিত্যাঙ্গনে সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে মাসিক **'আত-তাহরীক'** সনেঃ সনেঃ অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞ ও সংস্কারমনা ইসলামপন্থী লেখক, কবি ও সাহিত্রিক ভাইদের নিকট থেকে আমরা আন্তরিকভাবে লেখা আহ্বান করছি।

মাননীয় লেখককে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ রইল

১. পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ, বিশ্বস্ত ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ, হাদীছ ভিত্তিক ফিক্হ গ্রন্থ ও আধুনিক বিজ্ঞান ইত্যাদির ভিত্তিতে লেখা উন্নতমানের ও গবেষণাধর্মী হ'তে হবে।

২. লেখায় তথ্যসূত্র থাকতে হবে। টীকায় লেখকের নাম, বইয়ের নাম, মুদ্রণের স্থান ও তারিখ এবং অধ্যায়, খণ্ড ও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

৩. সুন্দর হাতের লেখা, নির্ভুল বানান ও লাইনের মাঝে যথেষ্ট ফাঁকা রাখতে হবে অথবা ডাবল স্পেসে টাইপকৃত এবং সংক্ষিপ্ত হ'তে হবে।

৪. অনুবাদের সাথে মূল কপি পাঠাতে হবে।

৫. মহিলাদের ও সোনামণিদের পাতায় প্রবন্ধ, শিক্ষামূলক ছোট গল্প, ছড়া, ছোট কবিতা, সামাজিক নাটক ইত্যাদি সানন্দে গৃহীত হবে। লেখার সাথে লেখক-এর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা সহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা পাঠাতে হবে।

প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য লেখককে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা হবে।

হজ্জ ও ওমরাহ বুকিং চলছে

আমরা আপনার সাধ্য অনুযায়ী, হজ্জ ও ওমরাহ পালনে সকল প্রকার সুবিধা নিশ্চিত করব ইনশাআল্লাহ

উত্তরবঙ্গ হজ্জ কাফেলা

হজ্জ ও ওমরাহ পালনে বিশ্বস্ত সহযোগী

বৈশিষ্ট্য সমূহ :

কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
হজ্জে যাওয়ার আগে বাস্তব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
নিজস্ব গাইড দ্বারা পরিচালনা ও দেশী খাবার পরিবেশন।
আগে নিয়ে যাওয়া এবং কাছাকাছি রাখার ব্যবস্থা।
নিজস্ব চিকিৎসক দ্বারা মেডিকেল চেকআপ।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী হাজীদের হজ্জ করানোর মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রংপুর অফিস
মোছতফা বিন আকবর
মোবাইল : ০১৭৩০-৪২৬৮৬৫
আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ
মোবাইল : ০১৭৩৫-৪৭৪০৭২
আল-আমীন ফার্মেসী, সেন্ট্রাল রোড (কাস্টমস মসজিদ সংলগ্ন), রংপুর।

দিনাজপুর অফিস
মুহা: মঞ্জুরুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৭১৬-২১০২০৬
প্রেসক্লাব রোড, নতুন বাজার, পার্বতীপুর।
মুহা: আবুল বাশার শুভ
মোবাইল : ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮
বিরামপুর।

ঢাকা অফিস
নাদীম বিন সিরাজ, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৮৮৪-৭৪০৭১৪
নূরুল আলম সরকার, উত্তরা, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১১-৪৭৯৪৪৬

Email:uttarbanggohajjkafela@gmail.com
www.facefook.com/uttarbanggohajjkafela

বোরো ধানে লোকসান, বিপাকে কৃষক

ভূমিকা :

এবারে দেশে বোরো ধানের উৎপাদন গত বছরকেও ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু কৃষকের মুখে হাসি নেই। কারণ ধানের যে দাম তাতে লাভতো দূরের কথা উৎপাদন খরচই উঠছে না। বরং প্রতি মণ ধানে ন্যূনতম ২০০ টাকা করে লোকসান হচ্ছে। পাকা ধান ঘরে তুলতে না পেরে সংশ্লিষ্ট হাওর এলাকার মানুষেরও কষ্টের শেষ নেই। আর যারা পানির সঙ্গে যুদ্ধ করে কিছু ধান ঘরে উঠিয়েছে তাও বিক্রি করতে পারছে না ন্যায্য দামে। ফলে কৃষকরা পড়েছে দারুণ বিপাকে।

পাকা ধানে আগুন দিয়ে কৃষকের প্রতিবাদ :

ধানের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপযেলার পাইকড়া গ্রামের আব্দুল মালেক সিকদার নামের এক কৃষক নিজের পাকা ধানে আগুন দিয়ে অভিনব প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গত ১২ই মে ২০১৯ ইং রবিবার দুপুরে তিনি তার নিজস্ব ধানক্ষেতে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেন। দিশেহারা এই কৃষকের প্রতিবাদে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন অনেকেই। পাকা ধানে আগুন দেখে অনেকেই ছুটে যান ধানক্ষেতে। এ বিষয়ে আব্দুল মালেক সিকদার জানান, 'প্রতি মণ ধানের দাম থেকে প্রতি শ্রমিকের মজুরী দ্বিগুণ। এবার ধান আবাদ করে আমরা মাঠে মারা পড়েছি। তাই মনের দুঃখে পাকা ধানে আগুন দিয়েছি'। ওদিকে ধানের ন্যায্য দাম না থাকায় কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপযেলার কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত ধান রাস্তায় ফেলে আগুন দিয়েছে। গত ১৯শে মে ২০১৯ইং রবিবার সকাল ১০-টা থেকে ১১-টা পর্যন্ত উপযেলার গোবিন্দপুর চৌরাস্তায় 'গোবিন্দপুর কৃষক অধিকার রক্ষা সংগ্রাম কমিটি'র আহ্বায়ক আলাল মিঁয়ার নেতৃত্বে এ এলাকার কৃষকরা এই কর্মসূচী পালন করেন। এ সময় কৃষকেরা বিক্ষোভ মিছিলও করেন। বিক্ষোভ কর্মসূচী থেকে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতের লক্ষ্যে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের জন্য সরকারের প্রতি তারা দাবী জানান।

কতটা কষ্টে একজন কৃষক তার পাকা ধানে আগুন লাগায় তা ভাবতে গেলে চোখে অশ্রু এসে যায়। যারা কৃষক নন, তারা হয়তো বুঝতে পারবেন না যে, প্রতি মণ ধানে কৃষকের লোকসান হচ্ছে কমপক্ষে ২০০ টাকা। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে প্রতি কেজি ধান উৎপাদনে খরচ হচ্ছে (সার, সেচ, কীটনাশক, বীজ, শ্রমিকের মজুরী বাবদ) ২৪ টাকা। সেখানে ধানের দাম না থাকলে কৃষকরা কীভাবে জীবন চালাবে?

কৃষাণের এক দিনের মজুরী এক মণ ধানের চেয়েও বেশী :

খুলনা যেলার কৃষক সংগ্রাম সমিতির কমিটির সদস্য প্রশান্ত রায় শিবু বলেন, বোরো ধান উৎপাদনে প্রতি মণ ধানের বিপরীতে খরচ হয়েছে ৮৫০ টাকা। কিন্তু বাজারে ফড়িয়া ব্যবসায়ীরা দাম দিচ্ছে মোটা ধান ৫৫০ টাকা, চিকন ধান ৬৫০ টাকা। এতে মণ প্রতি লোকসান গুণতে হচ্ছে ২ থেকে ৩ শত টাকা। মাঠে কাজ করার জন্য কৃষি শ্রমিক যোগাড় করতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে কৃষকদের। যদিও পাওয়া যায়, কিন্তু একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরী অন্তত ৫০০/৭০০ টাকা করে দিতে হচ্ছে। আবার শ্রমিককে দুপুরে খাবারও দিতে হচ্ছে। এই হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, একজন কৃষি শ্রমিকের দৈনিক মজুরী এক মণ ধানের চেয়েও বেশী।

লোকসানের পরিমাণ :

চলতি বছরের শুরুতে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এএফও) এবং যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিষয়ক সংস্থা ইউএসডিএ বলেছে, বিশ্বে এ বছর ধানের উৎপাদন সবচেয়ে বেড়েছে বাংলাদেশে। কিন্তু বাম্পার ফলন হ'লেও বোরো চাষীদের মুখে হাসি নেই। কারণ চলতি বছর প্রতি কেজি বোরো ধান উৎপাদনে খরচ পড়েছে সাড়ে ২৪ টাকা। এ হিসাবে, প্রতি মণ (কেজির হিসাবে) ধানের উৎপাদন খরচ হয়েছে ৯০৬ টাকা ৫০ পয়সা। অথচ বর্তমানে দেশের হাট-বাজারগুলোতে প্রতি মণ বোরো ধান বিক্রি হচ্ছে ৫শ' থেকে সর্বোচ্চ ৭শ' টাকায়। অর্থাৎ প্রতি মণ ধানে কৃষকের লোকসান দাঁড়াচ্ছে প্রায় ২শ' থেকে ৪শ' টাকা। বর্গাচাষীরা বিঘা প্রতি জমিতে লোকসান দিচ্ছে ৫,০০০ টাকা। অন্যদিকে নিজস্ব জমিতে ধান চাষ করেও লাভের মুখ চোখে দেখছে না কৃষকরা। উপরন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বেশী দামে শ্রমিক নিয়ে তড়িঘড়ি করে ধান ঘরে তুলতে দ্বিগুণ খরচ গুণতে হয়েছে তাদের। দিনাজপুর যেলার ফুলবাড়ী উপযেলার বাসুদেবপুরের ধান চাষী পল্লী চিকিৎসক ওয়াজেদুর রহমান বাবলু বলেন, 'এক একর ধান চাষ করতে খরচ হয়েছে ৩০ থেকে ৩২ হাযার টাকা। আর প্রান্তিক চাষীদের জমির ভাড়া রয়েছে ৫ থেকে ৭ হাযার টাকা। অথচ এক একর জমির ধান বিক্রি করে কৃষক পাচ্ছে ২৭ থেকে ২৮ হাযার টাকা। ধান চাষ করে একর প্রতি কৃষককে লোকসান গুনতে হচ্ছে ৫ থেকে ৭ হাযার টাকা। আর বর্গা চাষীদের লোকসান গুনতে হচ্ছে ১০ থেকে ১২ হাযার টাকা। প্রতি বছর যদি কৃষকদেরকে ধান চাষ করে শুধু লোকসান গুনতে হয়, তাহ'লে এই কৃষক পরিবারগুলো বাঁচবে কিভাবে?

বোরো আবাদে কৃষকের ক্ষতি ১৭ হাযার ৫০০ কোটি টাকা :

বর্তমান দামে যদি দেশের কৃষক তাদের ৬৫ শতাংশ ধান বিক্রি করে দেয় তাহলে কৃষকের ১৭ হাযার ৫০০ কোটি টাকা লোকসান হবে। এ ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে আগামী বাজেটে কৃষি খাতে ২৫ হাযার কোটি টাকার ভর্তুকি দিতে হবে। এছাড়া সরকারীভাবে শস্য গুদাম ও মজুদাগার ২১ লাখ টন থেকে ৬০ লাখ টনে উন্নিত করতে হবে। পাশাপাশি কৃষক পর্যায়ে কমিউনিটি ভিত্তিক শস্যভাণ্ডার গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। গত ২৮শে মে মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত 'ধানসহ কৃষিপণ্যের মূল্য: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়' শীর্ষক জাতীয় সংলাপে এসব কথা বলেন বক্তারা।

কৃষকের ধান কেটে দিল শিক্ষার্থীরা :

ধানের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় সারাদেশে চলমান কৃষকদের প্রতিবাদের সাথে একাত্মতা জানিয়েছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। আর এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৬ই মে ২০১৯ইং বৃহস্পতিবার সকাল ১১-টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকায় এক কৃষকের জমির ধান কেটে দেয় তারা। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অর্ধশত শিক্ষার্থী এ কর্মসূচীতে অংশ নেয়।

অধিনায়ক মাশরাফী বিন মুর্তাযার দিক-নির্দেশনা :

বোরো ধানের দাম কম পেয়ে সারাদেশের কৃষকেরা যখন হতাশ, সেই মুহূর্তে নড়াইল-২ আসনের সংসদ সদস্য জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মাশরাফী বিন মুর্তাযা সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং সরকারীভাবে ধান কেনার ক্ষেত্রে কৃষকেরা যাতে বঞ্চিত ও হয়রানির শিকার না হয়, সে ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গত ১৯শে মে ২০১৯ইং রবিবার যেলা প্রশাসক আনজুমান আরার সঙ্গে ফোনে কথা বলে ধান কেনার ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

ধানের দাম কম হওয়ার প্রধান কারণ :

২০১৭ সালের বন্যায় ফসলহানির পর ৮২ লাখ টন চাল আমদানী করা হয়েছিল। সরকারী হিসাব মতে, সে বছরের বন্যায় ১০ লাখ টন চাল উৎপাদন কমে যায়। অথচ বন্যার পর আমদানী করা হয়েছিল ৮২ লাখ টন চাল। এই বিপুল পরিমাণ চাল আমদানী বিরূপ প্রভাব ফেলেছে আজকের কৃষকদের ধানের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার ওপর। তখনকার প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা শুল্ক প্রত্যাহার ও ব্যাংক ঋণের সুবিধা নিয়ে যে বিপুল পরিমাণ চাল আমদানী করেছিল; সেই চালের দখলে এখনকার বাজার। এর ফলে কৃষকেরা হাট-বাজারে তাদের উৎপাদিত চাল বিক্রি করতে পারছেন না। অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় বেশী চাল আমদানী করার কারণে আজকে কৃষকদের এই করুণ অবস্থা। পত্রিকার খবরে জানা গেছে, এখনও দেশে ২৫-৩০ লাখ টন চাল উদ্বৃত্ত আছে। এ বছরের বাড়তি ধান উৎপাদন ও আমদানী করা চাল বাজারে চাপ সৃষ্টি করেছে। ফলে ধানের দাম কমে গেছে।

ধানের ন্যায্য মূল্য পেতে কতিপয় সুপারিশ :

প্রতি বছর কৃষক ধানের উৎপাদন বাড়ালেও সে তার ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। কিন্তু যেভাবেই হোক কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথা কৃষক ফসল উৎপাদনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। এজন্য আমাদের কতিপয় প্রস্তাব নিম্নরূপ :-

(১) সরকারী পর্যায়ে কৃষিপণ্যের বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে।

(২) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী ও কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

(৩) কৃষিকে আধুনিকায়ন করতে হবে এবং দেশীয় কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়াতে হবে।

(৪) যখন ফসল ওঠে তখন একজন ক্ষুদ্র কৃষক তার ফসল ধরে রাখতে পারে না। কারণ ফসল বিক্রি করে তার প্রয়োজন মিটাতে হয়। আর এই সুযোগটাই নেয় মধ্যস্বত্বভোগীরা। তাই যে কোন মূল্যে এই মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হবে।

(৫) প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত চাল আমদানী বন্ধ করতে হবে।

(৬) সরাসরী কৃষকদের কাছ থেকে সরকারকে ধান ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৭) সার, বীজ, কীটনাশকসহ অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি ও সামগ্রীর দাম কৃষকদের অনুকূলে রাখতে হবে।

(৮) কৃষি যন্ত্রপাতি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতে ভর্তুকি বাড়াতে হবে।

উপসংহার :

গত কয়েক বছর ধরে আমন ও বোরো ধানের বাম্পার ফলন হ'লেও ধানের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না কৃষক। ধানের উৎপাদন খরচ এবং বিক্রয় মূল্যে সমন্বয়হীনতার কারণে বারবার লোকসানে পড়ে কৃষকরা ধান উৎপাদনে নিরুৎসাহিত হচ্ছে। ধানের বাম্পার ফলনের ধারাবাহিক সাফল্য দেশের জিডিপি ও খাদ্য নিরাপত্তায় বড় অবদান রাখছে। কিন্তু যে কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ধান উৎপাদন করছে তারাই হচ্ছে সর্বস্বান্ত। বর্তমান দরে কৃষক তার কষ্টার্জিত ফসল বিক্রি করে স্বচ্ছলতার মুখ দেখা তো দূরের কথা, তাদের জীবিকা চালানোই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমরা কৃষকদের এই দুরাবস্থার অবসান চাই। এজন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

** জুয়েল রানা, সহকারী শিক্ষক,*
আলহাজ্জ শাহ্ মাহ্তাব-রওশন ব্রাইট স্টার স্কুল
উত্তর পলাশবাড়ী, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

মিয়ানমার এখন বাংলাদেশকে দূষছে

এ কে এম যাকারিয়া

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া ১১ লাখের অধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর চাপ অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বয়ে বেড়াতে হবে। রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমার বাংলাদেশের সঙ্গে যে চুক্তি করেছে, সেখানে সম্ভব হ'লে দুই বছরের মধ্যে প্রত্যাবাসন শেষ করার কথা ছিল। সেই সময়ের প্রায় দেড় বছর কেটে গেছে, কিন্তু ফলাফল শূন্য। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৯ই জুন রোববার সংবাদ সম্মেলনে কোন রাখঢাক না রেখেই বলেছেন, মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে চায় না।

রোহিঙ্গারা কবে ফিরতে পারবে বা আদৌ ফিরতে পারবে কি না, সেই ধারণা কারোরই নেই। বাংলাদেশ সরকারের নেই, জাতিসংঘ ও তাদের সহযোগীদেরও নেই। বাংলাদেশ তার এই গুরুতর সংকটে ভারত ও চীনের মতো বন্ধুদেশ দু'টিকে নিজেদের পক্ষে পাচ্ছে না। শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে তারা মিয়ানমারের ওপর চাপ দেবে-এমন কোন ইঙ্গিতও নেই। রোহিঙ্গা ইস্যুতে রাশিয়া ও জাপান বাংলাদেশের পক্ষে নেই, আসিয়ানের মতো সংস্থাও নেই।

আর রোহিঙ্গাদের যেখানে ফেরার কথা, সেই মিয়ানমার তা ঠেকিয়ে রাখতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক এবং তারা সেই কাজটিই করে যাচ্ছে। ফিরিয়ে নেওয়ার কথা মাথায় রেখে নিশ্চয়ই তারা হত্যাযজ্ঞ ও বর্বরতা চালিয়ে রোহিঙ্গাদের বাড়িঘর থেকে উৎখাত করেনি। বোঝা যায়, বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়েই প্রধানমন্ত্রী মন্তব্যটি করেছেন। এমন একটি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ কি রোহিঙ্গা ইস্যুতে বর্তমান অবস্থান বদলাবে? ১লা জুন মক্কায় ওআইসি সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুখে আমরা মিয়ানমারের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতে (আইসিজে) মামলার প্রসঙ্গটি শুনলাম। এ ব্যাপারে তিনি ওআইসি দেশগুলোর কাছ থেকে তহবিল ও কারিগরি সহায়তা চেয়েছেন। এটা এখন মোটামুটি পরিষ্কার যে আন্তর্জাতিক চাপ থেকে বাঁচার কৌশল হিসাবে মিয়ানমার চুক্তিটি করেছিল। ঐ চুক্তি বাংলাদেশকে কিছু দেয়নি, কিন্তু মিয়ানমারের প্রাপ্তি অনেক। মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চাপ তখন যে মাত্রায় জোরালো হ'তে শুরু করেছিল, সেখানে তারা পানি ঢালতে পেরেছে। সময় নিয়ে মিয়ানমার এখন ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে।

অনেক দিন নিজেকে গুটিয়ে রাখার পর মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সু চি চলতি মাসের শুরুতে চেক প্রজাতন্ত্র ও হাঙ্গেরি সফর করে এসেছেন। তিনি ইউরোপের এমন দু'টি দেশ সফর করেছেন যেখানে অভিবাসনবিরোধী ও রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতায়। হাঙ্গেরির চরম ডান ও জাতীয়তাবাদী নেতা ভিক্টর ওরবানের সঙ্গে সুচির বৈঠকের পর যে সরকারী বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সেখানে বলা হয়েছে, দেশ দু'টি এবং অঞ্চল হিসাবে দক্ষিণ এশিয়া ও ইউরোপের এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে 'অভিবাসন'। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দুই নেতা লক্ষ্য করেছে যে, 'দুই অঞ্চলেই মুসলিম জনগোষ্ঠীর অব্যাহত সংখ্যা বৃদ্ধি' এক বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে হাযির হয়েছে।

বোঝা যায়, সময় নিয়ে ও পরিস্থিতি শান্ত করে মিয়ানমার এখন মাঠে নেমেছে। এমনকি শরণার্থী প্রত্যাবাসনে যে কোন অগ্রগতি নেই, তার দোষ তারা বাংলাদেশের ওপর চাপাচ্ছে। দেশটির স্টেট কাউন্সিলরের মন্ত্রী চ টিন্ট সোয়ের অভিযোগ, সব রোহিঙ্গাকে পুনর্বাসন ও নাগরিকত্ব কার্ড দেওয়ার ব্যাপারে মিয়ানমারের উদ্যোগে বাংলাদেশ সহায়তা করছে না। জাপানে ২৫তম 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ফিউচার অব এশিয়া'-এর অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন। তাঁর কথার মূল দিক হচ্ছে- ২০১৮ সালের জানুয়ারী মাস থেকে যে প্রত্যাবাসন শুরু হওয়ার কথা ছিল, তা বাংলাদেশের কারণে সম্ভব হচ্ছে না *(এশিয়ান রিভিউ, ৩১ মে, ২০১৯)*।

আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ হওয়ার আগে রোহিঙ্গাদের নিয়ে আসিয়ানের যে প্রতিবেদনটি সম্প্রতি ফাঁস হয়েছে, সেটিও পুরোপুরি মিয়ানমারের পক্ষে। সেখানে রোহিঙ্গাদের ওপর সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ, অত্যাচার ও নির্যাতন নিয়ে একটি শব্দও নেই। নেই 'রোহিঙ্গা' শব্দটিও। এর বদলে আছে 'মুসলিম' শব্দটি। মিয়ানমারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে শরণার্থীর সংখ্যা সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে ৫ লাখ। এই প্রতিবেদনেও শরণার্থী প্রত্যাবাসনে গাফিলতির জন্য বাংলাদেশকে দায়ী করা হয়েছে। উল্টো শরণার্থীদের 'সহজ ও সুশৃঙ্খলভাবে' ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের উদ্যোগের প্রশংসা করা হয়েছে।

রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশ যে চুক্তি করেছে, তা যে কোন কাজে দেবে না, তা বুঝতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই। প্রথমত, মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের দেশছাড়া করেছে একটি দীর্ঘ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে। নিয়মিত তাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন করেছে এবং সময়-সুযোগমতো তাদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়েছে। তারপর ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে চুক্তি করেছে, কিন্তু নেয়নি। ২০১৭ সালের আগস্টে তারা তাদের আরাকান রাজ্যকে রোহিঙ্গাশূন্য করার চূড়ান্ত কাজটি সেরেছে।

দ্বিতীয়তঃ শরণার্থীদের ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কিছু শর্ত থাকে। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন চুক্তিতেও তা আছে। স্বেচ্ছায়, নিরাপদে ও সম্মানজনকভাবে প্রত্যাবাসনের কাজটি হ'তে হবে। রোহিঙ্গারা যে দুঃসহ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেশ ছেড়েছে, তাদের স্বেচ্ছায়, নিরাপদে ও সম্মানজনকভাবে দেশে ফেরাতে যে পরিস্থিতি তৈরি করার দরকার, তা যে মিয়ানমার করবে না, সেটা না বোঝারও কোন কারণ নেই। মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের এই চুক্তিটি করা কতটা যৌক্তিক ছিল, সে প্রশ্ন দিনে দিনে জোরালো হচ্ছে। হত্যা, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া ও ধর্ষণের মতো নৃশংসতা চালিয়ে যে দেশটি ১১ লাখের বেশি মানুষকে উচ্ছেদ করল, সেই

দেশটির সঙ্গে চুক্তি করতে গিয়ে বাংলাদেশ এত নমনীয় হ'ল কেন? মিয়ানমারের চাপে রোহিঙ্গা শব্দটি পর্যন্ত চুক্তিতে রাখতে পারেনি বাংলাদেশ। বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে, এখন দীর্ঘ মেয়াদে তাদের থাকার ব্যবস্থা করছে। এই যদি হবে, তবে রোহিঙ্গাদের দেশে ফেরার কোন নিশ্চয়তা দেয় না-এমন একটি চুক্তি তড়িঘড়ি করার কী এমন দায় পড়েছিল বাংলাদেশের?

রোহিঙ্গা সংকট শুরুর পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যে অবস্থান তুলে ধরেছিলেন, তা ছিল স্পষ্ট ও জোরালো। সেখানে মিয়ানমারের ভেতরে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে একটি সুরক্ষাবলয় (সেফ জোন) গড়ে তোলা ও রাখাইন রাজ্য থেকে জোর করে বিতাড়ন করা সব রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে তাদের নিজ ঘরবাড়িতে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছিল। অথচ বাংলাদেশ চুক্তি করল এসব বাদ দিয়ে। ফলে সম্ভব হলে যে প্রত্যাবাসন দুই বছরে বাস্তবায়ন করার কথা, তা কার্যত অসম্ভবে পরিণত হয়েছে।

রোহিঙ্গারা এখন যে শরণার্থী শিবিরগুলোতে আছে, তা অনেকটাই অরক্ষিত। এক হিসাব বলছে, শিবির থেকে পালাতে গিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে সাড়ে ৫৮ হাযারের বেশি রোহিঙ্গা। এর ফাঁক গলে যারা বের হয়ে গেছে, তাদের কোন হিসাব কারও কাছে নেই। এরই মধ্যে রোহিঙ্গাদের কিছু সন্ত্রাসী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। তারা সংঘবদ্ধভাবে নানা অপরাধ-অপকর্ম শুরু করেছে। এসব থামাতে এখন বন্দুকযুদ্ধ হচ্ছে। ঈদের পরদিন গভীর রাতে টেকনাফে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে 'সন্ত্রাসী ও শিশু অপহরণকারী' তিন রোহিঙ্গা নিহত হয়েছে। বাড়ছে শরণার্থী শিবিরে জনসংখ্যা। সেভ দ্য চিলড্রেন এক বছরে (২০১৮ সালে) শিবিরগুলোতে ৪৮ হাযার শিশুর জন্ম নেওয়ার তথ্য দিয়েছিল।

রোহিঙ্গা শরণার্থী নিয়ে সত্যিই বড় বিপদে আছে বাংলাদেশ। চুক্তির পরও রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে চাইছে না মিয়ানমার। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী এ ব্যাপারে রোহিঙ্গাদের সহায়তাকারী আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও সহায়তা করছে না। মক্কায় ওআইসি সম্মেলনে তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে যাওয়ার কথা বলেছেন। এ ধরনের উদ্যোগ মিয়ানমারের ওপর চাপ তৈরি করবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শরণার্থীদের ফেরাতে এর কোন ভূমিকা নেই। আমাদের সামনে তবে পথ কী? রোহিঙ্গাদের ফেরাতে হ'লে মিয়ানমারের ওপর বহুপক্ষীয় আন্তর্জাতিক চাপ তৈরিই হচ্ছে একমাত্র পথ।

এমন বাস্তবতায় আমরা দেখছি মিয়ানমার ও সু চি মাঠে সক্রিয় আছেন এবং বিভিন্ন দেশ ও সংস্থাকে নিজেদের পক্ষে আনতে পারছেন। আর আমরা কি এখনো রোহিঙ্গাদের ফেরাতে মিয়ানমারের সঙ্গে চুক্তি করতে পেরেছি-এই 'সাফল্যে' খুশি থাকব? রোহিঙ্গাদের ফেরাতে হ'লে পশ্চিমা দেশগুলোর পাশাপাশি চীন, ভারত, রাশিয়া ও জাপানের মতো বন্ধুদেশগুলো বা আসিয়ানের মতো সংস্থার সমর্থন আমাদের লাগবে। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থে এই দেশগুলো মিয়ানমারের পক্ষে থাকছে-এটা একটা যুক্তি বটে। কিন্তু পাল্টা যুক্তি হচ্ছে, এই দেশগুলোর সঙ্গে কি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ নেই? অথবা ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ? এমন জটিল পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে শুধু দক্ষ ও কৌশলী কূটনীতি। এক্ষেত্রে আমাদের যে ঘাটতি আছে, তা এরই মধ্যে প্রমাণিত। এই ঘাটতি পূরণ করে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। তা না পারলে রোহিঙ্গা শরণার্থী ও এই সমস্যার ভার থেকে বাংলাদেশের মুক্তি নেই।

॥ সংকলিত ॥

সম্পূর্ণ রাজশাহীতে তৈরী একটি অভিজাত মিষ্টি বিপনী

রাজশাহী মিষ্টি বাড়ী

১০০% খাঁটি পণ্যের নিশ্চয়তা

আমাদের শাখা সমূহ :

* ৩১৪/২ হাউজিং এষ্টেট, উপশহর নিউ মার্কেট, রাজশাহী। ০১৭৬১-৬৮২৮৩২।
* গৌরহাঙ্গা, গ্রেটার রোড, রাজশাহী। ০১৭৬১-৬৮২৮৩৫।
* গণকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী। ০১৭০৬-১৫০১৫৬।
* বানেশ্বর ট্রাফিক মোড়, সারদা রোড, রাজশাহী। ০১৭৬১-৬৮২৮৩৪।
* লক্ষীপুর চৌরাস্তা (মিন্টু চত্বর), রাজশাহী। ০১৭৬১-৬৮২৮৩৬।
* মাজেদা কমপ্লেক্স, তালাইমারী ট্রাফিক মোড়, কাজলা, রাজশাহী। ০১৭০৬-১৫০১৫৫।
* চারঘাট বাজার, চারঘাট, রাজশাহী। ০১৭০৫-১০৭৯৪৬।

খুকি হোমিও মেডিকেয়ার

ডাঃ মোঃ মোবারক হোসেন

বি.এস-সি (অনার্স); এম.এস-সি (রাবি)
ডি.এইচ.এম.এস (ঢাকা); আই.এইচ.এস.সি (কোলকাতা)
রেজিস্টার্ড হোমিও ফিজিশিয়ান

(হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনে ইন্ডিয়া থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত)

এখানে পাইলস, ক্রনিক ডিসেন্ট্রি, মাইগ্রেন, টিউমার, থ্যালাসেমিয়া, বন্ধ্যাত্ব, মাসিক গোলযোগ, পুরুষত্বহীনতা, অটিজম, শিশুদের বামনত্ব, বিলম্বে কথাবলা ও হাঁটতে শেখা ইত্যাদি সহ জটিল ও কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়। **(সময়ঃ বিকাল ৫-রাত ৯টা)**

যোগাযোগঃ বহরমপুর শেষ মাথার মোড়, রাজশাহী-৬০০০।
মোবাইলঃ ০১৭১২-৬১২১১২

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(মার্চ'১৯ সংখ্যার পর)

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে হুযায়ফা (রাঃ)

ক. আবুবকর (রাঃ)-এর আমলে হুযায়ফা :

নবী করীম (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে আবুবকর (রাঃ) খেলাফতে অধিষ্ঠিত হ'লে হুযায়ফা (রাঃ) তাঁর নিকটে বায়'আত করেন। আবুবকর (রাঃ) ২ বছর ৩ মাস ১০ দিন খেলাফতে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি এ সময় মুরতাদদের দমন এবং পারস্য ও সিরিয়া বিজয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ফলে সে সময়ে আবুবকর (রাঃ)-এর পক্ষে হুযায়ফা (রাঃ)-কে কোন দায়িত্বে নিযুক্ত করা সম্ভব হয়নি।[১]

খ. ওমর (রাঃ)-এর আমলে হুযায়ফার দায়িত্ব পালন :

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) খেলাফতে আসীন হয়ে হুযায়ফা (রাঃ)-কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। ওমর (রাঃ)-এর নিকটে হুযায়ফা (রাঃ)-এর মার্যাদার স্তরও ছিল অতি উচ্চে। খলীফা ওমর (রাঃ)-এর সময় তিনি কূফা শহরের গোঁড়া পত্তনের জন্য স্থান নির্ধারণ করেন।[২] তিনি মাদায়েন ও দাজলার তীরবর্তী এলাকায় তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেন।[৩]

একজন নতুন ওয়ালী আসছেন- এ খবর মাদায়েনবাসীদের কাছে পৌঁছে গেল। ফলে নতুন আমীরকে স্বাগত জানানোর জন্য তারা দলে দলে শহরের বাইরে সমবেত হ'ল। তারা এ মহান ছাহাবীর তাক্বওয়া, আল্লাহভীতি, সরলতা ও ইরাক বিজয়ের অনেক কথা শুনেছিল। সেকারণ একটি জাঁকজমকপূর্ণ কাফেলার সাথে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু না, কোন কাফেলার সাথে নয়। তারা দেখতে পেল কিছু দূরে গাধার উপরে সওয়ার হয়ে দীপ্ত চেহারার এক ব্যক্তি তাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। গাধার পিঠে অতি পুরনো একটি জিন। তার ওপর বসে বাহনের পিঠের দু'পাশের পা ছেড়ে দিয়ে এক হাতে রুটি ও অন্য হাতে লবণ ধরে মুখে ঢুকিয়ে চিবোচ্ছেন। আরোহী ধীরে ধীরে জনতার মাঝখানে এসে পড়লেন। তারা ভাল করে তাকিয়ে দেখে বুঝল, ইনিই সেই ওয়ালী, যার প্রতীক্ষায় তারা দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রথমবারের মত তাদের কল্পনা হোঁচট খেল। পারস্যের কিসরা বা তাঁর পূর্ব থেকে তাদের দেশে এমন ওয়ালীর আগমণ আর কখনো ঘটেনি।

তিনি চললেন এবং লোকেরাও তাঁকে ঘিরে পাশাপাশি চলল। তিনি আবাস স্থলে পৌঁছে উপস্থিত জনতাকে তাদের প্রতি লেখা খলীফার ফরমান পাঠ করে শোনালেন। খলীফা ওমর (রাঃ)-এর নিয়ম ছিল, নতুন ওয়ালী বা শাসক নিয়োগের সময় সেই এলাকার অধিবাসীদের প্রতি বিভিন্ন নির্দেশ ও ওয়ালীর দায়িত্ব ও কর্তব্য স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া। কিন্তু হুযায়ফা (রাঃ)-এর নিয়োগপত্রে মাদায়েনবাসীর প্রতি শুধু একটি নির্দেশ ছিল- 'তোমরা তাঁর কথা শুনবে ও আনুগত্য করবে।' তিনি যখন তাদের সামনে খলীফার এ ফরমান পাঠ করে শোনালেন, তখন চারদিক থেকে আওয়ায উঠল, বলুন, আপনার কী প্রয়োজন। আমরা সবই দিতে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবী ও খুলাফায়ে রাশেদার পদাঙ্ক অনুসরণকারী হযায়ফা (রাঃ) বললেন, 'আমার নিজের পেটের জন্য শুধু কিছু খাবার, আর আমার গাধাটির জন্য কিছু ঘাস-খড় প্রয়োজন। যতদিন এখানে থাকব, আপনাদের কাছে শুধু এতটুকুই চাইব।' তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে আরো বললেন, 'তোমরা ফিৎনার স্থানগুলি থেকে দূরে থাকবে। লোকেরা জানতে চাইল, ফিৎনার স্থানগুলি কি? তিনি বললেন, আমীর বা শাসকদের বাড়ীর দরজাসমূহ। তোমাদের কেউ আমীর বা শাসকের কাছে এসে মিথ্যা দ্বারা তাকে সত্যায়িত করবে এবং তার মধ্যে যা নেই তাই বলে তার প্রশংসা করবে- এটাই মূলতঃ ফিৎনা'।

উক্ত পদে কিছু দিন থাকার পর কোন এক কারণে খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁকে রাজধানী মদীনায় তলব করেন। খলীফার ডাকে সাড়া দিয়ে হুযায়ফা (রাঃ) যে অবস্থায় একদিন মাদায়েন গিয়েছিলেন ঠিক একই অবস্থায় মদীনার দিকে যাত্রা করেন। হুযায়ফা আসছেন, এ খবর পেয়ে খলীফা মদীনার কাছাকাছি পথের পাশে এক স্থানে লুকিয়ে থাকেন। নিকটে আসতেই হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ান এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'হুযায়ফা, তুমি আমার ভাই, আর আমিও তোমার ভাই'। তারপর সেই পদেই তাঁকে বহাল রাখেন।[৪]

মাদায়েনে ওয়ালী থাকাকালে একবার জনতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন, 'হে জনমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের দাসদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখ। দেখ, তারা কোথা থেকে কিভাবে উপার্জন করে তোমাদের নির্ধারিত মজুরী পরিশোধ করছে। কারণ হারাম উপার্জন খেয়ে দেহে যে গোশত তৈরী হয় তা কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর এটাও জেনে রাখ, মদ বিক্রেতা, ক্রেতা ও তাঁর প্রস্তুতকারক, সকলেই তা পানকারীর সমান'।[৫]

ওমর (রাঃ)-এর নিকটে হুযায়ফার স্থান :

১. হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা ওমর (রাঃ)-এর নিকটে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তিনি বললেন, ফিৎনা-ফাসাদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বক্তব্য তোমাদের মধ্যে কে মনে রেখেছ? হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, যেমনভাবে তিনি বলেছিলেন হুবহু তেমনিই আমি মনে রেখেছি। ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী মনে রাখার

---

১. ইবরাহীম মুহাম্মাদ আল-আলী, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, (দিমাশক : দারুল কলম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭হিঃ/১৯৯৬ খ্রিঃ), পৃঃ ৫৯-৬০।

২. তারীখুত তাবারী ৪/১৮৯; হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, পৃঃ ৬৩-৬৪।

৩. তারীখুত তাবারী ৪/১৮৯, ৪/২৪৭; তাবাক্বাতে ইবনে সাদ ৬/৭-৮; হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, পৃঃ ৬৪।

৪. আল-আ'লাম ২/১৭১ পৃঃ; হায়াতুছ ছাহাবাহ ৩/২৬৬, ২/৭৩ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব ২/১৯৩ পৃঃ।

৫. হায়াতুছ ছাহাবাহ ৩/৪৮২ পৃঃ।

ব্যাপারে তুমি খুব দৃঢ়তার পরিচয় দিচ্ছ। আমি বললাম, (রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন) মানুষ নিজের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পাড়া-প্রতিবেশীদের ব্যাপারে যে ফিৎনায় পতিত হয়- ছালাত, ছিয়াম, ছাদাক্বাহ, (ন্যায়ের) আদেশ ও (অন্যায়ের) নিষেধ তা দূরীভূত করে দেয়। ওমর (রাঃ) বললেন, আমার উদ্দেশ্য তা নয়। বরং আমি সেই ফিৎনার কথা বলছি, যা সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় ভয়াল হবে। হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! সে ব্যাপারে আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। কেননা আপনার ও সে ফিৎনার মাঝখানে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, সে দরজাটি ভেঙ্গে ফেলা হবে, না খুলে দেয়া হবে? হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, ভেঙ্গে ফেলা হবে। ওমর (রাঃ) বললেন, তাহ'লে তো আর কোন দিন তা বন্ধ করা যাবে না। [হুযায়ফা (রাঃ)-এর ছাত্র শাক্বীক (রহ.) বলেন], আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ওমর (রাঃ) কি সে দরজাটি সম্বন্ধে জানতেন? হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, দিনের পূরে রাতের আগমন যেমন সুনিশ্চিত, তেমনি নিশ্চিতভাবে তিনি জানতেন। কেননা আমি তাঁর কাছে এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করেছি, যা মোটেও ত্রুটিযুক্ত নয়। (দরজাটি কী) এ বিষয়ে হুযায়ফা (রাঃ)-এর নিকট জানতে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম। তাই আমরা মাসরূক (রহ.)-কে বললাম এবং তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, দরজাটি ওমর (রাঃ) নিজেই।[৬]

২. ওমর (রাঃ) হুযায়ফাকে খুব সম্মান করতেন। কোন মুসলমান মারা গেলে ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করতেন যে, হুযায়ফা কি এর জানাযায় শরীক হয়েছে? যদি বলা হ'ত হ্যাঁ তাহ'লে তিনিও জানাযায় শরীক হ'তেন। আর যদি বলা হ'ত না তাহ'লে তিনি তার জানাযা পড়তেন না।[৭]

৩. হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি একদিন মসজিদে বসে আছি। ওমর (রাঃ) আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, হুযায়ফা, অমুক মারা গেছে, তার জানাযায় চল। একথা বলে তিনি চলে গেলেন। মসজিদ থেকে বের হ'তে যাবেন, এমন সময় পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন, আমি নিজ স্থানে বসে আছি। তিনি বুঝতে পেরে আমার কাছে ফিরে এসে বললেন, হুযায়ফা, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, সত্যি করে বল তো আমিও কি তাদের (মুনাফিকদের) একজন? আমি বললাম, নিশ্চয়ই না। আপনার পরে আর কাউকে কখনও আমি এমন সনদ দেব না।[৮]

৪. একবার খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা আমার কর্মকর্তাদের মধ্যে কি কোন মুনাফিক আছে? হুযায়ফা বললেন, একজন আছে। খলীফা বললেন, আমাকে তার একটু পরিচয় দাও না। বললেন, আমি তা দেব না। হুযায়ফা বলেন, তবে অল্প কিছুদিনের মধ্যে ওমর তাকে বরখাস্ত করেন। সম্ভবতঃ তিনি সঠিক হিদায়াত পেয়েছিলেন।[৯]

৫. একবার খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁর পাশে বসা ছাহাবীদের বললেন, আচ্ছা আপনারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার কথা একটু বলুন তো! প্রায় সকলেই বললেন, আমাদের একান্ত ইচ্ছা এই যে, আমরা যদি ধন-রত্নে ভরা একটি ঘর পেতাম, আর তার সবই আল্লাহ্র রাস্তায় বিলিয়ে দিতে পারতাম। সবার শেষে ওমর (রাঃ) বললেন, আমার বাসনা এই যে, আমি যদি আবু উবায়দাহদাহ, মু'আজ ও হুযায়ফা (রাঃ) মত মানুষ বেশী বেশী পেতাম, আর তাদের ওপর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অর্পণ করতে পারতাম। একথা বলে তিনি দীনার ভর্তি একটি থলে একজন লোকের হাতে দিয়ে বলেন, এগুলি হুযায়ফার নিকট নিয়ে যাও, আর তাকে বল, খলীফা এগুলি আপনার প্রয়োজনে খরচের জন্য পাঠিয়েছেন। তাকে আরো বলে দেন, তুমি একটু অপেক্ষা করে দেখে আসবে, সে দীনারগুলি কি করে। লোকটি থলেটি নিয়ে হুযায়ফা (রাঃ)-এর নিকট গেল। আর হুযায়ফা (রাঃ) সাথে সাথে তা গরীব-মিসকীনের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।[১০]

গ. ওছমান (রাঃ)-এর আমলে হুযায়ফার দায়িত্ব পালন :

ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালের পুরো সময় এবং আলী (রাঃ)-এর খেলাফতের কিছু দিন, একটানা এ দীর্ঘ সময় তিনি মাদায়েনের ওয়ালী পদে আসীন ছিলেন।[১১]

ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে হিজরী ৩০ সনে সাঈদ ইবনু 'আছের সাথে কূফা থেকে খুরাসানের উদ্দেশ্যে বের হন। তুমাইস নামক বন্দরে শত্রু বাহিনীর সাথে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। এখানে সাঈদ ইবনু আছ 'ছালাতুল খাওফ' (ভীতিকালীন ছালাত) আদায় করেন। তিনি ছালাত পড়ানোর পূর্বে হুযায়ফার নিকট থেকে তার পদ্ধতি জেনে নেন।[১২] এরপর তিনি 'রায়'-এ যান এবং সেখান থেকে সালমান ইবনু রাবী'আ ও হাবীব ইবনু মাসলামার সাথে আরমেনিয়ার দিকে অগ্রসর হন। এ অভিযানে তিনি কূফা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন।[১৩]

হিজরী ৩১ সনে 'খাকানে খাযার'-এর বাহিনীর সাথে বড় ধরনের একটি সংঘর্ষ হয়। এতে সালমানসহ প্রায় চার হাযার মুসলিম শহীদ হন। সালমানের শাহাদাতের পর হুযায়ফা গোটা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হন। কিন্তু অল্প কিছুদিন পর তাঁকে অন্যত্র বদলী করা হয় এবং তাঁর স্থলে মুগীরা ইবনু শু'বাকে নিয়োগ করা হয়। হুযায়ফা (রাঃ) 'বাব'-এর ওপর তিনবার অভিযান চালান।[১৪] তৃতীয় হামলাটি ছিল হিজরী ৩৪ সনে।[১৫] এ অভিযান ছিল ওছমান (রাঃ)-এর খিলাফতের শেষ দিকে। এ সকল অভিযান শেষ করে তিনি মাদায়েনে নিজ পদে ফিরে আসেন।

---

৬. বুখারী হা/৫২৫, ১৪৩৫, ১৮৯৫, ৩৫৮৬, ৭০৯৬; মুসলিম হা/১৪৪।
৭. শাজারাতুয যাহাব ১/৪৪ পৃঃ; আল-ইস্তিআব ১/৩২৫ পৃঃ।
৮. তারীখু ইবন আসাকির ১/৯৭; যাহাবী, তারীখ ২/১৫৩।
৯. ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ ৪/১৩৬-১৩৭; আল-ইস্তিআব ১/৩২৫ পৃঃ।
১০. আত-তারীখুছ ছগীর ১/৫৪; তারীখু ইবনু আসাকির ১/৯৯, ১০০; হায়াতুছ ছাহাবাহ ২/২৩৩।
১১. আল-ইছাবাহ ১/৩১৭ পৃঃ।
১২. মুসনাদ ৫/৩৮৫ পৃঃ; রাবীআ ৫/৩৮৩৬-৩ পৃঃ।
১৩. তারীখুত তাবারী ৫/২৮৯ পৃঃ।
১৪. তারীখুত তাবারী ৫/২৮৯ পৃঃ।
১৫. তারীখুত তাবারী ৫/২৯৩ পৃঃ।

খলীফা ওছমান (রাঃ) পবিত্র কুরআনের যে মূল কপি তৈরী করেন এবং খেলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান, তার প্রধান ভূমিকা পালন করেন মূলতঃ হুযায়ফা (রাঃ)। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ) আনাস (রাঃ)-এর একটি বর্ণনা নকল করেছেন। আনাস (রাঃ) বলেন, 'হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান সিরিয়াবাসীদের সাথে ইরাক, আরমেনিয়া ও আজারবাইজান অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি এ সকল এলাকার নবদীক্ষিত অনারব মুসলিমদের কুরআন পাঠে তারতম্য লক্ষ্য করে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। সেখান থেকে মদীনায় ফিরে খলীফাকে বললেন, 'আমি আরমেনিয়া ও আজারবাইজানের লোকদের দেখেছি, তারা সঠিকভাবে কুরআন পড়তে জানে না। তাদের কাছে কুরআনের আসল কপি পৌঁছাতে না পারলে ইহুদী ও নাছারার হাতে তাওরাত ও ইনজীলের যে অবস্থা হয়েছে, এ উম্মতের হাতে কুরআনের অবস্থাও অনুরূপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে'। তখন খলীফা বিশিষ্ট ছাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'মাছহাফ' এনে তার হুবহু নকল করে বিভিন্ন এলাকায় প্রচার করেন। এভাবে পবিত্র কুরআনের হিফাযতের ব্যাপারে হুযায়ফা (রাঃ) পরোক্ষভাবে বিরাট অবদান রাখেন। তিনি গোটা ইরাক ও পারস্যবাসীকে কুরআনের এক পঠনের ওপর সমবেত করেন।[১৬]

ঘ. আলী (রাঃ)-এর আমলে হুযায়ফা :

ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ)-এর খেলাফতকালে হুযায়ফা (রাঃ) তেমন কোন ভূমিকা পালন করতে পারেননি। কেননা এ সময় আলী (রাঃ) ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদত পরবর্তী ফিৎনা প্রশমনে ব্যস্ত ছিলেন। এছাড়া হুযায়ফা (রাঃ) আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ৪০ দিনের মত জীবিত ছিলেন। তবে এ সময়ে তিনি দু'টি কাজ করেছিলেন- ১. নতুন খলীফার নামে বায়'আত করেন। ২. তাঁর দুই ছেলে ছাফওয়ান ও সাঈদকে আলী (রাঃ)-এর বায়'আত করার এবং তাঁকে সাহায্য করার অছিয়ত করেন। তারা পিতার অছিয়ত পালন করেন এবং ছিফফীনের যুদ্ধে আলী (রাঃ)-এর পক্ষে শাহাদত বরণ করেন।[১৭]

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে হুযায়ফা (রাঃ)-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ : হুযায়ফা (রাঃ) পারস্যের নিহাওয়ান্দ, দিনাওয়ার, হামযান, মাহ্, রায়, আযারবাইজান, নাছীবীন, ক্বাদেসিয়া, আরমেনিয়া প্রভৃতি অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং ঐসব অঞ্চল জয় করেন।[১৮]

(চলবে)

---

১৬. বুখারী, 'জামউল কুরআন' অধ্যায়; আত-তিব ইয়ান ফী উলূমিল কুরআন, পৃঃ ৫৭।

১৭. আল-ইস্তিআব, ১/৩৩৪ পৃঃ; হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, পৃঃ৮৯-৯০।

১৮. আল-ইসতিআব; আল-ইছাবার টীকা ১/২৭৮ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব ২/১৯৩ পৃঃ।

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা গণকপাড়া, রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা রাজশাহী-৬১০০ ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড, গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

পারফেক্ট ডেন্টাল সার্জারী

সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞ ডেন্টাল সার্জন দ্বারা পরিচালিত একটি ডেন্টাল ক্লিনিক

সেবা সমূহ :

* স্কেলিং, পলিশিং * ফিলিং * লাইট কিওর ফিলিং * ক্যাপ, ব্রীজ * দাঁত তোলা * রুট ক্যানেল * স্থায়ী দাঁত বাধানো, নকল দাঁত বাধানো * দুই দাঁতের মাঝের ফাঁকা জায়গা বন্ধকরণ * আঁকা-বাঁকা উঁচু-নিচু ফাকা দাঁতের চিকিৎসা * বাচ্চাদের দাঁতের সকল চিকিৎসা

ডাঃ মোঃ মমিনুল ইসলাম
বি.ডি.এস
পি.জি.টি (ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারী)
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মুখ ও দন্ত রোগ বিশেষজ্ঞ
(বি.এম.ডি.সি. রেজিঃ ৬৮৩২)

রোগী দেখার সময়ঃ
সকাল ৯ থেকে ১২-টা এবং
বিকাল ৪-টা থেকে রাত ৯-টা
যোগাযোগ :
সাত্তার সুপার মার্কেট (২য় তলা)
নওদাপাড়া বাজার, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৩৪২৪৫৫৬৬।

ডাঃ এসনাহার খাতুন
বি.ডি.এস
(রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল)
মুখ ও দন্ত রোগ বিশেষজ্ঞ
(বি.এম.ডি.সি. রেজিঃ ৮১৩৫)

বিশেষ দ্রষ্টব্য : মহিলা ডাক্তার দ্বারা মহিলাদের পর্দার সাথে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

যু-কারদ ও খায়বার যুদ্ধে ছাহাবীগণের বীরত্বের কিছু ঘটনা

নবী করীম (ছাঃ)-এর সাহচর্য ও শিক্ষা লাভের মাধ্যমে ছাহাবীগণ হয়ে উঠেছিলেন নির্ভীক বীর সেনানীরূপে। লক্ষ্য ছিল তাদের জান্নাত, ব্রত ছিল ইসলামের বিজয় লাভ। ফলে অদম্য ঈমানী চেতনা নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। ছিনিয়ে আনতেন ইসলামের বিজয়। নিম্নোক্ত হাদীছে ছাহাবীদের বীরত্বের নমুনা ফুটে উঠেছে।-

ইয়াস ইবনু সালামা (রাঃ) সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে হুদায়বিয়ায় পৌঁছলাম। তখন সংখ্যায় আমরা চৌদ্দশ'। তদুপরি সেখানে ছিল পঞ্চাশটি বকরী, যাদের পানি পানের জন্য পর্যাপ্ত পানি ছিল না। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুয়ার কিনারায় বসলেন এবং দো'আ করলেন অথবা তাতে থুথু দিলেন। রাবী বলেন, আর অমনি পানি উথ্‌লে উঠল। তখন আমরাও পানি পান করলাম এবং (পশুদেরকেও) পানি পান করালাম।

রাবী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের বায়'আতের জন্য গাছতলায় ডাকলেন। রাবী বলেন, লোকদের মধ্যে আমি সর্বাগ্রে বায়'আত করলাম। তারপর একে একে অন্যান্য লোকেরাও বায়'আত করল। তিনি যখন বায়'আত গ্রহণ করতে করতে লোকজনের মধ্যবর্তী স্থানে (অর্থাৎ অর্ধ পরিমাণে) পৌঁছলেন, তখন বললেন, হে সালামা! তুমি বায়'আত হও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকদের মধ্যে প্রথমেই আমি বায়'আত হয়েছি তিনি বললেন, আবারও হও! রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে অস্ত্রহীন অবস্থায় দেখতে পেলেন। তাই তিনি আমাকে একটি 'হাজাফাহ' বা 'দারাক্বাহ' (ঢাল) দান করলেন।

অতঃপর যখন তিনি বায়'আত করতে করতে লোকদের শেষ প্রান্তে পৌঁছলেন তখন আবার বললেন, তুমি কি আমার কাছে বায়'আত হবে না হে সালামা? রাবী বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো লোকদের মধ্যে প্রথমভাগে এবং মধ্যভাগে (দু' দু'বার) আপনার কাছে বায়'আত করেছি। তিনি বললেন, আবারও হও! তখন আমি তৃতীয়বার বায়'আত হ'লাম। এরপর তিনি আমাকে বললেন, হে সালামা! তোমার সেই ঢালটি কোথায়, যা আমি তোমাকে দিয়েছিলাম? রাবী (সালামা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমার চাচা আমিরের সাথে অস্ত্রবিহীন অবস্থায় আমার দেখা হ'লে আমি তাকে তা দিয়ে দিয়েছি। রাবী বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হেসে দিলেন এবং বললেন, তুমি দেখছি পূর্ববর্তীযুগের সেই লোকদের মত, যে বলেছিল, হে আল্লাহ! আমি এমন একজন বন্ধু চাই, যে আমার প্রাণের চাইতেও আমার নিকট অধিক প্রিয় হবে।

এরপরে মুশরিকরা আমাদের কাছে প্রস্তাব পাঠাল। আমাদের এক পক্ষের লোকজন অন্যপক্ষের শিবিরে যাতায়াত করতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত আমরা উভয় পক্ষ পরস্পরে সন্ধিবদ্ধ হ'লাম। রাবী [সালামা (রাঃ)] বলেন, আমি তালহা ইবনু ওবায়দুল্লাহ্‌র খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। আমি তাঁর ঘোড়াকে পানি পান করাতাম এবং তাঁর পিঠ মালিশ করতাম (আঁছড়ে দিতাম) এবং তাঁর অন্যান্য খিদমত করতাম। আমি তার ওখানে খাওয়া-দাওয়া করতাম। নিজের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের রাহে মুহাজির হয়েছিলাম। রাবী বলেন, তারপর যখন আমরা ও মক্কাবাসীরা সন্ধিতে আবদ্ধ হ'লাম এবং আমাদের এক পক্ষ অপর পক্ষের সাথে মেলামেশা করতে লাগলাম তখন আমি একটি গাছতলায় গিয়ে তাঁর নিচের কাঁটা প্রভৃতি পরিষ্কার করে তার গোঁড়ায় একটু শুয়ে পড়লাম। এমন সময় মক্কাবাসী চারজন মুশরিক এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে অপ্রীতিকর কথা বলতে লাগল।

আমার কাছে ওদের কথাবার্তা অত্যন্ত খারাপ লাগল এবং আমি স্থান পরিবর্তন করে আর একটি গাছের তলায় চলে গেলাম। তারা তাদের অস্ত্র গাছের সাথে ঝুলিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল। এমন সময় প্রান্তরের নিম্নাঞ্চল থেকে কে যেন চিৎকার করে বলল, হে মুহাজিরগণ! সাহায্য! ... ইবনু যুনায়ম নিহত হয়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ আমার তরবারী উঠিয়ে ধরলাম এবং ঐ চারজনের উপর আক্রমণ চালালাম। তখন তারা ঘুমিয়ে ছিল। আমি তাদের অস্ত্রগুলি হস্তগত করলাম এবং তা আটি বেঁধে আমার হাতে নিলাম। তিনি বলেন, এরপর আমি বললাম, যে মহান সত্তা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সম্মানিত করেছেন তাঁর কসম! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মাথা তুলে, তবে তাঁর সেই অঙ্গে আঘাত (করে বিচ্ছিন্ন) করব যেখানে তাঁর চোখ দু'টি রয়েছে (অর্থাৎ ঘাড়ে)।

রাবী বলেন, তারপর তাদেরকে আমি হাঁকিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। তিনি বলেন, এমন সময় আমার চাচা আমির 'আবালাত' গোত্রের একজনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিয়ে এসেছেন। তাকে বলা হ'ত মিকরায। সে ছিল আঘাত নিরোধক বস্ত্রাকৃত একটি ঘোড়ায় আসীন। আর তাঁর সাথে সত্তরজন মুশরিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, 'ওদেরকে ছেড়ে দাও, যাতে অপকর্মের সূচনা ওদের পক্ষ থেকেই হয় এবং পুনরাবৃত্তিও তারাই করে' একথা বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের ক্ষমা করে দিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, 'সেই পবিত্র সত্তা যিনি মক্কা প্রান্তরে তাদের হাতকে তোমাদের উপর থেকে এবং তোমাদের হাতকে তাদের উপর থেকে বিরত রেখেছেন তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর'।

রাবী বলেন, তারপর মদীনায় প্রত্যাবর্তনের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। পথে এমন একটি স্থানে আমরা অবতরণ করলাম যেখানে আমাদের ও লাহয়ান গোত্রের মধ্যে কেবল একটি পাহাড়ের ব্যবধান ছিল। আর তারা ছিল মুশরিক। তখন

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করলেন, যে ব্যক্তি রাতে নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের পক্ষ থেকে খবরদারীর জন্য পাহাড়ের উপরে আরোহণ করবে। সালামা বলেন, সে রাতে আমি দুই কি তিনবার ঐ পাহাড়ে আরোহণ করেছিলাম। তারপর আমরা মদীনায় এলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর গোলাম রাবাহকে দিয়ে তাঁর উটগুলি পাঠালেন। আর আমিও তালহা (রাঃ) এর ঘোড়ায় চড়ে তাঁর সাথে সাথে উটগুলি চারণভূমির দিকে নিয়ে গেলাম সেগুলোকে ঘাস-পানি খাওয়ানোর জন্য। যখন আমাদের ভোর হ'ল, আবদুর রহমান ফাযারী চড়াও হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর (বিচরণকৃত) সমস্ত উট ছিনিয়ে নিয়ে গেল এবং তাঁর রাখালকে হত্যা করল। আমি তখন রাবাহকে বললাম, হে রাবাহ! লও এই ঘোড়া নিয়ে তুমি তালহা ইবনু ওবায়দুল্লাহকে পৌঁছে দিও আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সংবাদ দাও যে, মুশরিকেরা তাঁর চারণভূমির উটগুলো লুটে নিয়ে গেছে। তিনি বলেন, তখন আমি একটি টিলার উপর দাঁড়ালাম। তারপর মদীনার দিকে মুখ করে তিনবার হাক দিলাম, ইয়া ছাবাহা! (ভোরের আক্রমণ)

তারপর আমি লুটেরাদের পিছু ধাওয়া করলাম এবং তাদের উপর তীর নিক্ষেপ করতে লাগলাম। আর আমি মুখে এই বাক্য উচ্চারণ করছিলাম, 'আমি আকওয়ার পুত্র, আজ সেই দিন, আজ ইতরকে (শায়েস্তা করার) দিন। আজকে কেমন মায়ের দুধ (খেয়েছ তা স্মরণের দিন)'। তখন আমি তাদের যে কাউকে পেয়েছি, তাঁর উপর এরকমভাবে তীর নিক্ষেপ করেছি যে, তীরের অগ্রভাগ তাঁর কাঁধের কোমল হাড় ছেদ করে বেরিয়েছে। তিনি বলেন, আমি বলতে লাগলাম, এ আঘাত নাও, আমি আকওয়ার পুত্র, আজ ইতরের দিন (দুধপান স্মরণের দিন)। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তীর নিক্ষেপ করতে থাকলাম এবং ঘায়েল করতে লাগলাম এবং যখনই কোন ঘোড় সওয়ার আমার দিকে ফিরত তখনই আমি গাছের আড়ালে এসে তাঁর গোঁড়ায় বসে তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করতাম আর তাকে জখম করে ফেলতাম।

অবশেষে যখন তারা পাহাড়ের সংকীর্ণ পথে পৌঁছল এবং তারা সে সংকীর্ণ পথে ঢোকে পড়ল, আমি তখন পাহাড়ের উপরে উঠে সেখান থেকে (অবিরাম) তাদের উপর পাথর গড়িয়ে দিতে লাগলাম। তিনি বলেন, এভাবে আমি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকলাম যে পর্যন্ত না আল্লাহ্র সৃষ্ট উটগুলোর প্রতিটি উট যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভারবাহী রূপে ছিল তা আমার পিছনে রেখে না যাই। অবশেষে তারা এগুলি আমার আওতায় ফেলে চলে গেল। তারপরও আমি তাদের অনুসরণ করে তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করতে থাকলাম। এমনকি তারা ত্রিশটির বেশি চাঁদর এবং ত্রিশটি বল্লম নিজেদের বোঝা হালকা করার উদ্দেশ্য ফেলে গেল। তারা যেসব বস্তু ফেলে যাচ্ছিল আমি তাঁর প্রত্যেকটিকে পাথর দিয়ে চিহ্নিত করে যাচ্ছিলাম, যাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ তা চিনতে পারেন।

অবশেষে তারা পাহাড়ের একটি সংকীর্ণ স্থানে গিয়ে পৌঁছল। এমন সময় বদর ফাযারীর অমুক পুত্র এসে তাদের সাথে মিলিত হ'ল। এবার তারা সকলে মিলে সকালের খাবার খেতে বসল। আমি পাহাড়ের একটি শৃঙ্গে বসে পড়লাম। তখন সে ফাযারী বলল, ঐ যে লোকটাকে দেখছি সে কে? তারা বলল, লোকটির হাতে আমরা অনেক দুর্ভোগ পোহায়েছি। আল্লাহ্র কসম! সেই রাতের আধার থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত লোকটা আমাদের পিছন থেকে সরছে না, সে আমাদের প্রতি (অবিরাম) তীর নিক্ষেপ করেছে, এমনকি আমাদের যথাসর্বস্ব সে কেড়ে নিয়েছে। তখন সে বলল, তোমাদের মধ্যকার চারজন উঠে গিয়ে তাঁর উপর চড়াও হও। তখন তাদের চার ব্যক্তি পাহাড়ে উঠে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তারপর তারা যখন আমার কথা শোনার মত নিকটবর্তী স্থানে এসে পৌঁছল, তখন আমি বললাম, তোমরা কি আমাকে চেন? তারা বলল, না। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি সালামা ইবনু আকওয়া। কসম সেই পবিত্র সত্তার! যিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সম্মানিত করেছেন। আমি তোমাদের যাকেই পেতে চাইব (লক্ষ্য বানাব) তাকে ধরে ফেলব। কিন্তু তোমাদের কেউ চাইলেই আমাকে ধরতে পারবে না।

তখন তাদের একজন বলল, আমিও তাই মনে করি। তিনি বলেন, তারপর তারা ফিরে গেল। আর আমি সেই স্থানেই বসে রইলাম। অবশেষে আমি গাছ-গাছালির মাঝ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অশ্বারোহীদের অগ্রসর হ'তে দেখলাম। তিনি বলেন, তাদের মধ্যে সবার আগে ছিলেন আখারাম আসাদী। তাঁর পিছনে আবূ কাতাদা আনছারী। তাঁর পিছনে মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ কিন্দী। তিনি বলেন, আমি তখন আখরামের ঘোড়ার লাগাম ধরলাম। তিনি বলেন, তখন তারা (শত্রুরা) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে গেল। আমি বললাম, হে আখরাম! ওদের থেকে সতর্ক থাকবে। তারা যেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ এসে মিলিত হওয়ার পূর্বেই তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে না ফেলে। আখারাম বললেন, যে সালামা! তুমি যদি আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামত দিনের প্রতি বিশ্বাসী হও এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে সত্য মনে কর তবে আমার এবং শাহাদতের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করো না। সালামা বলেন, তখন আমি তাঁর পথ ছেড়ে দিলাম।

তখন তিনি আব্দুর রহমানের সাথে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হ'লেন। আখরাম আব্দুর রহমানের ঘোড়াকে আহত করলেন, আর আব্দুর রহমান বর্শার আঘাতে তাকে কতল করে দিল এবং আখরামের ঘোড়ার উপর চড়ে বসল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘোড় সাওয়ার আবূ কাতাদা (রাঃ) এসে পৌঁছলেন। তিনি আব্দুর রহমানকে বর্শার আঘাতে হত্যা করলেন। সেই পবিত্র সত্তার কসম! যিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে মর্যাদা মণ্ডিত করেছেন, আমি তখন এতই দ্রুতগতিতে তাদের পিছু ধাওয়া করে যাচ্ছিলাম যে, আর পিছনে (অনেক

দূর পর্যন্ত) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কোন ছাহাবীকেই দেখতে পেলাম না, এমনকি তাদের ঘোড়ার খুরের ধুলিও আমার দৃষ্টিগোচর হ'ল না। এভাবে চলতে চলতে সূর্যাস্তের প্রাক্কালে তারা এমন একটি গিরি পথে উপনীত হ'ল যেখানে যু-কারাদ নামক একটি প্রস্রবণ রয়েছে। অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তারা পানি পান করতে অবতরণ করল। তখন তারা আমাকে তাদের পিছু ধাওয়া করে দৌড়ে আসতে দেখতে পেল। এক জায়গায় পানি পান করার পূর্বেই আমি সেখান থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দিলাম। তখন তারা পাহাড়ের একটি ঢালু উপত্যকার দিকে দৌড়াতে লাগল আর আমিও তাদের পিছু ধাওয়া করতে লাগলাম।

আমি তাদের যে কোন একজনের নিকটবর্তী হলে তাঁর কাঁধের অস্থিতে তীর নিক্ষেপ করে বললাম, আমি আকওয়ার পুত্র, ইতরদের (বোঝাবার) দিন আজ (দুধপান স্মরণের দিন)। সে তখন বলল, তাঁর মা (পুত্রহারা হয়ে) তাঁর জন্য কাঁদুক। তুমি কি সে আকওয়া যে আমাদের সেই ভোর থেকে অতিষ্ঠ করে রেখেছ? আমি বললাম হ্যাঁ, তোমার জানের দুশমন, (আমি) সেই তোমার ভোরবেলার আকওয়াই। তিনি বলেন, অতঃপর তারা দু'টি ক্লান্ত ঘোড়া উপত্যকায় ছেড়ে চলে গেল। তিনি বলেন, তখন আমি ঐ দু'টোকে হাকিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিয়ে এলাম। তিনি বলেন, সেখানে একটি অল্প দুধ ভর্তি 'সাতীহা' (চামড়ার তৈরি পাত্র) এবং একটি পানি ভর্তি সাতীহা নিয়ে এসে আমির আমার সাথে মিলিত হ'লেন। আমি তখন ওযূ করলাম এবং (দুধ) পান করলাম। তারপর এমন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এলাম যখন তিনি ঐ পানির কাছে ছিলেন, যা থেকে আমি ওদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

এদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ সমস্ত উট ও মুশরিকদের নিকট থেকে আমার ছিনিয়ে আনা সবকিছু বর্শা ও চাঁদর প্রভৃতি হস্ত গত করেছেন। তখন বিলাল, লোকদের কাছে থেকে আমার উদ্ধারকৃত একটি উট যবেহ করেছেন এবং তাঁর কলিজা ও কুজ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য ভুনা করছিলেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সুযোগ দিন, আমি আমাদের লোকদের থেকে একশ' জনকে বাছাই করে নিয়ে সেই দুশমনদের পিছু ধাওয়া করি যাতে তাদের সকলকে এমনভাবে হত্যা করব যে, তাদের খবর বয়ে নিয়ে যাওয়ার মত একটি লোকও অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমনভাবে হাসলেন যে, চুলার আগুনের আভায় তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলি প্রকাশ পেল। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে সালামা! তুমি কি মনে কর যে, তুমি তা-ই করবে? আমি বললাম, হ্যাঁ সেই পবিত্র সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন। নবী করীম (ছাঃ) তখন বললেন, এতক্ষণে তো তারা গাতফান পল্লীতে আতিথ্য ভোগ করছে।

তিনি বলেন, পরে গাতফান গোত্রের একটি লোক এসে বলল, অমুক তাদের জন্য একটি উট যবেহ করেছে। তারা যখন তাঁর চামড়া ছড়াচ্ছিল তখন তারা ধুলোরাশি উড়তে দেখতে পায়। তখন তারা বলে উঠল ওরা (আকওয়া ও তাঁর বাহিনী) তোমাদের নিকট এসে পড়েছে। তখন তারা পালিয়ে যায়। এরপর আমাদের ভোর হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমাদের আজকের সেরা অশ্বারোহী হচ্ছে আবূ কাতাদা আর আমাদের সেরা পদাতিক হচ্ছে সালামা। তিনি বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে অশ্বারোহী ও পদাতিক হিসাবে গণীমতের দুই অংশ দিলেন। আমাকে তিনি একত্রে দুই অংশ দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে আমাকে তাঁর সাথে তাঁর উটনী 'আযবার' পিছনে বসিয়ে নিলেন। তিনি বলেন, তারপর যখন আমরা পথ অতিক্রম করছিলাম, এমন সময় আনছারের এমন এক ব্যক্তি, যাকে দৌড়ে কেউ পরাজিত করতে পারত না, সে বলতে লাগল, কেউ কি আছে যে, মদীনায় সর্বপ্রথম পৌঁছার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করবে? এ কথাটি সে বারবার বলছিল। তিনি বলেন, যখন আমি তাঁর এ (চ্যালেঞ্জমূলক) কথাটি শুনলাম, তখন বললাম, তুমি কি কোন সম্মানিত লোককে সম্মান দিতে জান না বা কোন ভদ্রলোককেই পরোয়া করবে না? সে বলল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কাউকে নয়। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান, আপনি আমাকে তার সাথে প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দিন। তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা হ'লে।

রাবী বলেন, তখন আমি বললাম, চল! তারপর আমি লাফ দিয়ে নীচে নেমে দৌড় দিলাম। তারপর এক বা দুই টিলা অতিক্রম করার দূরত্বে রইলাম তখন পর্যন্ত আমার দম নিয়ন্ত্রণে রেখে তাঁর পিছু পিছু দৌড় দিলাম। আরও দুই এক টিলা পর্যন্ত ধীর গতিতে চলার পর সাজোরে দৌড় দিয়ে তাঁর নিকটে পৌঁছে গেলাম এবং তাঁর কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে একটি ঘুষি মেরে বললাম, ওহে! আল্লাহ্র কসম! তুমি হেরে গেছ। তখন সে বলল, আমিও তাই মনে করছি। তিনি বলেন, অতএব আমি তাঁর পূর্বেই মদীনায় পৌঁছে গেলাম।

তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! এরপর আমরা তিন রাতের অধিক মদীনায় থাকতে পারিনি। এমনি সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে আমরা খায়বারের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। তিনি বলেন, তখন আমার চাচা আমির (রাঃ) প্রেরণামূলক কবিতা আবৃতি করতে লাগলেন। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্র অনুগ্রহ না হ'লে আমরা হিদায়াত পেতাম না, ছাদাকাও দিতাম না আর ছালাতও আদায় করতাম না। আমরা আপনার অনুগ্রহ থেকে কখনও বেপরওয়া হ'তে পারি না, তাই আপনি আমাদের কদম দৃঢ় রাখুন, যখন আমরা শত্রুদের সম্মুখীন হই এবং আপনি আমাদের প্রতি প্রশান্তি বর্ষণ করুন।

তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, আমি আমির। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার রব তোমাকে ক্ষমা করুন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কারো জন্য বিশেষভাবে দো'আ করতেন সে শহীদ হ'ত। তিনি বলেন, তখন নিজ উটে বসা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) দূর থেকে আওয়াজ করে বললেন, ইয়া নবী আল্লাহ্! আমিরকে দিয়ে যদি না আমাদের আরো উপকার করতেন? তিনি বলেন, তারপর যখন আমরা খায়বারে উপস্থিত হ'লাম, তখন খায়বার অধিপতি মুরাহহাব (মারহাব) তরবারি দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে এল এবং বলল, খায়বার জানে যে, আমি মুরাহহাব, পূর্ণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, অভিজ্ঞতাপূর্ণ এক বীরপুরুষ। রাবী বলেন, আমার চাচা আমির (রাঃ) কবিতা আবৃতি করতে করতে বললেন, 'খায়বার জানে যে, আমি আমির অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত যুদ্ধে অবতীর্ণ বীর বাহাদুর নির্ভীক ব্যক্তি।

রাবী বলেন, তারপর তাদের মধ্যে আঘাত বিনিময় হ'ল। আমির (রাঃ) নীচে থেকে যখন তাকে আঘাত করতে চাইলেন, তখন তা ফিরে এসে তাঁর নিজের উপরই লাগল। আর তাতে তাঁর পায়ের গোছার সংযোগ শিরা কেটে গিয়ে মৃত্যু হ'ল। (রাবী) সালামা (রাঃ) বলেন, তখন আমি বের হ'লাম। নবী করীম (ছাঃ)-এর কয়েকজন ছাহাবীকে বলাবলি করতে শুনলাম যে, আমিরের আমল বরবাদ হয়ে গেছে, সে আত্মহত্যা করেছে। তখন আমি কাঁদতে কাঁদতে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিরের আমলগুলি কি বরবাদ হয়ে গেছে? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, (একথা) কে বলেছে? রাবী বলেন, আমি বললাম, আপনারই কয়েকজন ছাহাবী। তিনি বললেন, যারা এরূপ বলেছে তারা মিথ্যা বলেছে এবং তাঁর প্রতিদান সে দু'বার পাবে।

তারপর তিনি আমাকে আলী (রাঃ)-এর নিকটে পাঠালেন। তখন তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে (আজ) পতাকা সমর্পণ করব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং (অথবা বললেন) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসেন। তিনি বলেন, তারপর আমি আলী (রাঃ)-এর কাছে গেলাম এবং তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আসলাম। তখন তাঁর চোখ ব্যথাগ্রস্ত হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর চোখে থুথু দিলেন আর তাতেই তিনি সুস্থ হ'লেন। তখন তিনি তাঁর হাতে পতাকা দিলেন।

এবারো মুরাহহাব বেরিয়ে এল এবং কবিতা আওড়াতে লাগল খায়বার জানে যে, আমি মুরাহহাব, যুদ্ধের অস্ত্রে সজ্জিত এক অভিজ্ঞতাপূর্ণ বীর বাহাদুর ব্যক্তি। যখন যুদ্ধ তাঁর লেলিহান শিখা নিয়ে অগ্রসর হয়, তখন আলী (রাঃ) বললেন, 'আমি সে ব্যক্তি যাকে আমার মা 'হায়দার' (সিংহ) নাম রেখেছেন, যার দর্শন বন্য সিংহের মত ভয়ঙ্কর। আমি তাদের (দুশমনদের) প্রতিদান দেই বড় বড় পাত্র দিয়ে (অর্থাৎ তাদের অবলীলায়) হত্যা করি'। এরপর তিনি মুরাহহাবের মাথায় তলোয়ার মারলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। তারপর তারই হাতে (খায়বার) বিজয় হ'ল *(মুসলিম হা/১৮০৭; ছহীহাহ হা/৩৫৫৩)*।

পরিশেষে বলব, আজও ইসলামের বিজয় লাভের জন্য ছাহাবীদের ন্যায় ঈমানী বলে বলীয়ান হয়ে অগ্রসর হ'তে হবে। ভীরুতা পরিহার করে বিরোধী শক্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানী শক্তি বাড়িয়ে দিন এবং বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার হিম্মত দিন-আমীন!

-মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরা গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!
আপনারা কি ছহীহ ও বিশুদ্ধ তরীকায় শিরক ও বিদ'আত মুক্ত পবিত্র হজ্জ ও ওমরা পালন করতে চান? তাহ'লে আজই যোগাযোগ করুন!

* **রামাযান মাসে ১,১০,০০০/= ১,৩০,০০০/= এবং অন্যান্য মাসে ৭০/৮০ হাযার টাকায় উন্নত মানের হোটেলে আবাসন সুবিধায় ওমরাহ পালনের সুযোগ আছে।**
* **হজ্জ ও ওমরায় যোগ্য আলেম ও সহযোগীর মাধ্যমের সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদানের সুযোগ থাকবে।**
* **মক্কা ও মদীনার ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।**

বিঃদ্রঃ ২০২০/২১ সালের প্রাক নিবন্ধন চলছে।

পরিচালক : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম, এমঃ এম, এ)
৭ম ফ্লোর, ভিআইপি টাওয়ার, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।
০১৭১১-৩৬৫৩৩৭
০১৯১৯-৩৬৫৩৩৭

ডি.বি.এইচ ইন্টারন্যাশনালের সার্বিক তত্ত্বাবধানে (লাইসেন্স নং ২০৪)

Contents

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বরং বিভিন্ন কাজে তাকে অন্যের উপরে নির্ভর করতে হয়। এক্ষেত্রে যারা মানুষকে বেশী সহযোগিতা করে তারা হচ্ছে প্রতিবেশী। বাড়ীর পার্শ্বের এই মানুষগুলিই সবচেয়ে কাছের, সবচেয়ে আপনজন হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ প্রতিবেশীর সাথে সব সময় সদাচরণ করে না। বরং তাদেরকে বিভিন্ন উপায় কষ্ট দিয়ে থাকে। কিন্তু উত্তম প্রতিবেশী সেই যে প্রতিবেশীর দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে। এখানে প্রতিবেশীর দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ সম্পর্কে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হ'ল।-

১. মালেক বিন দীনার (রহঃ)-এর একজন ইহুদী প্রতিবেশী ছিল। সে মালেক বিন দীনারের গৃহের দেওয়াল ঘেষে একটি গোসলখানা নির্মাণ করে। দেওয়ালটি ছিল ভাঙ্গা। সেই ভাঙ্গা জায়গা দিয়ে ময়লা-আবর্জনা প্রবেশ করত। মালেক বিন দীনার প্রতিদিন তার ঘর পরিস্কার করতেন। কিন্তু প্রতিবেশীকে তিনি কিছুই বলতেন না। প্রতিবেশীর দেওয়া কষ্টে দীর্ঘদিন তিনি এভাবে ধৈর্যধারণ করে থাকলেন। এই কষ্টে অতিশয় ধৈর্যধারণের কারণে ঐ প্রতিবেশীর কাছে খারাপ লাগল। সে বলল, হে মালেক! আমি তোমাকে এই দীর্ঘ কষ্ট দিয়েছি, অথচ তুমি ধৈর্যধারণ করেছ। আর তুমি আমাকে এ বিষয়ে কিছুই বলনি। মালেক (রহঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ– 'জিবরীল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে উপদেশ দিতে থাকতেন। এমনকি আমি মনে করলাম যে, তিনি প্রতিবেশীকে আমার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন' *(বুখারী হা/৬০১৫; মুসলিম হা/২৬২৪-২৫; আবূদাঊদ হা/৫১৫৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭৩; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০১)*। একথা শুনে ইহুদী লজ্জিত হ'ল এবং ইসলাম গ্রহণ করল *(ইমাম গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ২/২১৩ পৃঃ)*।

২. সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ আত-তসতরী (রহঃ)-এর একজন অগ্নিপূজক প্রতিবেশী ছিল। সে সাহল (রহঃ)-এর বাড়ীর উপর তলায় থাকত। সেই অগ্নিপূজক তার মেঝেতে বড় ছিদ্র করে। সেই ছিদ্র পথে সে সাহল (রহঃ)-এর গৃহে প্রতিদিন ময়লা-আবর্জনা ফেলত। সাহল (রহঃ) ঐ ছিদ্রের নীচে একটি গামলা বা পাত্র রাখতেন। যার মধ্যে ময়লা-আবর্জনা পতিত হ'ত। অতঃপর রাত্রে তিনি পাত্রটি নিয়ে ময়লা-আবর্জনা দূরে ফেলে আসতেন। এভাবে দীর্ঘদিন সাহল (রহঃ) ঐ বাড়ীতে অবস্থান করেন। অবশেষে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন সাহল (রহঃ) তার ঐ অগ্নিপূজক প্রতিবেশীকে ডেকে পাঠান। সে আসলে তাকে বললেন, এই ঘরের ভিতরে দেখ। সে তখন ঐ ছিদ্র ও ময়লা-আবর্জনা দেখে বলল, হে শায়খ! এসব কি? তিনি বললেন, দীর্ঘদিন যাবৎ তোমার ঘর থেকে এসব পতিত হচ্ছে। আমি দিনের বেলা তা জমা করি এবং রাত্রে তা দূরে ফেলে আসি। আজকে আমার যে অবস্থা দেখছ, যদি এ অবস্থা আমার না হ'ত, তাহ'লে আমি তোমাকে এ বিষয়ে অবহিত করতাম না। আর আমি আশঙ্কা করছি যে, এ কারণে তোমার সাথে আমার আচরণ খারাপ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং তোমার যা করণীয় কর। তখন ঐ অগ্নিপূজক বলল, হে শায়খ! আপনি এই দীর্ঘ সময়ে আমার সাথে এই উত্তম ব্যবহার করেছেন, আর আমি আমার কুফরীর উপরে অটল রয়েছি! আপনি হাত বাড়িয়ে দিন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন হক মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল। এরপর সাহল (রহঃ) মৃত্যুবরণ করেন *(আব্দুল্লাহ ইবনে আস'আদ আল-ইয়াফেঈ, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি), পৃঃ ১২১-২২, ক্রমিক নং ৪৩৮)*।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, প্রতিবেশীর দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে এবং তার অসদাচরণে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে উত্তম প্রতিবেশী তথা উত্তম মানুষ হওয়ার চেষ্টা করা কর্তব্য। এতে যেমন অশেষ ছওয়াব লাভ করা যাবে তেমনি এক সময় ঐ প্রতিবেশী তার নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হবে। ফলে সে তার কৃতকর্ম থেকে স্থায়ীভাবে ফিরে আসবে। তাই মহান আল্লাহর কাছে আমাদের আকুল প্রার্থনা তিনি যেন আমাদের সবাইকে উত্তম প্রতিবেশী হওয়ার তাওফীক দান করেন-আমীন!

-আবু আব্দুল্লাহ
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং : পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, **ডাচ বাংলা :** ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১ জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

মসুর চাষ পদ্ধতি

মসুর আমাদের দেশের একটি বহুল পরিচিত শস্য। দেশের বিভিন্ন এলাকায় এ শস্য আবাদ হয়ে থাকে। এ শস্যের চাষাবাদ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।-

পুষ্টি মূল্য ও ব্যবহার : মসুর ডালে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য শক্তি ও প্রোটিন আছে। ডাল হিসাবে প্রধানত খাওয়া হয়। এছাড়াও পিয়াজু বা বিভিন্ন মুখরোচক খাবারে ব্যবহৃত হয়।

উপযুক্ত জমি ও মাটি : সুনিষ্কাশিত বেলে দো-আঁশ মাটি মসুর চাষের জন্য উপযোগী।

বপনের সময় : অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ (কার্তিক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত) বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

জাত পরিচিতি :

বারি মসুর-১ : গাছের আকৃতি মধ্যম এবং উপরিভাগের ডগা বেশ সতেজ। গাছের পাতা গাঢ় সবুজ। কাণ্ড হালকা সবুজ। ফুলের রং সাদা। বারি মসুর-১ জাতটির বীজের আকার স্থানীয় জাতসমূহের চেয়ে একটু বড়। হাযার বীজের ওযন ১৫-১৬ গ্রাম। ডাল রান্না হওয়ার সময়কাল ১০-১২ মিনিট। আমিষের পরিমাণ ২৬-২৮%। এ জাতের জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন। হেক্টরপ্রতি ফলন ১.৭-১.৮ টন।

বারি মসুর-২ : গাছের আকার মধ্যম। গাছের উপরিভাগ সামান্য লতানো হয়। পাতায় সরু আকর্ষী থাকে। গাছের পাতা গাঢ় সবুজ। কাণ্ড হালকা সবুজ ও ফুল সাদা। হাযার বীজের ওযন ১২-১৩ গ্রাম। ডাল রান্না হওয়ার সময়কাল ১৪-১৬ মিনিট। আমিষের পরিমাণ ২৭-২৯%। জাতটির জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন। হেক্টরপ্রতি ফলন ১.৫-১.৭ টন।

বারি মসুর-৩ : মসুর-৩ জাতটি একটি শংকর জাত। পাতার রং সবুজ। বীজের রং ধূসর এবং বীজে ছোট ছোট কালচে দাগ আছে। বীজের আকার স্থানীয় জাত অপেক্ষা বড়। হাযার বীজের গড় ওযন ২২-২৫ গ্রাম। ডাল রান্না হওয়ার সময়কাল ১০-১২ মিনিট। আমিষের পরিমাণ ২৪-২৬%। জাতটির জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন। ফলন হেক্টরপ্রতি ১.৫-১.৭ টন।

বারি মসুর-৪ : গাছের রং হালকা সবুজ। পত্রফলক আকারে বড় এবং পাতার শীর্ষে আকর্ষী আছে। ফুলের রং বেগুনি। বীজের আকার স্থানীয় জাত হ'তে বড় ও চেপ্টা ধরনের। বীজের রং লালচে বাদামী। হাযার বীজের ওযন ১৮-২০ গ্রাম। এ জাতটি মরিচা ও স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগ প্রতিরোধী। ডাল রান্না হওয়ার সময়কাল ১১-১৩ মিনিট। আমিষের পরিমাণ ২৪-২৬%। জাতটির জীবনকাল ১১০-১১৫ দিন। ফলন হেক্টরপ্রতি ১.৬-১.৭ টন।

বীজ বপন : ছিটিয়ে অথবা সারি করে বীজ বপন করা যায়। সারিতে বপনের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সে.মি. রাখতে হবে। বীজের পরিমাণ প্রতি হেক্টরে ৩০-৩৫ কেজি। ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ সামান্য বেশী দিতে হবে। তবে বারি মসুর-৩ এর বেলায় হেক্টরপ্রতি ৩৫-৪০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা : জমিতে শেষ চাষের সময় হেক্টরপ্রতি নিম্নরূপ সার ব্যবহার করতে হবে। হেক্টর প্রতি ইউরিয়া ৪০-৫০ কেজি, টিএসপি ৮০-৯০ কেজি, এমওপি ৩০-৪০ কেজি।

অণুজীব সার সুপারিশ মত। সমুদয় সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। যে জমিতে আগে মসুর চাষ করা হয়নি সেখানে প্রতি কেজি বীজের জন্য ৯০ গ্রাম হারে অনুমোদিত অণুজীব সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। ইনোকুলাম ব্যবহার করলে সাধারণতঃ ইউরিয়া সার ব্যবহার করতে হয় না।

সেচ ও আগাছা ব্যবস্থাপনা : বপনের ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে নিড়ানি দিয়ে একবার আগাছা দমন করা প্রয়োজন। অতিবৃষ্টির ফলে জমিতে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সেজন্য পানি বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগ ব্যবস্থাপনা :

গোড়া পচা রোগ : এ রোগে গাছ আক্রান্ত হ'লে পাতা ক্রমান্বয়ে হলদে রং ধারণ করে। আক্রান্ত গাছ ঢলে পড়ে ও শুকিয়ে যায়। মাটি ভিজা থাকলে গাছের গোড়ায় ছত্রাকের সাদা মাইসেলিয়াম ও সরিষার দানার ন্যায় স্কেলেরোসিয়াম গুটি দেখা যায়। এ জীবাণু গাছের অবশিষ্টাংশে, বিকল্প পোষক ও মাটিতে বেঁচে থাকে এবং পরবর্তী বছরে ফসল আক্রমণ করে। ভিজা স্যাঁতস্যাঁতে মাটি রোগ বিস্তারে সহায়ক।

ব্যবস্থাপনা : ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। অধিক পরিমাণে পচা জৈব সার ব্যবহার করতে হবে। ভিটাভেক্স-২০০ প্রতি কেজি বীজে ২.৫-৩.০ গ্রাম (০.২৫%) মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।

মরিচা রোগ : আক্রান্ত গাছের পাতায় বিভিন্ন আকৃতির ছোট ছোট মরিচা রংয়ের গুটি দেখা যায়। পরবর্তীতে তা গাঢ় বাদামী ও কালো রং ধারণ করে। কাণ্ডেও এ রকম লক্ষণ দেখা যায়। আর্দ্র আবহাওয়ায় এ রোগের প্রকোপ বেশী হয়।

ব্যবস্থাপনা : ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রোগ প্রতিরোধী জাত যেমন বারি মসুর-৩ ও বারি মসুর-৪ চাষ করতে হবে। টিল্ট-২৫০ ইসি (০.০৪%) ১২-১৫ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

স্টেমফাইলাম ব্লাইট রোগ : আক্রান্ত গাছের পাতায় সাদা ছত্রাকের জালিকা দেখা যায়। দূর থেকে আক্রান্ত ফসল আগুনে ঝলসানো মনে হয়। আক্রমণের শেষ পর্যায়ে গাছ কালচে বাদামী রং ধারণ করে। ভোর বেলায় পাতা এবং কাণ্ডে এক ধরনের সাদা ছত্রাক জালিকার উপস্থিতি দ্বারা সহজেই স্টেমফাইলাম ব্লাইট রোগ শনাক্ত করা যায়। বীজ, বিকল্প-শোষক, বায়ু প্রভৃতির মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে।

ব্যবস্থাপনা : ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আক্রমণ দেখা দেওয়া মাত্র রোভরাল-৫০ ডব্লিউপি নামক ছত্রাকনাশক (০.২%) ১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ফসল তোলা : মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য-চৈত্র (মার্চ) মাসে ফসল সংগ্রহ করা যায়।

গুদামজাত ডালের পোকা ব্যবস্থাপনা : পূর্ণবয়স্ক পোকা ও কীড়া উভয়ই গুদামজাত ডালের ক্ষতি করে থাকে। এ পোকা ডালের খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খেতে থাকে। ফলে দানা হাল্কা হয়ে যায়। এর ফলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

ব্যবস্থাপনা : গুদামজাত করার আগে দানা ভালভাবে পরিষ্কার করতে হয়। ডালের দানা শুকিয়ে পানির পরিমাণ ১২%-এর নিচে আনতে হবে। বীজের জন্য টন প্রতি ৩০০ গ্রাম ম্যালাথিয়ন বা সেভিন ১০% গুড়া মিশিয়ে পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। ফসটক্সিন ট্যাবলেট ২টি বড়ি প্রতি ১০০ কেজি গুদামজাত ডালে ব্যবহার করতে হয়। এ বড়ি আবদ্ধ পরিবেশে ব্যবহার করতে হয়।

বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতি : বীজ ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে আর্দ্রতার পরিমাণ আনুমানিক ১০%-এর নীচে রাখতে হবে। তারপর টিনের পাত্র ও পলিথিনসহ চটের ব্যাগ অথবা আলকাতরার প্রলেপ দেওয়া মাটির পাত্রে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে।

॥ সংকলিত ॥

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বই সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ২২০ বংশাল, ০১৮৩৫-৪২৩৪১১; আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর, ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক, ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর, ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই, ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পবলিকেশন্স, কাঁটাবন, ০১৯১৯-৯৬২৯১৯; প্রগ্রেসিভ পাবলিসার্স, বাংলা বাজার, ০১৭৮৪-০১২৯৬৪।

গাযীপুর : বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, গাযীপুর, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী, গাযীপুর, ০১৮২৫-৭৯১৮৭১; বাদশা মিয়া, ০১৭১৩-২৬৯৮৬০; মুহাম্মাদ এনামুল হক, সুমাইয়া লাইব্রেরী, মাওনা চৌরাস্তা, ০১৯২২-১৫৭৫৭৩; ছাব্বির বই বিতান, টঙ্গী ০১৮৬৪৭৮১১১৭; ছিদ্দীক বই বিতান, আমান টেক্স সংলগ্ন ০১৯২৫-৪১৮২২০।

চট্টগ্রাম : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম শাখা, পতেঙ্গা, ০১৭৩৫-৩৩৭৯৭৬।

কুমিলা : মুহাম্মাদ আব্দুলাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং, ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম, ০১৮১২০৪৩৬৭১; ইসলামী জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী, ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিলাহ লাইব্রেরী, ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।

সিলেট : আব্দুছ ছবূর, ই,সি,এস, লাইব্রেরী, সিলেট, ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫। **মাগুরা :** ইলিয়াস, ০১৯২৮-৭০৭৬৪৩।

নীলফামারী : এ.এস.এম. আব্দুস সালাম, বিদ্যা বুক হাউস, ০১৭২৮৩৪৬৩১৩; এডুকেশন সেন্টার অব ইসলাম, নাউতারা বাজার, ডিমলা ০১৭৮৩-৮৫৫৭৩২।

জামালপুর : আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর, ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।

নরসিংদী : আব্দুলাহ ইসহাক, মাধবদী, ০১৯৩২০৭২৪৯২। **বাগের হাট :** শেখ জার্জিস আহমাদ ০১৭১৩-৯০৫৩১৬।

যশোর : মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা, ০১৭২৮-৩৩৮২৮৫। **ময়মনসিংহ :** আবুল কালাম, ০১৭৬৭-৪৬৮৮০৫।

কুষ্টিয়া : শহিদুল ইসলাম, আব্দুলাহ হার্ডওয়ার, কন্দর পদিয়া, ই.বি. কুষ্টিয়া ০১৭৪৫-০৩২৪০৭। **সিরাজগঞ্জ :** মুহাম্মাদ ওয়াসিম, শাপলা লাইব্রেরী ০১৭২৮-২৪৭০৮৮। **ঝিনাইদহ :** আসাদুলাহ কিতাব ঘর ০১৭৫৩-৬৫২৮৬১; আল-আমীন টুপি ঘর, অগ্রণী ব্যাংকের নীচে, আহলেহাদীছ মসজিদের উত্তর পাশে, ডাকবাংলা বাজার, ০১৯৩৯-৭৩৫৫১৮।

খুলনা : আব্দুল মুকীত, খুলনা, ০১৯২০-৪৬০১৩১। **লালমণিরহাট :** শাহ আলম, ফাহমিদা লাইব্রেরী, মহিষখোচা, ০১৯১৬-৪৯১৭৯৮; ছালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮; তাজ লাইব্রেরী ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩।

সাতক্ষীরা : হাবীবুর রহমান, ০১৭৪০-৬২৬০৫৭; মাগফূর রহমান বাবলু, বাঁকাল, ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মলিক লাইব্রেরী, কলারোয়া, ০১৭৪৮-৯১০৮২৫।

পাবনা : শীরীন বিশ্বাস, ০১৯১৫-৭৫২৭১১; রেযাউল করীম খোকন, রূপালী কনফেকশনারী, ০১৭১৪-২৩১৩৬২; আব্দুল লতীফ, ০১৭৬১৭০৬৯৪১; হাসান আলী, জামে মসজিদ আত-তাক্বওয়া, চরমিরকামারী, ঈশ্বরদী, পাবনা, ০১৭১৮-১২০৩১৫।

মেহেরপুর : সাইফুল ইসলাম, জোনাকী লাইব্রেরী, ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজীব নগর বুকস্টল, বড় বাজার, ০১৭৫৬-৬২৭০৩১।

রংপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, মুসলিমপাড়া শাখা ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২, রেযাউল করীম, দারুসসুন্নাহ লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল রোড, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯; মতিউর রহমান (পীরগঞ্জ), ০১৭২৩-৩১৩৭৫৮। **গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা :** হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, গোলাপবাগ টিএণ্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ০১৭৩৭-৮৯৭০১১; ০১৭৩১-৪৮৫৭১৯।

দিনাজপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর, ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীর বন্দর, ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুছাদ্দিক বিলাহ, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর, ০১৭২৩-৮৮৯৯১১; সাজ্জাদ হোসেন তুহিন, ০১৭৪০-৫৬২৭২১; মীযানুর রহমান, তামীম বই ঘর, রাণীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, ০১৭৩৭-৬০৭৪৮৮; আরাফাত ইসলাম, ০১৭৫০-২৯০০৫৯; আল-আমিন লাইব্রেরী, খোলাহাটী ক্যান্টেনমেন্ট সংলগ্ন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর, ০১৭৩৫-৪৭৪০৭২।

বগুড়া : শাহীন, শাহীন লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮; মামূন, আদর্শ লাইব্রেরী, ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; আনীসুর রহমান, সেনানিবাস, ০১৭৪৯-৭৪০২৮৩; আল-মমীনা লাইব্রেরী ০১৭১৪-৯৩৮০৮৭; মমীনা অক্সফোর্ড লাইব্রেরী ০১৭১৬-৫৩৬৫৪৯।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, শিবতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ০১৭৩০-৯২৫৭৬৬; ডাঃ মহসিন, ০১৭২৪-১৩৩৬৭২; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কানসাট ০১৭৪০-৮৫৬৬০৯; ডাক-বাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রহনপুর ০১৭৩৮-৫৪৬৫১৭।

জয়পুরহাট : আল-আমীন, বটতলী বাজার, ০১৭৫৮-০৯৮৫৮০।

ঠাকুরগাঁও : আব্দুল বারী, মীম লাইব্রেরী, ০১৭১৭-০০৪১১৬; মুহাম্মাদ আবুবকর, মাকতাবাতুল হুদা, ০১৭৬০-৫৮৮১০৯; জিয়াউর রহমান, আল-ফুরকান লাইব্রেরী, হরিপুর ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪।

নওগাঁ : আফযাল হোসাইন, ০১৭১০-০৬০৪৭১; আতাউর রহমান, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ০১৭৬৫-৬৪৮১২৩; শাহজালাল লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৮৮৮৯৪; মাদরাসা লাইব্রেরী ০১৭৭০-৬৩২৮৩২। রহমানিয়া লাইব্রেরী, চকদেব ডাঃ পাড়া ০১৭৪০-৪১৫৫৮৩।

Contents

কবিতা

শক্তি করো গো দান

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

হে মহামহিম গফূর ও গফ্ফার রহীম ও রহমান!
তোমার মাঝে বিলীন হ'তে মোর শক্তি করগো দান।
দাওগো শক্তি হ'তে পারি যেন ঈমানে শক্তিধর,
তোমার প্রেমে হ'তে পারি যেন মশগূল বিশ্ব পর।
হে বিচার দিবসের মালিক রহীম ও রহমান!
তোমার প্রেমে রাঙাতে হৃদয় শক্তি করো দান।
এ বসুধার গর্বিত শক্তির কখনও না করি ভয়,
তোমার মাঝেতে নিজেকে যেন করতে পারি লয়।
যে পথে চললে খুশী থাক তুমি চালাও সে পথে মোরে
আমার হৃদয় এতটুকুও যেন কভু না যায় অন্য দ্বারে।
তুমি তো স্রষ্টা দয়ার বারিধি রাব্বুল আলামীন,
সদা জাগ্রত থাকি যেন আমি প্রতিষ্ঠায় তব দ্বীন!
জিহাদী কাফেলায় প্রথম সারিতে থাকিতে যেন গো পারি,
দুশমনের আঁটা ফন্দির কাছে কখনও যেন না হারি।
দ্বীনের পতাকা উঁচুতে উঠাতে হ'তে পারি শক্তিমান,
বদর, ওহোদ, খন্দক সমরেরর চেতনা কর গো দান।
মুতার প্রান্তরের খালিদের (রাঃ) হুঙ্কার আবার উঠুক বেজে
সাজিতে পারি যেন খালিদের (রাঃ) মত আবার নতুন সাজে।
ওগো দয়ার অসীম বারিধি রহীম ও রহমান!
তোমার পথেতে জীবন বিলাতে শক্তি করো গো দান।

রক্তের প্রতিবাদ

নাছির ফরহাদ
ধর্মদহ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

লাশে লাশে আজি ঢাকা পড়ে গেছে
আরাকানের সব ভূমি,
লড়ে লড়ে সবে নিরুপায় হয়ে
একেবারে গেল ঘুমি।
ভিজে ভিজে লাল কাফনে কাফনে
রক্তের প্রতিবাদ,
মরে কেন যাব ইহূদীর খুরে
হইনি তো উন্মাদ?
পরাজয় কভু মানতে পারি না
আজি নিব প্রতিশোধ,
ভেঙ্গে চুরে দিব যালেমের হাত
মিশে যাবে মহাক্রোধ।
ভাই হয়ে এসো ভাইয়ের শপথে
অর্পণ করি হাত,
রক্তের বারি বর্ষণ পরে
পাপী হোক কুপকাত।

দোদেল বান্দা

এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

ভাবছিস কি তুই জান্নাত পাবি
ছালাত পড়ে শুধু পশ্চিমে
দোদেল বান্দা তুই আছিস হয়ে
নাম লিখিয়ে মুসলিমে।
সিরিয়ালের ঐ নাটকে তোর
দূর্গা সরশ্বতী,
ঘরের ভিতর মূর্তিপূজা
ঈমানের করেছে ক্ষতি।
উলু ধ্বনি দেবীর অঞ্জলী
টিভির পর্দায় দেখিস,
তোর ধর্ম যে ইসলাম ছিল
কেমনে ভুলে গেছিস।
একটু খানি শোন না আমার
তিক্ত তির্যক বাণী,
আগের মতো পড়িস না কেন
পবিত্র কুরআন খানি।
যুক্তি তর্ক অযুহাত দিয়ে
ছালাত করছিস কাযা,
মনে মনে ভাবছিস এতে
কি আর হবে সাজা?
পিঞ্জর থেকে যে দিন পাখি
উড়ে যাবে তোর,
সেদিন থেকে তোর নিশি আর
হবে না কো ভোর।
কেঁদে কেঁদে সারা হবি
সময় হবে পার,
কবর মাঝে রইবি একা
চারিদিকে শূন্য আঁধার।
মারবে ভীষণ জোরে তোরে
আযাবের ফেরেশতা
শুনবে না তোর আকুতি তারা
মানবে আদেশ মহান বিধাতার।
সময় থাকতে তাই বলি ভাই
হকের পথে ফিরে আয়,
পরকালে মুক্তি পেতে
জীবন গড় অহি-র আলোয়।

হায় মন!

মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান
দারিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

কখন ফুটবে তোমার জ্ঞানের কলি, কখন হবে তোমার বোধ,
সূক্ষ্মভাবে নিবে কর্মের হিসাব, বলেছেন তিনি খোদ।
যতই থাকুক তোমার আধিপত্য সারা ভুবন জুড়ে
চিত করে শুয়াবে একদিন লম্বা চাদর মুড়ে।
ব্যস্ত সময় কাটাবে সেদিন আপন যারা আছে,
দিনে দিনে পর হবে সব কেউ রবে না কাছে।
আশেপাশে ঘুরবে মানুষ বলবে ইতিহাস,
কেউ খুড়বে কবর কেউ কাঁটবে বাঁশ।
আস্তে আস্তে এজগতে কমবে তোমার মান,
চার জনা চার কাঁদে নিয়ে যাবে গোরস্থান।
চির বিদায় জানাবে তোমায় কর্পুর গায়ে মেখে
কবর মাঝে রেখে দিবে শেষ দেখা দেখে।
একে একে সবাই ফিরবে কেউ রবে না সাথে,
দুনিয়ার প্রভাবশালী তুমি থাকবে শূন্য হাতে।
সেথায় গিয়ে কি হবে তোমার বলা মহা ভার
কিশের জন্য এ সংসারে এতই হাহাকার?
তোমার শ্রমের সম্পদে সবে করবে ভুরী ভোজ,
তুমি থাকবে আঁধার ঘরে কেউ জানবে না খোঁজ।
সেদিন তোমার কথা বলবে তুমিই, বলবে না অন্য জনে,
আটকা পড়লে পোড়াবে তোমায় কৃষ্ণ হুতাশনে।
কেন তুমি আজ আছ ভুলে, এত কিছু জেনে,
বাঁচতে হ'লে চলরে মন আল্লাহ্র হুকুম মেনে।

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইস. ইতিহাস বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. হযরত আদম (আঃ)।
২. হযরত আদম (আঃ)-এর।
৩. ৬০ হাত।
৪. হযরত ঈসা (আঃ)।
৫. হযরত নূহ (আঃ)।
৬. হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর। মু'জেযা হচ্ছে আল-কুরআন।
৭. হযরত আইয়্যুব (আঃ)।
৮. হযরত সুলায়মান (আঃ)।
৯. হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আঃ)।
১০. হযরত দাউদ (আঃ)।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. ১৪টি। ২. ২২টি।
৩. ২৫টি। ৪. ৬টি।
৫. ৭২টি। ৬. ২টি।
৭. চামড়া। ৮. লিভার।
৯. রক্তের কোষ। ১০. ডিম সেল (ডিম্ব)।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সীরাত বিষয়ক)

১. আমাদের নবীর মূল নাম এবং তাঁর পিতা-মাতা ও দাদার নাম কি?
২. রাসূলের দুধমাতার নাম কি?
৩. আমাদের নবীর মোট কয়টি নাম রয়েছে এবং সেগুলো কি কি?
৪. রাসূল (ছাঃ) কোথায়, কখন জন্মলাভ করেন?
৫. জন্মের পর কে তাঁর লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন?
৬. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাম মুহাম্মাদ রাখেন কে?
৭. কত বছর বয়সে নবীর পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করেন?
৮. নবীজীর কত বছর বয়সে তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুবরণ করেন?
৯. দাদা আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুবরণ করার পর কে তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন?
১০. নবী করীম (ছাঃ) কত বছর বয়সে চাচা আবু তালেবের সাথে শাম দেশ (সিরিয়া) সফর করেন?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানবদেহ বিষয়ক)

১. মানুষের দেহের ছোট হাড় কোনটি?
২. মানব দেহের সর্বাধিক ধমনী কি?
৩. আমাদের দেহের রক্তে কি পরিমাণ লবণ রয়েছে?
৪. হৃদপিণ্ড দৈনিক কতবার আমাদের দেহে রক্ত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রবাহিত করে?
৫. আমাদের চোখের একটি পাপড়ি কত দিন বেঁচে থাকে এবং তারপর নিজেই ঝরে পড়ে?
৬. আমাদের চোখের ওপর ভ্রূতে কতটি লোম আছে?
৭. কতগুলি নার্ভ সেল নিয়ে আমাদের দেহ গঠিত?
৮. মানুষ কিভাবে হাঁচি দিতে পারে না?
৯. পাথর থেকে মানুষের দেহের হাড় কত গুণ বেশী শক্তিশালী?
১০. খাবার খাওয়ার পর সে খাবারের স্বাদ আমাদের মুখে কত দিন পর্যন্ত থাকে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বখশী বাযার, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

ডাকবাংলা বাযার, ঝিনাইদহ ১৪ই মে মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন ডাকবাংলা বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ আসাদুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ইয়াকূব হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক রবীউল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মুজাহিদুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হাফেয মুরসালিন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ ইবাদুল ইসলাম।

রায়দৌলতপুর দক্ষিণপাড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ২৩শে মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার কামারখন্দ থানাধীন রায়দৌলতপুর দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতীন, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ওয়াসিম, 'সোনামণি'র পরিচালক আহমাদ হোসাইন ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ রাসেল মাহমূদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ নীরব ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ সাজিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র সাবেক পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়ারেছ।

দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ২৫শে মে শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার গোবিন্দগঞ্জ উপযেলাধীন দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া কছীরুউদ্দীন দারুলহুদা সালাফিইয়াহ হাফেযিয়া মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানার উদ্দ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক হাফেয ওবায়দুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কবীরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আমীনুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল কাদের।

রসূলপুর কুমেদপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ২৬শে মে রবিবার : অদ্য সকাল ৮-টায় যেলার গোদাগাড়ী উপযেলাধীন রসূলপুর কুমেদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের খত্বীব ও মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল জব্বারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মায়মূনা খাতূন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ মা'রূফ হোসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ রূহুল আমীন।

বামুন্দী, গাংনী, মেহেরপুর ২৬শে মে রবিবার : অদ্য সকাল ৮-টায় যেলার গাংনী থানাধীন বামুন্দী বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি মুহাম্মাদ জালালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান মীযান। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ তানভীরুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আরাফাত হোসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মসজিদের খতীব ও যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ ইয়াকূব আলী।

জামনগর ঘোষপাড়া, বাগাতিপাড়া, নাটোর ২৭শে মে সোমবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বাগাতিপাড়া থানাধীন জামনগর ঘোষপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও সোনামণি মারকায এলাকার সাবেক সহ-পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ কামারুয্যামান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ তামীম আহমাদ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মারিয়াম খাতূন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ রাসেল রানা।

ফুলতলা, বোদা, পঞ্চগড় ২৮শে মে মঙ্গলবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় যেলার বোদা উপযেলাধীন ফুলতলা কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাভাপতি ও ফুলতলা সোনামণি একাডেমীর প্রতিষ্ঠানের পরিচালক আমীনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মাওলানা ইদ্রীস আলম ও আশরাফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ মেহেদী হাসান, অর্থসহ হাদীছ পাঠ করে পারভেজ হাসান রিফাত ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আম্বিয়া খাতূন।

বনগাঁও, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও ২৯শে মে বুধবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় যেলার হরিপুর উপযেলাধীন বনগাঁও ইসলামিক একাডেমীতে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি যিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ছিয়াম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ রিযওয়ান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শামীম আহমাদ।

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

সম্মানিত দ্বীনী ভাই! আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে' মুছল্লীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় মসজিদটি সম্প্রসারণ করা যরূরী হয়ে পড়েছে। এ লক্ষ্যে পাঁচতলা বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে খরচ হবে প্রায় ৪ কোটি টাকা। বিশাল অংকের এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি। ছাদাক্বায়ে জারিয়ার এই অনন্য ক্ষেত্রে দান করে পরকালীন নাজাতের পথ সুগম করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন-আমীন!!

টাকা প্রেরণের হিসাব নম্বর :

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফান্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
মোবাইলঃ ০১৭১১-৫৭৮০৫৭, ০১৭১৫০০২৩৮০।

Contents

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৯

নীতিমালা

নিম্নের ৮টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১, ২, ৩, ৪, ৬ ও ৭ নং মৌখিকভাবে (প্রশ্ন লটারী পদ্ধতিতে) এবং ৫ নং গঈছ পদ্ধতিতে ও ৮ নং লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা।

প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক) : (নবীগণের পরিচয়, হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর নবুঅতকাল, হারামায়েন-এর পরিচয়, চার খলীফার নাম, কুতুবে সিত্তাহ ও জান্নাত-জাহান্নামের নামসমূহ : *আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ পৃ. ৫৯ ও ৬২)।*

২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ : (১ম পারা এবং সূরা সাজদাহ, দাহর, হুজুরাত, ছফ ও লোকমান)।

৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ছফফাত (১০০-১১১) আয়াত।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

৪. ছালাতের সংক্ষিপ্ত নিয়ম : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ পৃ. ১১-১৮)।

৫. সাধারণ জ্ঞান :

(ক) সোনামণি জ্ঞানকোষ-১-এর ইসলামী জ্ঞান (১-৭০ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (অঙ্ক), একটুখানি বুদ্ধি খাটাও/ধাঁধা (২৭-৫২ নং প্রশ্ন) এবং সংগঠন (৩৯ ও ৪৮ পৃ.)।

(খ) সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (৮১-১৪৪ নং প্রশ্ন), সাধারণ জ্ঞান (ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগ), সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ ১-২০; শিশু অধিকার ১-৬ নং প্রশ্ন), ভাষা, বুদ্ধিমত্তা (ইংরেজী ৮১ পৃ.) এবং সংগঠন বিষয়ক (১-২০ নং প্রশ্ন)।

৬. সোনামণি জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী ***(শুধু বালকদের জন্য)***।

৭. আযান : (শুধু বালকদের জন্য)

৮. হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা : ২৫ জন নবীর নাম : আরবী, বাংলা ও ইংরেজী।

৯. রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকগণের জন্য) : রচনার বিষয় : সোনামণি সংগঠনের ৫নং নীতিবাক্য (আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি)।

প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

- প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।
- ২০১৮ সালের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
- প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (২য় সংস্করণ), **জ্ঞানকোষ-২, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ** ও **আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ** সংগ্রহ করতে হবে এবং পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' সঙ্গে আনতে হবে।
- সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।
- শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।
- প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।
- প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর হবে।
- কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্র সরবরাহ করবে; তবে স্ব স্ব কলম প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে।
- কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
- শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।
- প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
- ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হবে।
- রচনা প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** অংশগহণ করতে পারবেন। রচনা স্বহস্তে লিখিত হতে হবে। অন্যের লেখা বা কম্পোজ গৃহীত হবে না। শব্দ সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ ও সর্বনিম্ন ৯০০ হতে হবে। যা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে কেন্দ্রে পৌছাতে হবে। রচনার ফটোকপি নিজের কাছে রাখতে হবে।

প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা	**: ৪ঠা অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
২. উপযেলা	**: ১১ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৩. যেলা	**: ১৮ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়	**: ৭ই নভেম্বর**	**(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।**

উল্লেখ্য যে, শাখা, উপযেলা ও যেলার প্রতিযোগিতার তারিখ অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবে অনিবার্য কারণে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হ'তে পারে।

প্রবাসী সোনামণিদের প্রতিযোগিতা প্রবাসী **'আন্দোলন'**-এর সভাপতি কর্তৃক একই নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে ও সেখানেই তাঁরা পুরস্কার দিবেন। তবে প্রবাসী প্রতিযোগীদের নাম-ঠিকানা কেন্দ্রীয় পরিচালক **'সোনামণি'** বরাবর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাবেন।

যোগাযোগ : মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩; ০১৭২৬-৩২৫০২৯

Contents

স্বদেশ

স্বর্ণের পাশাপাশি কপার, নিকেল ও ক্রোমিয়ামেরও উপস্থিতি

দিনাজপুরের হিলিতে লোহার খনি আবিষ্কার

দিনাজপুরের হাকিমপুর উপযেলার ইসবপুর গ্রামে লোহার আকরিকের (ম্যাগনেটাইট) খনি আবিষ্কার করেছে বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপতর (জিএসবি)। দুই মাস ধরে কূপ খনন করে অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর গত ১৮ই জুন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন জিএসবির কর্মকর্তারা। তারা জানান, সেখানে ভূগর্ভের ১ হাযার ৭৫০ ফুট নীচে ৪০০ ফুট পুরুত্বের লোহার একটি স্তর পাওয়া গেছে। যা দেশের জন্য একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা এবং বাংলাদেশে প্রথম আবিষ্কার। জানা গেছে, বিশ্বের যে কয়েকটি দেশে লোহার খনি আবিষ্কার হয়েছে, সেসব খনির লোহার মান ৫০ শতাংশের নীচে। আর বাংলাদেশের লোহার মান ৬৫ শতাংশের উপরে। এর ব্যাপ্তি রয়েছে ৬-১০ বর্গ কিলোমিটার পর্যন্ত। এখানে কপার, নিকেল ও ক্রোমিয়ামেরও উপস্থিতি রয়েছে। ১১৫০ ফুট গভীরতায় চুনাপাথরেরও সন্ধান মিলে। বহুকাল পূর্বে এখানে সমুদ্র ছিল। সেই কারণে এখানে জমাট বাঁধা আদি শিলার ভেতরে লোহার আকরিকের এ সন্ধান পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে নবাবগঞ্জ উপযেলার দীঘিপাড়া ও ফুলবাড়ীতে আবিস্কৃত হয়েছে এশিয়ার সর্ববৃহৎ কয়লা খনি। কিন্তু তা এখনও আলোর মুখ দেখেনি। আলোর দেখা পায়নি জয়পুরহাটের চুণাপাথরের খনি। এই অঞ্চলেরই পঞ্চগড়ে শালবাহান তেল খনি তেল উত্তোলন শুরুর আগেই ঢালাই দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল খনির মুখ। তাই মানুষের দাবী হিলির লোহার খনির অবস্থা যেন ঐগুলির মত না হয়।

[আলহামদুলিল্লাহ! এটি বান্দার প্রতি আল্লাহর অপার অনুগ্রহের অংশ। এক্ষণে সরকারের কর্তব্য, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য হা পিত্যেশ বন্ধ করা এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। সেই সাথে প্রয়োজন কঠোর হস্তে দুর্নীতি দমন ও আল্লাহর দেওয়া সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও তার সুষম বণ্টন (স.স.)]

দাখিল পাশ মাদ্রাসা ছাত্রের কৃতিত্ব

কম্পিউটার, মিনি কপ্টার ও উড়োজাহায তৈরি

মাত্র দুই হাযার টাকায় মিনি কম্পিউটার তৈরি করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে নেত্রকোনার মদন উপযেলার বাড়িভাদেরা গ্রামের মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান খন্দকারের ছেলে ক্বামারুযযামান আল-হাদী। সে এবার স্থানীয় জাহাঙ্গীরপুর ফাযিল মাদ্রাসা থেকে জিপিএ ৪.৩০ পেয়ে দাখিল পাস করেছে। এখন ভালমানের কোন পলিটেকনিকে ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন করেছে। শুধু কম্পিউটার নয়, তার উদ্ভাবনের মধ্যে রয়েছে মিনি হেলিকপ্টার ও মিনি উড়োজাহায। নিজ বাড়িতে কম্পিউটার ব্যবহারে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে সে নিজেই তা সারিয়ে নিত। কম্পিউটার মেরামতে দক্ষ হয়ে উঠলে একপর্যায়ে তার মাথায় আসে নিজেই সে কম্পিউটার তৈরি করবে। সেই ভাবনা থেকেই মাত্র ছয় মাস চেষ্টার পর অবশেষে সে সফলতা লাভ করে। ক্বামারুযযামান প্রাথমিকভাবে মোবাইলের মনিটর ব্যবহার করে টিনের তৈরি সিপিইউর বক্স বানিয়ে তাতে মোবাইলের মাদারবোর্ড ব্যবহার করে সিপিইউর সংযোগ দিয়ে হাতে লেখা অক্ষর প্রতিস্থাপন করে তৈরি করে কী-বোর্ড। আর পরিত্যক্ত সিডির চাকা ও টিনের আবরণের মধ্যে তার সংযুক্ত করে তৈরি করে মাউস। টিনের তৈরি সিপিইউ থেকে একটি তারে সাউন্ডবক্সের সংযোগ দেয়া হয়। মোবাইলে ব্যবহৃত ব্যাটারির মাধ্যমে চলে তার তৈরি এই মিনি কম্পিউটারে অডিও, ভিডিও এমএস ওয়ার্ড ও ইন্টারনেট প্রোগ্রাম। একবার ব্যাটারি চার্জ দিলে অন্তত ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা চালানো যায় তার এই রিচার্জিং মিনি কম্পিউটার। ছোট আকারের এই কম্পিউটার তৈরিতে খরচ হয়েছে মাত্র দুই হাযার টাকা। তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হ'লে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে স্বল্প টাকায় উন্নতমানের কম্পিউটার বাযারজাত করা সম্ভব। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে সে উদ্ভাবন করেছে সেচপাম্প, মিনি হেলিকপ্টার ও মিনি উড়োজাহায। ২০১৬ সালে প্রথমে সে মিনি সেচপাম্পটি মাত্র দুই শ' টাকা খরচ করে তৈরি করে। এর এক বছর পর মিনি হেলিকপ্টার ও ২০১৮ সালে মিনি উড়োজাহায তৈরি করে যেলাপর্যায়ে বিজ্ঞানমেলায় অংশগ্রহণ করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

[এই বিজ্ঞানী প্রতিভাকে আমরা অভিনন্দন জানাই। আল্লাহ তাকে আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল জানার শক্তি আরও বাড়িয়ে দিন। সে যেন একজন ঈমানদার বিজ্ঞানী হিসাবে সমাজে অবদান রাখতে পারে, সেজন্য আল্লাহর নিকট দো'আ করি (স.স.)]

গাছ থেকে সারাক্ষণ বৃষ্টি ঝরছে

দিনাজপুরের বিরল উপযেলার ভারতীয় সীমান্তবর্তী ধুলাপাথার এলাকার বনে চারটি গাছের সন্ধান মিলেছে, যেগুলো থেকে সব সময় ঝিরঝির করে পানি ঝরছে। গাছগুলোর প্রতিটি নতুন কাণ্ডের পাশের ডালের বাকলের ফাটা অংশ দিয়ে এই পানি বের হচ্ছে। যা ঝিরঝির বৃষ্টির মতো মনে হয়। তবে অস্বাভাবিকতা হ'ল, এই পানি বের হচ্ছে একধরনের স্প্রে করার মতো চাপ দিয়ে। প্রথমে স্থানীয় কয়েকজন লোক এই গাছ দেখেন। পরে বৃষ্টি ঝরা গাছটিকে নিয়ে মানুষের মধ্যে কৌতুহলের সৃষ্টি হয়। গাছটি দেখার জন্য প্রতিদিন দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন যাচ্ছেন বনের ভেতরে। গাছটির বিষয়ে জানতে পেরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ডাল-পাতাসহ নমুনা সংগ্রহ করেছে দিনাজপুর সরকারি কলেজের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের একটি দল। ইতিমধ্যে গবেষণা কার্যক্রমও শুরু করেছে তাঁরা।

উদ্ভিদবিষয়ক গবেষক, লেখক ও দিনাজপুর সরকারি কলেজের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক দেলোয়ার হোসাইন বলেন, ইতিমধ্যেই গাছের পাতা ও ডালসহ বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছেন তিনি। একই সঙ্গে গাছটির প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনগুলো খুঁটিয়ে দেখা শুরু করেছেন। যে কয়েকটি গাছ থেকে অনবরত বৃষ্টির মতো পানি ঝরছে, এটি গাটেশন প্রক্রিয়া। তবে যে পরিমাণে পানি বের হচ্ছে, তা অস্বাভাবিক। এই দ্রুতগতিতে পানি বের হওয়া নিয়ে বাংলাদেশে গবেষণা হয়েছে, এমন তথ্য জানা নেই।

[আল্লাহর সৃষ্টি বিষয়ে মানুষ বহু কিছু জানে না। সে কারণেই তিনি বলেছেন, তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর এবং দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন (আনকাবূত ২৯/২০)]

৭০ মামলার দিনমজুর আসামীর আদালতে হাযিরা

হয়রানিমূলক ৭০টি মামলা মাথায় নিয়ে দিনমজুর সাইফুল ইসলাম গত ২৬শে মে রোববার রাজশাহীর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাযিরা দেন। তিনিসহ এই মামলার ১৯ আসামি সেদিন উপস্থিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ১০ জন নারী। পাঁচজনের কোলেই ছিল শিশুসন্তান। এই অসহায় নারী-পুরুষদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা মামলার বাদীকে মারধর করার হুমকি দিয়েছে। কাজ ফেলে কোলে শিশুসন্তান নিয়ে এই অসহায় মানুষগুলো মামলার হাযিরা দিতে তানোর থেকে রাজশাহীর আদালতে উপস্থিত হ'লেও মামলার বাদীর কোন হদিস পাওয়া যায়নি। গত ২৬শে মে যে মামলায় তারা হাযিরা দিতে আসে, সেই মামলার বাদী হচ্ছে তানোরের মুন্ডুমালা পৌর এলাকার করিমপুর চোরখোর মহল্লার হাফেয মোড়লের ছেলে বাদেশ। এভাবে দেশের ১২টি যেলায় সাইফুল

ইসলাম ও তার পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক ৭০টি মামলা করা হয়েছে বলে তাদের অভিযোগ। একই সঙ্গে তিনটি মামলায় গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হওয়ার খবর শুনে সাইফুল ইসলামের বড় ভাই তাইফুর রহমান হার্ট এ্যাটাক করে গত ১৫ই মে মারা গেছে।

অভিযোগ রয়েছে, দিনমজুর সাইফুল ইসলামকে ভিটাবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য চাঁপাই নবাবগঞ্জের আলীনগরের শফীকুল ইসলাম নামে-বেনামে ও অন্যদের দিয়ে এসব মামলা করেছে। শফীকুলের ভাই রফীকুল ইসলাম পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে। এ নিয়ে ২৪শে মে প্রথম আলোতে '৯ শতক জমির জন্য ১২ যেলায় ৭০ মামলা দিনমজুরের বিরুদ্ধে' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপর ব্র্যাকের মানবাধিকার আইন সহায়তা কর্মসূচীর কর্মকর্তারা তানোরের মুন্ডুমালা পৌর এলাকার হাসনাপাড়া চোরখোর মহল্লায় সাইফুলের বাড়িতে যান। তারা এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হন যে, মামলাগুলোর সবই মিথ্যা ও হয়রানিমূলক। তারা সাইফুলের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এসব মামলায় আইনী সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দেন।

উল্লেখ্য, গত দুই বছরে মোট ৭০টি মামলা হয়েছে সাইফুল ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে। এর মধ্যে ২৫টি মামলা হয়েছে রাজশাহীর বাইরে ১০টি যেলায়। ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও নরসিংদীতে চারটি করে। নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জে দু'টি করে। আর চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নাটোর, নওগাঁ ও পাবনায় একটি করে মামলা হয়েছে।

[এইসব মামলার হোতা ঐ নরপিশাচকে ধরে এনে সরকারের উচিৎ দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কার্যকর করা। নইলে এইভাবে মামলা চালিয়ে কোন লাভ হবে না। আর এটাও বাস্তব যে, ঐ ইবলীসটা যদি প্রভাবশালী হয়, তাহলে মামলায় তার কোন শাস্তি হবে না। তাই আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন মযলূমকে গায়েবী মদদ করেন (স.স.)]

বাংলাদেশে নদীর পানিতে ৩০০ গুণ বেশী এন্টিবায়োটিক দূষণ

বিশ্বজুড়েই নদীর পানিতে এন্টিবায়োটিক দূষণ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিপদসীমার অনেক উপরে এ দূষণ। যেসব দেশে এই দূষণ সর্বোচ্চ তন্মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশে একটি স্থানের নদীর পানিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এন্টিবায়োটিক মেট্রোনিডাজল দূষণ নির্ধারিত সীমার ৩০০ গুণ বেশী। এছাড়া একই রকম দূষণ বিরাজ করছে কেনিয়া, ঘানা, পাকিস্তান ও নাইজেরিয়ার নদীগুলোর পানিতে। হেলসিংকিতে গবেষকদের একটি গবেষণায় এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে গত ২৭শে মে। ঐ গবেষণায় বিজ্ঞানীরা বলেছেন, বিশ্বজুড়ে নদীর পানিতে বিপদজনকভাবে এন্টিবায়োটিক দূষণ ঘটেছে। নির্ধারিত সীমার ৩০০ গুণ উপরে রয়েছে এই দূষণ। পরিবেশগত বিষক্রিয়া বিষয়ক ঐ সম্মেলনে বিজ্ঞানীরা বলেন, তারা ৭২টি দেশের নদ-নদী থেকে ৭১১টি নমুনা সংগ্রহ করেছেন। তার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশে অভিন্ন এন্টিবায়োটিক দূষণ পাওয়া গেছে। কমপক্ষে ১০০ বায়োটেক এবং ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীর সমন্বয়ে গড়ে উঠা একটি গ্রুপ হ'ল এএমআর ইন্ডাস্ট্রি এলায়েন্স। তারাই নিরাপত্তার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত নমুনায় দেখা গেছে সেই সীমা অতিক্রম করেছে। বিশেষ করে এসব পানিতে মানুষ ও পশু-পাখির ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ রোধে ব্যবহৃত এন্টিবায়োটিক পাওয়া গেছে সীমার অনেক উপরে।

[মানুষের অপকর্মেই এসব ঘটছে। অতএব সর্বাগ্রে মানুষকে সচেতন ও সংশোধিত হতে হবে এবং আল্লাহ্র ভয়ে সংশ্লিষ্টদের তওবা করতে হবে। আল্লাহ এইসব মানুষকে হেদায়াত দিন (স.স.)]

বিদেশ

স্বর্ণ মওজুদে শীর্ষ ১০ দেশ

স্বর্ণ মওজুদে সর্বশীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র আর দশম অবস্থানে রয়েছে ভারত। এক্ষেত্রে অনেক বছর ধরেই বিশ্বব্যাপী সর্বোচ্চ অবস্থানে আছে যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমানে দেশটির মওজুদের পরিমাণ মোট ৮,১৩৩ দশমিক ৫ টন। ইউরোপীয় দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী স্বর্ণের মওজুদ আছে জার্মানিতে। দেশটির মোট স্বর্ণের মওজুদ ৩,৩৭১ টন। ২০১৭ সালে দেশটি ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের দু'টি ব্যাংক থেকে ৬৭৪ টন স্বর্ণ দেশে ফিরিয়ে এনেছে। বহু বছর ধরে একই পরিমাণ স্বর্ণের মওজুদ বজায় রেখেছে ইতালি। বর্তমানে তাদের মওজুদের পরিমাণ ২,৪৫১ দশমিক ৮ টন। স্বর্ণ মওজুদে চতুর্থ স্থানে আছে ফ্রান্স। বর্তমানে দেশটির স্বর্ণ মওজুদের পরিমাণ মোট ২,৪৩৬ টন। পঞ্চম স্থানে আছে রাশিয়া। তাদের মওজুদ মোট ১,৯০৯ দশমিক ৮ টন। ২০১৭ সালে ২২৪ টন স্বর্ণ কেনার কারণে চীনকে টপকাতে পেরেছে রাশিয়া। সুইজারল্যান্ডের স্বর্ণের মওজুদ আছে ১ হাযার ৪০ টন। মওজুদের পরিমাণের বিচারে সপ্তম অবস্থানে থাকলেও মাথাপিছু মওজুদের ক্ষেত্রে দেশটি এক নম্বরে আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইউরোপের স্বর্ণ বেচাকেনার প্রধান কেন্দ্র ছিল সুইজারল্যান্ড, একই সাথে মিত্রশক্তি ও অক্ষশক্তি উভয়ের লেনদেন ছিল তাদের সাথে। বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ অর্থনীতির দেশ জাপানে স্বর্ণের মওজুদ আছে ৭৫৬ দশমিক ২ টন। ২০১৬ সালে স্বর্ণ রিজার্ভে সুদের হার শূন্যতে নামিয়ে আনে দেশটি, যার ফলে বিশ্বব্যাপী স্বর্ণের আদান-প্রদান বেড়ে যায়। নেদারল্যান্ডসের প্রধান ব্যাংকে মওজুদ আছে ৬১২ দশমিক ৫ টন স্বর্ণ। সম্প্রতি ব্যাংকটি বিপুল স্বর্ণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত এনেছে। ভারতীয়দের স্বর্ণের প্রীতি সর্বজনবিদিত। পৃথিবীতে স্বর্ণের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোক্তাও এ দেশটি। স্বর্ণ মওজুদে দশম স্থান অধিকারী ভারতে বর্তমানে ৫৬০ দশমিক ৩ টন স্বর্ণের মওজুদ আছে।

পেটে ১১৬ পেরেক

রাজস্থানের কোটারবুন্দি সরকারী হাসপাতালে ভোলা শঙ্কর (৪২) নামে এক ব্যক্তির পেটে অস্ত্রোপচারের পর ১১৬টি পেরেক বের করেছেন চিকিৎসকরা। এর সাথে পাওয়া গেছে আরো লোহার তার ও পাত। দেড় ঘণ্টার অপারেশন শেষে এসব ধাতব বস্তু বের করা হয়। এ বিষয়ে চিকিৎসক অনিল সাইনি জানান, গত ১২ই মে রবিবার পেটের ব্যথা নিয়ে ভোলা আমাদের কাছে আসে। প্রথমে এক্স-রে করে ঐ রোগীর পেটে পেরেকজাতীয় বস্তুর উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। বিষয়টি নিশ্চিত হ'তে তাকে সিটিস্ক্যান করতে বলা হয়। সেই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এসব ধাতব বস্তু বের করা হয়। তিনি জানান, পেরেকের বেশির ভাগের দৈর্ঘ্য সাড়ে ছয় সেন্টিমিটার। অপারেশনের পর রোগী সুস্থ আছেন। ভোলা শঙ্কর পেশায় মালি। তবে এসব পেরেক কিভাবে তার পেটে গেল সে বিষয়ে কিছুই বলতে পারছে না সে। এমনকি তার পরিবারের লোকজনও এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। এর আগে কলকাতাতেও এমন এক ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে এক ব্যক্তির পেট থেকে আড়াই সেন্টিমিটার লম্বা বেশ কয়েকটি পেরেক উদ্ধার করা হয়। এছাড়া ২০১৭ সালের জুলাইতে সেখানকারই বদ্রীলাল নামে এক ব্যক্তির পেট থেকে ১৫০টি সুচ ও পেরেক বের করা হয়।

[বিজ্ঞানীদের আশু কর্তব্য হ'ল এর কারণ খুঁজে বের করা। কেননা যদি এটা খাদ্যের বা পানির কারণে হয়, তাহ'লে অন্য দেশেও এটা হ'তে পারে। অতএব কারণ উদঘাটন করলে সবাই উপকৃত হবে (স.স.)]

চিনিযুক্ত ফলের রস পানে মৃত্যু ডেকে আনে

নতুন একটি গবেষণায় জানা গেছে মিষ্টিযুক্ত ফলের রস পানকারীদের মৃত্যুঝুঁকি বেশী। কয়েক হাযার মানুষের মধ্যে পরিচালিত গবেষণা ফল এটি। এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বলেন,

গবেষণাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দৈনিক দেড় শ' মিলি লিটারের এক গ্লাস ফলের রস পানে তেমন কোন সমস্যা হবে না। আমেরিকান জার্নাল অব দ্য মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনে (জেএএমএ) গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের গবেষকরা প্রথমবারের মতো শতভাগ ফলের রসের সাথে চিনিযুক্ত কোলা অথবা লেমনেড জাতীয় পানীয় (বেভারেজ) পানকারীদের মধ্যে একটির সাথে আরেকটির তুলনা করে গবেষণাটি করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এমোরয় ও কর্নেল ইউনিভার্সিটির গবেষকরা জানান, বেশী মাত্রার সোডা পানকারীর মৃত্যুর ঝুঁকি ১১ শতাংশ এবং বেশী মাত্রায় ফলের রস পানকারীর মৃত্যুঝুঁকি রয়েছে ২৪ শতাংশ। গবেষকেরা যুক্তরাষ্ট্রের মোট ১৩ হাযার ৪৪০ জনের ওপর এ গবেষণাটি পরিচালনা করেন। প্রশ্নের মাধ্যমে চিনিযুক্ত সোডাজাতীয় পানীয় (বেভারেজ) পানকারী ও শতভাগ ফলের রস পানকারীদের তথ্য জেনে নিয়েছেন। গত ছয় বছরের ফলোআপ কর্মসূচীর মাধ্যমে গবেষকেরা এই ১৩ হাযার ৪৪০ জনের মধ্যে দেখতে পান যে এক হাযার জন মারা গেছেন এবং এদের ১৬৮জন মারা গেছেন করোনারি হার্ট ডিজিজে। গবেষণায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে ৮.৪ শতাংশ ক্যালোরি পেয়েছে চিনি জাতীয় পানীয় থেকে এবং ৪ শতাংশ ক্যালরি পেয়েছে শত ভাগ জুস পান থেকে। যে ১১ শতাংশের মৃত্যুঝুঁকি খুঁজে পেয়েছেন গবেষকরা, এদের প্রত্যেকেই অতিরিক্ত ১২ আউন্স চিনি গ্রহণ করেছে। আবার ২৪ শতাংশ মৃত্যুঝুঁকি যাদের তারা অতিরিক্ত ১২ আউন্সের বেশী ফলের রস গ্রহণ করেছেন। আটলান্টার এমোরয় ইউনিভার্সিটি ও নিউইয়র্কের কর্নেল ইউনিভার্সিটির গবেষকেরা বলেন, এই গবেষণাটির ফল থেকে এটিই সুপারিশ করা যায় অতিমাত্রায় সোডাজাতীয় পানীয় ও ফলের রস মৃত্যু ডেকে আনে।

১০৬ ভাষায় দক্ষ ৮ বছরের শিশু

ভারতের চেন্নাইয়ের ৮ বছর বয়সী নিয়াল থোগুলুভা ১০৬টি ভাষা লিখতে ও পড়তে পারে। নেট দুনিয়ার জ্ঞানভাণ্ডার ও ইউটিউবকে কাজে লাগিয়ে সে এই অসাধ্য সাধন করেছে। ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়ালের এই মেধা তাক লাগিয়ে দিয়েছে বিশ্বকে। ভারতে প্রচলিত প্রধান ভাষাগুলো শেখার পাশাপাশি ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক অ্যালফাবেট (আইপিএ) শিখেছে সে। শুধু তাই নয়, নিজে শেখার পাশাপাশি পিতা-মাতাকেও বিভিন্ন ভাষার উচ্চারণ রীতি শিখিয়েছে। এতগুলো ভাষা শেখা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমকে নিয়াল জানিয়েছে, 'আমি এখন ১০৬টির বেশী ভাষা পড়তে ও লিখতে পারি এবং ১০টিতে স্বাচ্ছন্দ্যে কথা বলতে পারি। বর্তমানে আরো পাঁচটি ভাষা শেখার চেষ্টা চালাচ্ছি'। তবে ভাষার প্রতি তার আগ্রহ কিভাবে জন্মালো তা সে জানে না। এই বয়সে ভাষার ওপর ছেলের এমন দখলে খুশি নিয়ালের পিতা শঙ্কর নারায়ণ। সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন, গত বছরের শুরুর দিকে নিয়ালের ভাষার প্রতি আগ্রহ জন্মায়। তারপর থেকেই সে নিরলসভাবে একের পর এক ভাষা শিখে চলেছে।

[আল্লাহ্‌র সৃষ্টি রহস্য আয়ত্ত করা বান্দার ক্ষমতার বাইরে। ইতিপূর্বে ঈসা (আঃ) মাতৃক্রোড়ে স্বাচ্ছন্দ্যে কথা বলে তার কওমকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। অতএব আল্লাহ্‌র অপার করুণা ও অসীম ক্ষমতার প্রতি অটুট বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁর শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য (স.স.)]

পা দিয়ে বিমান চালান পাইলট

যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনায় দু'হাত ছাড়াই জন্ম নেয় জেসিকা কক্স। হাত ছাড়াই দৈনন্দিন সব কাজ করে যাচ্ছে সে। এমনকি পাইলট হিসাবে বিমান চালিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সবাইকে। কুংফুতে ব্ল্যাক বেল্টও অর্জন করেছে সে। নিজের অদম্য দৃঢ়বল সম্পর্কে জেসিকা বলে, আমি কখনো বলি না যে, আমি পারব না। আমি শুধু বলি, হয়তো আমি এখনো বিষয়টি নিয়ে সেভাবে কাজ করতে পারিনি। জন্মের পর যখন আমি বুঝতে শিখেছি যে, আমার হাত নেই তখন থেকে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছি। জন্মের পর পিতা-মাতা খুবই হতাশ হয়েছিলেন; কিন্তু তারাও আমাকে কখনো বুঝতে দেননি যে, আমার দু'টি হাত নেই। অন্যরা আমার দিকে একটু অন্যভাবে তাকাত এবং তাদের কেউ কেউ কখনো কখনো নেতিবাচক মন্তব্যও করত। কিন্তু আমি তাদের নেতিবাচক মন্তব্যকে সব সময় ভাল মন্তব্য হিসাবে দেখতাম। কখনো কষ্ট পেতাম না। এটাই আমাকে লড়াকু করে তুলেছে। জেসিকা আরো বলে, ছোটবেলা থেকেই আমার মধ্যে বিমান চালানো সম্পর্কে একধরনের ভীতি এবং আকর্ষণ দুই-ই কাজ করত। তবে তিন বছর আগে যখন একজন পাইলট আমাকে বিমান চালানো সম্পর্কে উৎসাহিত করলেন তখন থেকে আমার ভীতি কেটে গেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম, তিনি হয়তো আমার সাথে মজা করছেন; কিন্তু পরে বুঝতে পারি তিনি সত্যি সত্যি বিমান চালানো শেখানোর বিষয়ে আন্তরিক। তিনি আমাকে বিমান চালনা শেখানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। এটিকে তিনি একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে নেন। তিন বছরের প্রচেষ্টায় জেসিকা কক্স এখন হালকা বিমান চালানোর লাইসেন্স পেয়েছে। হাত ছাড়া বিমান চালনা খুবই বিপজ্জনক বলে অনেকেই তাকে নিরুৎসাহিত করলেও দমে যায়নি জেসিকা কক্স। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রতি জেসিকা বলে, নিজের প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার অনেক উপায় রয়েছে। নিজের মধ্যে অদম্য স্বপ্ন আর শক্তি থাকলে সব কিছুই জয় করা সম্ভব। তোমরাও যে পারবে, তার প্রমাণ আমি নিজে।

[আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ভরসা রেখে অদম্য স্পৃহা নিয়ে এগিয়ে গেলে আল্লাহ তা সফল করেন (স.স.)]

পথশিশুদের ভিক্ষা দেয়া নিষিদ্ধ

উগান্ডায় একটি আইন পাস করা হয়েছে, যার ফলে এখন থেকে রাজধানী কাম্পালায় পথশিশুদের খাবার বা টাকা দান করা আইনত অবৈধ। কাম্পালার লর্ড মেয়র এরিয়াস লুকওয়াগো জানিয়াছেন, ব্যবসায়িক কাজে এবং যৌন ব্যবসায় শিশুদের ব্যবহার কমানোর উদ্দেশ্যে এই আইনটি পাস করা হয়েছে। উগান্ডার সরকারী হিসাব অনুযায়ী, কাম্পালার রাস্তায় ৭ থেকে ১৭ বছর বয়সী প্রায় ১৫ হাযার পথশিশু বসবাস করে। এই আইনের বিধি অমান্যকারীদের সর্বোচ্চ ৬ মাসের কারাদণ্ড বা ১১ ডলার পর্যন্ত জরিমানা করা হ'তে পারে। বিবিসির উগান্ডা প্রতিনিধি ডিয়র জেয়ান জানান, গ্রাম থেকে অনেক শিশুকেই শহরে নিয়ে আসা হয় এবং জোর করে তাদের দিয়ে নানা রকম কাজ করানো হয়ে থাকে। এই ধরনের ব্যবসা থামাতে এই নতুন আইনের অধীনে ভিক্ষা করা বা শিশুদের দিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা চালানো আইনত অবৈধ হিসাবে বিবেচিত হবে। কাম্পালার মেয়র লুকওয়াগো বলেছেন, যেসব অভিভাবক এবং শিশু পাচারকারী শিশুদের পেছনে ছুটছে, তাদের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে এই আইন। যেসব পিতা-মাতাকে সন্তানদের রাস্তায় ভিক্ষা করতে বা রাস্তায় কাজ করতে দেখা যাবে, তাদেরকেও শাস্তির আওতায় আনা হবে।

'জয় শ্রী রাম' না বলায় পিটুনী ও একজনকে গুলি

ভারতে 'জয় শ্রী রাম' না বলায় এক মুসলিম যুবককে পিটুনী এবং নিজের নাম বলায় অপর এক মুসলমান যুবককে গুলি করা হয়েছে। মাথায় টুপি পরার অপরাধে মুহাম্মাদ বরকত নামের এক মুসলমানকে পিটিয়েছে কয়েকজন যুবক। গত ২৬শে মে ২২শে রামাযান রোববার রাতে ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের গুরুগ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে। লাঞ্ছনার শিকার ২৫ বছর বয়সী ঐ যুবক ফজরের ছালাত শেষে বাড়ি ফিরছিল। এসময় তার মাথায় টুপি ছিল। যা দেখে গুরুগ্রামের সর্দার বাজারের কাছে পাঁচ-ছয় জন যুবক তাকে ঘিরে ধরে। ছালাতের কথা বলার পরই ঐ যুবকরা তার টুপি খুলে নেয় এবং বরকতকে চড়-থাপ্পড় মারে। এছাড়া তাকে 'জয় শ্রী রাম' বলতে বলা হয়। এমনকি শূকরের গোশত খাওয়ানোরও হুমকি দেয়া হয়। গুরুগ্রামে টেইলারিং শিখতে আসা বরকত বলে যে,

আমি 'জয় শ্রী রাম' বলতে অস্বীকার করলে তারা আমাকে শূকরের মাংস খাওয়ানোর হুমকি দেয়। অতঃপর তারা লাঠি নিয়ে আমাকে পেটাতে থাকে এবং কিল-ঘুষি ও লাথি মারতে থাকে।

অপর এক ঘটনায় এক মুসলিম যুবক নিজের নাম বলায় গুলিবিদ্ধ হয়েছে। গত ২৬শে মে রোববার ভারতের বিহারের বেগুসরাই যেলায় এ ঘটনা ঘটেছে। যুবকের নাম মুহাম্মাদ কাসিম। জানা যায়, ব্যবসায়িক কাজে কাসিম তার মোটরসাইকেলে করে পাশের গ্রাম কুম্ভিতে যান। ঐ গ্রামের রাজিব যাদব নামের এক ব্যক্তি তার নাম জিজ্ঞেস করে। এসময় কাসিম তার নাম বললে যাদব তাকে গুলি করে এবং বলে তোমার পাকিস্তানে চলে যাওয়া উচিত। কাসিম আরো বলেন, রাজিব একবার গুলি চালানোর পর আবার তার বন্দুকে গুলি ভরতে শুরু করে। তখন আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে আসি। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে কাসিম।

[হায় মুসলমান! তোমরা আর কত নির্যাতিত হবে? আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করি, হে আল্লাহ! তুমি যালেমদের প্রতিশোধ নাও এবং মযলূম মুসলিম ভাই-বোনদের হেফাযত কর! তুমি তাদের ঈমান বৃদ্ধি কর এবং ছবর করার তাওফীক দাও! (স.স.)]

রামাযানে নতুন মাত্রার নির্যাতনের শিকার উইঘুর মুসলিমরা

ইফতারের আগে না খেলে শাস্তি

পবিত্র রামাযানের ইসলামী রীতির বিরুদ্ধে গিয়ে চীনা কর্তৃপক্ষ দেশটির উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকদের ইফতারের আগেই খেতে বাধ্য করেছে, না খেলে নেমে আসে শাস্তির খড়্গ। মিউনিখভিত্তিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড উইঘুর কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট দোলকুন ঈসা বলছেন, ব্যাপারটা খুবই কষ্টদায়ক, আমাদের সম্মানে সরাসরি আঘাতও বটে। চীনের পশ্চিমাঞ্চলের শিনজিয়াং প্রদেশের মুসলিমদের কিভাবে রামাযান মাসে দিনের বেলা রেস্তোরাঁ খুলে রাখতে বাধ্য করা হয় এবং চীনা মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দুপুরের খাবারের বিরতির সময় সেখানে কর্মরত উইঘুর শ্রমিকদের খেতে বাধ্য করা হয়, তাও উঠে এসেছে ঈসার কথায়। সম্প্রতি পেন্টাগনের এক কর্মকর্তা হিসাব করে দেখেছেন শিনিজিয়াংয়ের বিশাল বিশাল সব বন্দিশিবিরগুলোতে প্রায় ৩০ লাখ উইঘুর মুসলিমকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। চীন সরকার বলছে এগুলো আসলে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, উগ্রবাদ থেকে দূরে রাখতে এ পদক্ষেপ। তবে সেখানে যারা রয়েছেন তাদের পরিবারের সদস্যরা বলেন ভিন্ন কথা। পশ্চিমা দেশ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে, এটা আসলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জাতিটিকে নির্যাতনের একটা নিয়মতান্ত্রিক প্রয়াস এবং তাদের ইসলাম বিচ্যুত করার চেষ্টা। পুরুষদের অনেককে জোরপূর্বক দাড়ি কাটানো এবং নারীদের হিজাব পরার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। অনেক মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়েছে। গোটা শহরের ওপর রয়েছে সার্বক্ষণিক নযরদারী এবং রামাযানে যেসব নিয়ম-কানূন রয়েছে সেগুলো ভাঙার প্রবণতাও এ বছর বাড়ানো হয়েছে।

[অত্যাচারী ধ্বংস হবেই। হে মুসলিম! ধৈর্যধারণ কর (স.স.)]

ক্রাইস্টচার্চে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য

নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চ হামলায় হতাহতদের সহায়তার অংশ হিসাবে তাদের প্রায় ৭০ হাযার মার্কিন ডলার প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন সম্প্রতি 'ডিম বালক' হিসাবে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি পাওয়া অস্ট্রেলীয় কিশোর উইলি কনোলি। গত ২৮শে মে মঙ্গলবার স্থানীয় সময় রাতে কনোলি তার ইনস্টাগ্রামে নিজেই এই তথ্য জানায়। নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে কনোলি লিখে, ক্রাইস্টচার্চের হত্যাযজ্ঞে ক্ষতিগ্রস্তদের কিছুটা পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য আমি আমার কাছে আসা সব টাকা দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এসব টাকা আমার নয়, সেই শোচনীয় ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য। সম্প্রতি ক্রাইস্টচার্চ হামলার বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় অস্ট্রেলিয়ান সিনেটরের মাথায় ডিম ভাঙে ১৭ বছর বয়সী উইলি কনোলি। আর এরপর থেকেই সে বিশ্বব্যাপী 'এগ বয়' বা ডিম বালক নামে পরিচিতি পায়। এ ঘটনায় পুলিশ তাকে তাৎক্ষণিক আটক করে। যে কারণে পরবর্তীতে তার আইনি লড়াইয়ে সহায়তায় তহবিল গঠনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অর্থ আসতে শুরু করে। যদিও আদালত তাকে সতর্ক করে মুক্তি দিয়ে দেয়। যে কারণে এসব অর্থ আর তার কোন প্রয়োজন হয়নি। এবার সেই অর্থ সে এই হতাহতদের জন্য ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। উল্লেখ্য, চলতি বছরের ১৫ই মার্চ নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে জুম'আর ছালাত আদায়ের সময় এক অস্ট্রেলীয় দুর্বৃত্তের নৃশংস হামলায় ৫ জন বাংলাদেশী সহ ৫১ জন মুছল্লী নিহত ও কমপক্ষে ৪০ জন আহত হয়।

বোরক্বা না খোলায় মেট্রোয় উঠতে বাধা

ভারতের লাক্ষ্ণৌতে মেট্রোরেলে ওঠার সময়ে একই পরিবারের পাঁচজন মহিলাকে বোরক্বা খুলতে বলা হয়। তারা সেই নির্দেশ মানতে রাযী না হওয়ায় মেট্রোয় উঠতে বাধা দেয়া হয়। গত ২৮শে মে মঙ্গলবার মাইওয়াইয়া স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে। তারা বলেন, কোন মহিলা নিরাপত্তারক্ষী চাইলে তাদের সার্চ করতে পারেন, কিন্তু বোরক্বা খোলার প্রশ্নই ওঠে না। সেই সময়ে স্টেশনে কোন মহিলা নিরাপত্তা রক্ষী না থাকায় মেট্রোয় ওঠার অনুমতি দেয়া হয়নি ঐ পাঁচজনকে। এরপর তারা টিকিটের টাকা ফেরত নিয়ে চলে আসেন।

শতবর্ষী নারী কাউন্সিলর নির্বাচিত

জার্মানীর একজন শতবর্ষী নারী স্থানীয় একটি নির্বাচনে কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়ে তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের সূচনা করেছেন। গত ২৬শে মে রবিবার পশ্চিম জার্মানীর কির্চহেইমবোলানদেন শহর থেকে নির্বাচিত হন তিনি। শতবর্ষী ওই নারী লিসেল হেইস তৃণমূল পর্যায়ের গ্রুপ উইর ফুর কিবোর অংশ। তিনি আট হাযার বাসিন্দার কির্চহেইমবোলানদেন শহর থেকে নির্বাচন করা বাকি সব কাউন্সিলর প্রার্থীর চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন। তিনি বলেন, গত এপ্রিল মাসে লিস হেইসের ১০০ বছর পূর্ণ হয়। চলতি বছরের বসন্তে তিনি কাউন্সিলর পদে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেন এবং তিনি জিতেও যান! শুধু তাই নয়, তিনি ২০ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রথম স্থান দখল করেছেন।

৫৫ দেশের দুই হাযার রকমের মুদ্রার মওজুদ

দুবাইয়ে প্রবাসী ভারতীয় পুরুষোত্তম মুখির (৮৫) সংগ্রহে রয়েছে দু'হাযার রকমের কয়েন এবং বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়কার নোট। ১২ বছর বয়সে তিনি এ সংগ্রহ শুরু করেন। দুবাইয়ে সুগন্ধি ও কাপড়ের দোকানের মালিক মুখি ৫৫টি দেশ ঘুরেছেন। ১৯৪০ থেকে তিনি ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশের কয়েন ও ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয় মুদ্রাও সংগ্রহ শুরু করেন। ১৯৭৮ সালে ভারত থেকে দুবাই চলে যান। সেখানে গিয়েও তার সংগ্রহ বাড়াতে থাকেন। পুরুষোত্তমের কাছে ১৯৬০ সাল থেকে বাহারিনে ও ১৯০০ গোড়ার দিক থেকে ভারতীয় সব নোট রয়েছে। এমনকি তার কাছে আরব আমির শাহি ও পাকিস্তানের প্রথমদিককার অনেক নোটও রয়েছে। যদি ভাল কোন প্রস্তাব পান, তাহ'লে তিনি কি তার সংগ্রহ বিক্রি করবেন? এমন প্রশ্নের উত্তরে মুখি বলেন, তিনি একজন ক্রেতা, বিক্রেতা নন। তাই তিনি তার সংগ্রহ কাউকে বিক্রি করতে চান না। তার এই বিপুল সংগ্রহ গড়ে তুলতে কত টাকা খরচ হয়েছে বা এই সংগ্রহের বর্তমান বাজার মূল্য কত, সে প্রসঙ্গে তিনি কিছু জানাতে চাননি। পুরুষোত্তম জানিয়েছেন, যখনই তিনি কোন নতুন দেশে গিয়েছেন, সেখানকার বিশেষ মুদ্রা সংগ্রহ করেছেন। তার জন্য তিনি ব্যাংক, বিদেশী মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্র বা অন্য সংগ্রাহকের সাথে যোগাযোগ করেছেন। পুরুষোত্তমের সংগ্রহে ৭৮৬ সিরিজের নোট রয়েছে। ৭৮৬ সংখ্যাটি (বিসমিল্লাহ) মুসলিমদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেই সংখ্যার গোটা একটি সিরিজের নোট তিনি কিনে নিয়েছেন।

Contents

আল্লাহু আকবার তাকবীরে জবাব দিলেন ওয়াইসি

হায়দারাবাদ থেকে নির্বাচিত হয়ে ভারতের লোকসভায় সংসদ সদস্য হিসাবে গত ১৮ই জুন মঙ্গলবার শপথ গ্রহণ করেন ব্যারিস্টার আসাদুদ্দীন ওয়াইসি। এসময় 'জয় শ্রীরাম', 'ভারত মাতা কী জয়', 'বন্দে মাতরম' শ্লোগান বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেন বিজেপি সংসদ সদস্যরা। জবাবে অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমীনের প্রেসিডেন্ট ওয়াইসি 'আল্লাহু আকবার' বলে পাল্টা শ্লোগান দেন। ভারতের ১৭তম লোকসভায় নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ গত ১৭ই জুন সোমবার থেকে শুরু হয়েছে। নির্বাচিত সদস্যরা হিন্দি, ইংরেজি, তামিল, তেলেগু ও মারাঠিসহ নিজ নিজ ভাষায় শপথ নিচ্ছেন। চতুর্থবারের মতো লোকসভায় নির্বাচিত সদস্য হিসাবে ১৮ই জুন মঙ্গলবার ব্যারিস্টার আসাদুদ্দীন ওয়াইসি উর্দু ভাষায় শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণের সময় বারেবারে তার দিকে ধেয়ে আসছিল জয় শ্রীরাম ধ্বনি। বিজেপি ও এনডিএ নেতারা চিৎকার করে 'জয় শ্রীরাম', 'ভারত মাতা কী জয়', 'বন্দে মাতরম' শ্লোগান দিচ্ছিল। তাদের জবাবে আসাদুদ্দীন ওয়াইসি 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর দিয়ে শপথ পাঠ করা শেষ করেন।

[আলহামদুলিল্লাহ! ভারতীয় লোকসভায় সম্ভবতঃ এটাই প্রথম মুশরিকদের বিরুদ্ধে তাওহীদের তাকবীর ধ্বনি। আমরা আসাদুদ্দীনকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই। সেই সাথে সৎসাহসের সাথে বিজেপির মুসলিম বিদ্বেষ মুকাবিলায় তাকে সাহস ও শক্তি দানের জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা জানাই (স.স.)]

মুসলিম জাহান

মুখ খুলছে না বিশ্বের শত কোটি মুসলিম

আল-আক্বছায় ইহূদীবাদী পুলিশের ভয়াবহ হামলা

ফিলিস্তীনের যেরুযালেমে ইসলামের প্রথম ক্বিবলা হিসাবে পরিচিত তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ আল-আক্বছার ভয়ানক পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুলছে না বিশ্বের ১০০ কোটি মুসলমান। মসজিদে মুছল্লীদের ওপর দখলদার ইহূদীবাদী পুলিশের হামলার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন ফিলিস্তীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। রামাযানে ইহূদীদের নিপীড়ন আরও বেড়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। ছালাতরত অবস্থায় মুছল্লীদের মারধর, জোর করে মসজিদ থেকে বের করে দেয়া এবং মসজিদে ঢুকতে না দেয়ার মতো ঘটনা প্রতিদিনই ঘটছে বলে তিনি জানান। ইস্রাঈলী বাহিনীর সঙ্গে যেরুযালেমে অবৈধভাবে বসতি স্থাপনকারী ইহূদীরাও গত ২৬শে মে ২২শে রামাযান রোববার সকালে পবিত্র মসজিদটিতে ঢুকে মুছল্লীদের মারধর করে। উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সালে আরব-ইস্রাঈল যুদ্ধে ইস্রাঈল যেরুযালেম দখল করে নেয়। ১৯৮০ সালে যেরুযালেমের আশপাশ এলাকাও দখল করে নিয়ে এটিকে ইহূদী রাষ্ট্র ইস্রাঈলের রাজধানী বলে তারা দাবি করে।

[বর্বর ইহূদীবাদের অবসান হবেই এবং আল্লাহ্র মদদ আসবেই। আল্লাহ তুমি সত্বর মুসলিম উম্মাহ্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে চেতনা ফিরিয়ে দাও! তুমি তাদের জন্য সাহসী ও ঈমানদার নেতা দাও! (স.স.)]

মিসরের সাবেক প্রেসিডেন্ট মুরসির মৃত্যু

মিসরের সাবেক প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ মুরসি (৬৭) গত ১৭ই জুন সোমবার আদালতে একটি মামলার শুনানি চলাকালে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। অতঃপর গত ১৮ই জুন মঙ্গলবার স্থানীয় সময় ভোর ৫-টায় পূর্ব কায়রোর নাছের সিটিতে গোপনীয়ভাবে শুধুমাত্র পরিবারের সদস্য ও আইনজীবীদের উপস্থিতিতে মুরসিকে দাফন করা হয়। এসময় কঠোর নিরাপত্তা বজায় রাখা হয়েছিল। একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দাফন অনুষ্ঠানে মুরসির ভাই, ছেলে, স্ত্রী ও দু'জন আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন। গত ১৭ই জুন সোমবার রয়টার্স মুরসির ছেলে আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ মুরসির বরাত দিয়ে জানায়, পরিবারের পক্ষ থেকে মুরসির নিজ শহর সারকিয়া প্রদেশে তার দাফনের আবেদন করা হ'লেও তা প্রত্যাখ্যান করেছে মিসরীয় কর্তৃপক্ষ। ১৮ই জুন মঙ্গলবার ভোরে মিসরের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে বলা হয়েছে, বেনিন টিউমারের সমস্যায় ভুগছিলেন মুরসি। এজন্য তাকে নিয়মিত চিকিৎসা দেয়া হ'ত। কিন্তু তার মৃত্যু হয়েছে হার্ট অ্যাটাকে। প্রসঙ্গত উলেখ্য, মুহাম্মাদ মুরসি মুসলিম ব্রাদারহুডের শীর্ষনেতা। ২০১২ সালে প্রথম তিনি জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে মিসরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ৩রা জুন ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র ১ বছর ১ মাস পরে ২০১৩ সালের ৩ জুলাই তাকে সরিয়ে তখনকার সেনাপ্রধান আব্দুল ফাত্তাহ আল-সিসি ক্ষমতা দখল করেন। পরে তিনি নির্বাচন করে নিজেও প্রেসিডেন্ট হয়ে ক্ষমতা দখলে রেখেছেন। মুরসিকে সরানোর পর সারা দেশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লে হাযার হাযার ব্রাদারহুড নেতা-কর্মীর সঙ্গে তাকেও গ্রেফতার করা হয়। এরপর ২০১৩ সালে মুরসিকে ৭ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। গ্রেফতারের পর থেকেই মুরসি কারাগারে ছিলেন।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

পোল্যাণ্ডের আবিষ্কার : যে থালা খাওয়া যায়

সাম্প্রতিক সময়ে বাসনপত্র তৈরিতে প্লাষ্টিকের ব্যবহার বেড়েছে। ফলে বাড়ছে পরিবেশদূষণও। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে ইয়েজে ভেসস্কি নামে পোল্যাণ্ডের এক গবেষক এমন এক থালা উদ্ভাবন করেছেন, যা খাওয়া যায়। ভেসস্কির উদ্ভাবিত ভোজ্য বাসনপত্রের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বায়োট্রেম কোম্পানী এসব বাসনপত্র রপ্তানি করে বছরে দেড় কোটি মার্কিন ডলার আয় করছে বলে জানিয়েছেন তিনি। ভেসস্কি বলেন, তাঁর আসল চিন্তা প্লাষ্টিকের ব্যবহার কমাতে পচনযোগ্য উপাদান ব্যবহার করা। বায়োট্রেমের থালাবাসন তৈরিতে এখন গমের ভুসি ব্যবহার হচ্ছে। বর্তমানে ১ টন গমের ভুসি থেকে ১০ হাযার থালা-বাটি তৈরী করছেন তাঁরা। ভেসস্কি বলেন, গম, বার্লি, যব, ভুট্টা, কাসাভা এমনকি শৈবাল থেকেও এ ধরনের বাসনপত্র তৈরী করা সম্ভব। এগুলো মাটিতে দ্রুত মিশে যায়। তিনি আরও বলেন, তাঁরা এখন আলু থেকে কাঁটা চামচ ও চাকু তৈরীর চেষ্টা করছেন।

[আমরা আবিষ্কারককে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেই সাথে দেশে দেশে প্লাষ্টিকের আমদানী ও উৎপাদন বন্ধ করে এ ধরনের আবিষ্কারকে উৎসাহিত ও তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এভাবেই আল্লাহ তার এক বান্দাকে দিয়ে অন্য বান্দাদের কল্যাণ করে থাকেন (স.স.)]

কানাডায় বিশ্বের বৃহত্তম মুক্তার সন্ধান

কানাডার ২৭.৬৫ কেজি ওযনের 'গিগা পার্ল' মুক্তাটিই সম্ভবত বিশ্বের বৃহত্তম প্রাকৃতিক মুক্তা। এই মুক্তাটির দাম প্রায় ৯০ মিলিয়ন পাউন্ড। বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ৯৩০ কোটি টাকা। এক কানাডিয়ান ব্যক্তি সম্প্রতি এই বিশালাকার মুক্তা বিশ্বের সামনে এনেছেন। ঘি রঙের প্রাকৃতিক মুক্তাটির বয়স আনুমানিক ১০০০ বছর। একটি দৈত্যাকার ঝিনুকের ভেতর থেকে মুক্তাটি পাওয়া গিয়েছিল। কানাডার আব্রাহাম রেয়েস (৩৪) জানিয়েছেন, এটি তিনি পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। আব্রাহামের দাদু ফিলিপিন্সের এক মৎস্যজীবীর কাছ থেকে সেটি কিনে এনেছিলেন। এর আগে বিশ্বের বৃহত্তম প্রাকৃতিক মুক্তা হিসাবে ধরা হ'ত লাউ-জু পার্লকে। তার চেয়ে এই গিগা পার্ল চার গুণ বেশী ওযনের।

ঝড়ের আভাস পায় পাখি!

মাত্র ১১ থেকে ১২ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য এবং ৭ থেকে ১২ গ্রাম ওযনের ছোট্ট পাখি 'গোল্ডেন উইং ওয়ার্বলার' ঘূর্ণিঝড়ের অনেক আগেই পূর্বাভাস পেয়ে যায়! মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাতেই এদের দেখা

যায়। আর ভারতে রয়েছে গ্রিন ওয়ার্বলা। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ইকোলজিস্ট গোল্ডেন ওয়ার্বলার পাখির মাইগ্রেশন প্যাটার্ন নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তখনই পাখিগুলোর এই গুণের কথা প্রকাশ পায়। এরা পুরো শীত মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় কাটায়। ডিম পাড়ে ও বাচ্চা প্রতিপালনের জন্য উত্তর-পূর্ব আমেরিকার আপ্পালাচিয়ানসের গ্রেট লেকে চলে যায়। মাইগ্রেশন প্যাটার্ন পর্যালোচনার জন্য বিজ্ঞানীরা দক্ষিণ আমেরিকার টেনেসির এক ঝাঁক ওয়ার্বলারের উপর পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। তাদের অবস্থান জিয়োলোকেটর দিয়ে নযর রাখা হচ্ছিল। টেনেসিতে পৌঁছে অবাক হয়ে যান বিজ্ঞানীরা। ঐ এলাকা সে সময় প্রচুর ওয়ার্বলারে ভরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার পরিবর্তে এলাকা ফাঁকা ছিল। কোন এক অজ্ঞাত কারণে তারা এলাকা ছেড়ে ৯০০ মাইল দূরে চলে যায়। এই অদ্ভূত আচরণের কারণটা কিছু দিন পরেই আঁচ করতে পারেন বিজ্ঞানীরা। ওয়ার্বলাররা টেনেসি ছেড়ে যাওয়ার পরই টর্নেডো আসে সেখানে। মারা যান ৩৫ জন মানুষ। টর্নেডোর প্রভাব কেটে যাওয়ার কয়েক দিন পরই আবার পাখিরা ফিরে আসে। বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন, টর্নেডোর জন্যই আগাম চলে গিয়েছিল পাখিগুলো। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসের অনেক আগে কিভাবে দুর্যোগের কথা জেনে ফেলে পাখিগুলো? ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফির তথ্য বলছে, ঝড় থেকে এক প্রকার ইনফ্রাসাউন্ড বের হয়। সেই ইনফ্রাসাউন্ডের কম্পাঙ্ক এতটাই কম যে মানুষ সেটা শুনতে পায় না। কিন্তু ওয়ার্বলার শুনতে পায়। অনেক দূর থেকেই তাই ঝড় আঁচ করে নেয় তারা। এজন্য সহজেই টর্নেডো এড়াতে পেরেছিল গোল্ডেন উইং ওয়ার্বলাররা। এই তথ্য অবশ্য শুধু গোল্ডেন উইং ওয়ার্বলারের ওপর প্রযোজ্য বলেই জানা গেছে।

সৌরজগতের বাইরে নতুন গ্রহের সন্ধান

পৃথিবী থেকে ১৫০ আলোকবর্ষ দূরে আরেক সৌরজগতে দু'টি বড় গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। আয়তনে প্রায় জুপিটারের সমান ঐ দুই গ্রহ নিয়ে গবেষণায় প্রাণের অস্তিত্বও মিলতে পারে বলে ধারণা করছেন তারা। সম্প্রতি অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল জার্নালে এ সংক্রান্ত একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কয়েকটি দেশের সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা মিলে নতুন আবিষ্কৃত গ্রহ দু'টি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালান। গবেষণাপত্রের প্রধান লেখক অস্ট্রেলীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্টিফেন কেইন বলেন, পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের ভূমিকা রয়েছে। নতুন ঐ গ্রহের ক্ষেত্রেও এমন কোন বিষয় থাকতে পারে বলে আমরা ধারণা করছি। হয়তো সেখানেই প্রাণের অস্তিত্ব থাকার মতো পরিবেশ রয়েছে অথবা অন্য গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের ব্যাপারে তাদের ভূমিকা রয়েছে। তবে বিষয়টি এখনও নিশ্চিত নয়; এ ব্যাপারে বিস্তারিত গবেষণা ও তথ্য-প্রমাণ প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, সৌরজগতের বাইরে অনেক গ্রহ-নক্ষত্রে পানির উপাদান থাকার লক্ষণ দেখা গেছে। তবে সেখানে প্রাণীর বসবাসযোগ্য পরিবেশ আছে কি-না তা নিশ্চিত নয়। নতুন এই দুই গ্রহ সেক্ষেত্রে গবেষকদের জন্য নতুন আশার সৃষ্টি করেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

ইতালীতে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রাণী!

ইতালির সান গিউলিয়ানা লেকের পাশ থেকে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রাণীর জীবাশ্ম উদ্ধার করেছেন বলে দাবী বিজ্ঞানীদের। বিশালাকার এই জীবাশ্মটি একটি নীল তিমির বলে জানিয়েছেন তারা। জীবাশ্মের কংকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিজ্ঞানীদের অনুমান, এই প্রাণী দৈর্ঘ্যে ৮৫ ফুট ছিল, যার ওযন ছিল ১৩০ থেকে ১৫০ টন। এটি এক লাখ ১৭ হাযার কিলোগ্রাম থেকে এক লাখ ৩৬ হাযার কিলোগ্রাম ওযনের হ'তে পারে। অর্থাৎ এই নীল তিমিটি ২১টি আফ্রিকান হাতি এবং ২৫টি এশিয়ান হাতির সমান। এখনো পর্যন্ত যতগুলো জীবাশ্মের সন্ধান মিলেছে তার মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড়। এমনকি বর্তমানে যেসব নীল তিমি দেখা যায়, তারাও এর কাছে শিশু সমতুল্য। কয়েক বছর আগে ইতালির ঐ লেকের ধারে চাষাবাদের সময় প্রথমে একটি বড় মেরুদণ্ডের হাড় দেখতে পান এক কৃষক। এরপর খবর পেয়ে ইতালির বিজ্ঞানী জিওভানি বিয়ানুসি তার দলের সদস্যদের নিয়ে সেটি উদ্ধার করেন। এর সম্পূর্ণ কংকাল খুঁড়ে বের করতে প্রত্নতত্ত্ববিদদের সময় লেগেছে দুই বছর। বিশালাকার এই নীল তিমির হাড় পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে, এটা প্রায় ১০ লাখ ৫০ হাযার বছরের পুরনো। বিজ্ঞানীদের ধারণা আইস এজ-এর কারণে নীল তিমিটির জীবাশ্ম এই স্থানে এসেছে। আজ থেকে প্রায় ২০ লাখ ৬০ হাযার বছর পূর্বে আইস এজের শুরু এবং ১১ হাযার ৭০০ বছর আগ পর্যন্ত এটি স্থায়ী ছিল। ঐ সময় বেশীর ভাগ পানিরাশি বরফে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ফলে সমুদ্রের পানিস্ত র কমে যাওয়ার কারণে যে তিমিগুলো মারা গিয়েছিল, বিজ্ঞানীদের অনুমান, তারই একটার জীবাশ্ম এটি।

সৌরজগতে রহস্যময় বস্তুর খোঁজ

আমাদের সৌরজগতে ছুটে বেড়াচ্ছে এক অদ্ভূত রহস্যময় বস্তু। এমন দৃশ্যই ধরা পড়ল গবেষকদের দূরবীক্ষণ যন্ত্রে। অন্য কোন এক ছায়াপথ থেকে এসে পৌঁছেছে ঐ গ্রহাণুর মতো বস্তুটি। এমনটাই মনে করছে মার্কিন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। এটাই প্রথম মহাকাশের অতিথি, যা পৃথিবী থেকে দেখা যাচ্ছে। রহস্যময় ঐ বস্তুটির নাম দেয়া হয়েছে অ/২০১৭ ট১। চলতি মাসের শুরুতে এটি আবিষ্কার করা হয়েছে। হাওয়াই ইউনিভার্সিটি থেকে উচ্চমানের এক বিশেষ টেলিস্কোপে ধরা পড়েছে সেই দৃশ্য। ক্যালিফোর্নিয়ার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের কর্ণধার পল কোডাস বলেন, এমন একটি বিষয়ের জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম। অনেক আগেই এটা জানা গিয়েছিল যে, এরকম একটা জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে। নক্ষত্রের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই ধরনের গ্রহাণু যা মাঝে-মধ্যে সৌরজগতের মধ্যেও চলাফেরা করে। কিন্তু এই প্রথম টেলিস্কোপে ধরা পড়ল এটি। গত বছরের ২রা সেপ্টেম্বরে এটি মঙ্গলের কক্ষপথ অতিক্রম করে। ১৪ই অক্টোবর এটি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে। মাত্র ১৫ মিলিয়ন মাইল দূরে ছিল এটি। তবে এর গতি অত্যন্ত বেশী। গবেষকেরা খতিয়ে দেখছেন, কোথা থেকে এসেছে এটি।

প্রাণীর চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে বিলুপ্ত হচ্ছে উদ্ভিদ প্রজাতি

বিগত ২৫০ বছরে প্রায় ৬০০ প্রজাতির গাছ বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে দাবি করেছেন গবেষকরা। এই সংখ্যা সমস্ত প্রাণীকুলের প্রজাতির বিলুপ্তির চেয়েও দ্বিগুণ। বিজ্ঞানীরা বলেন, স্বাভাবিকের চেয়ে ৫০০ গুণ বেশী গতিতে উদ্ভিদ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এ বছর মে মাসে জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ১০ লাখ জীব প্রজাতি বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে। রয়্যাল বোটানিক গার্ডেন এবং স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক জানান, বিগত ২৫০ বছরে ৫৭১টি উদ্ভিদ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে। এই সময়ে পাখি, স্তন্যপায়ী আর উভচর মিলে বিলুপ্তির সংখ্যা ২১৭টি প্রজাতি। ফলে উদ্ভিদ প্রজাতির বিলুপ্তির হার দ্বিগুণেরও বেশী। স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অ্যালিস হামফ্রেস বলেন, বিগত শতাব্দীতে বিলুপ্ত হওয়া প্রাণী বা পাখির নাম অনেকেই বলতে পারবেন। আমাদের গবেষণায় আমরা তুলে ধরেছি, কোন গাছগুলো ইতোমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং কত দ্রুত বিষয়টা ঘটেছে। উপকূলীয় অঞ্চল ও দ্বীপেই সবচেয়ে বেশি উদ্ভিদ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে বলে জানানো হয় প্রতিবেদনে। তবে গবেষকদের ধারণা, উদ্ভিদ প্রজাতির বিলুপ্তির ভয়াবহতা এই সংখ্যার মাধ্যমে তুলে ধরা সম্ভব নয়। আশার কথা হ'ল, বিজ্ঞানীরা বলেন, চিলিয়ন ক্রোকাসের মতো বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া উদ্ভিদ প্রজাতিকে আবারও কোথাও কোথাও দেখা গেছে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

মাহে রামাযান উপলক্ষে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** -এর উদ্যোগে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল সমূহে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং মনোনীত দায়িত্বশীলগণ সফর করেন। এবারে ৩৪ জন সফরকারীর মাধ্যমে ৫০টি যেলাতে কেন্দ্রীয় সফর ও প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া ৫০টি সাংগঠনিক যেলায় স্ব স্ব উদ্যোগে মোট ৭২০টি অনুষ্ঠান বাস্তবায়িত হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ।-

১. কালদিয়া, বাগেরহাট ৩রা রামাযান, ৯ই মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগেরহাট যেলার উদ্যোগে যেলার সদর থানাধীন আল-মারকাযুল ইসলামী কালদিয়া জামে মসজিদে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মোক্তাদির। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা যুবায়ের ঢালী প্রমুখ।

২. কুমিল্লা ৪ঠা রামাযান, ১০ই মে শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের শাসনগাছা আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার যৌথ উদ্যোগে 'মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন কুমিল্লা জজকোর্টের এ্যান্টি স্মাগলিং ট্রাইব্যুনালের স্পেশাল পিপি এ্যাডভোকেট এম.এ কাসেম, হাটিল টঙ্গীরপাড় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন ও মাস্টার আব্দুল মুমিন।

৩. গোপালগঞ্জ ৪ঠা রামাযান, ১০ই মে শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গোপালগঞ্জ যেলার উদ্যোগে যেলা শহরের মিয়াঁপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ফরহাদ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা যুবায়ের ঢালী।

৪. সন্তোষপুর, রাজশাহী ৫ই রামাযান, ১১ই মে শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার শাহ মখদুম থানাধীন সন্তোষপুর পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে পবিত্র রামাযান উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির উপদেষ্টা আলহাজ্জ মুহাম্মাদ মকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও সদর-পূর্ব উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মাকবূল হোসাইন।

৫. ঝিনাইদহ ৮ই রামাযান, ১৪ই মে মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার সদর থানাধীন ডাকবাংলা বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঝিনাইদহ যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন । অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম ও সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুজাহিদুর রহমান।

৬. চুয়াডাঙ্গা ৯ই রামাযান, ১৫ই মে বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন বাষট্টি আড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চুয়াডাঙ্গা যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন । অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম ও সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুজাহিদুর রহমান।

৭. পাবনা ১০ই রামাযান, ১৬ই মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার উদ্যোগে যেলার সদর থানাধীন কুলুনিয়া পশ্চিম পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর।

৮. মহিষখোচা, লালমণিরহাট ১০ই রামাযান, ১৬ই মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষখোচা বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও রংপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মুতীউর রহমান।

৯. টাঙ্গাইল ১০ই রামাযান, ১৬ই মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা সদরের উপকণ্ঠে ভবানীপুর-পাতুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাঙ্গাইল যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

১০. সিরাজগঞ্জ ১১ই রামাযান, ১৭ই মে শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ যেলার

উদ্যোগে উল্লাপাড়া থানাধীন দমদমা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

১১. নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম ১১ই রামাযান, ১৭ই মে শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার নাগেশ্বরী থানাধীন বোর্ডেরহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব সোহরাব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও রংপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুতীউর রহমান।

১২. আনন্দ নগর, নওগাঁ ১১ই রামাযান, ১৭ই মে শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের আনন্দ নগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ।

১৩. শরীফপুর, জামালপুর ১১ই রামাযান, ১৭ই মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন শরীফপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

১৪. চিনাডুলী, জামালপুর ১২ই রামাযান, ১৮ই মে শনিবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার চিনাডুলী থানাধীন আখন্দবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাসউদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

১৫. কুড়িগ্রাম ১২ই রামাযান, ১৮ই মে শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের খলীলগঞ্জ কমিউনিটি সেন্টারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও রংপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুতীউর রহমান।

১৬. খুলনা ১২ই রামাযান, ১৮ই মে শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মোক্তাদির ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

১৭. গাযীপুর ১২ই রামাযান, ১৮ই মে শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা সদরের কাথোরা বিআটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাযীপুর যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন।

১৮. ছোট বেলাইল, বগুড়া ১২ই রামাযান, ১৮ই মে শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে যেলার সদর থানাধীন ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাফেয মুখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ।

১৯. ফুলবাড়ী, দিনাজপুর ১৩ই রামাযান, ১৯শে মে রবিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ফুলবাড়ী থানাধীন নিমতলা রাবিয়া কমিউনিটি সেন্টারে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল ওয়াহ্হাব শাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম ও প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর।

২০. বিরল, দিনাজপুর ১৪ই রামাযান, ২০শে মে সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বিরল বায়তুন নূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আকবার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর।

২১. হরিষারডাইং, রাজশাহী ১৪ই রামাযান, ২০শে মে সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পবা থানাধীন হরিষার ডাইং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' হরিষার ডাইং শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

২২. ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ১৫ই রামাযান, ২১শে মে মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার ত্রিশাল থানাধীন অলহরী মণ্ডলবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর

সভাপতি ডা. আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

২৩. সিলেট, ১৫ই রামাযান, ২১শে মে মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার জৈন্তাপুর থানাধীন সেনগ্রাম মুহাম্মাদিয়া মাদ্রাসায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিলেট যেলার উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফায়যুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম।

২৪. কাজলা, রাজশাহী ১৬ই রামাযান, ২২শে মে বুধবার : অদ্য বাদ আছর **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ** কাজলা, রাজশাহীতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী কলেজ শাখার যৌথ উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রউফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও সাবেক সহ-সভাপতি এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

২৫. কালিগঞ্জ, শেরপুর ১৬ই রামাযান, ২২শে মে বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন কালীগঞ্জ দমদমা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মাস্টার আব্দুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও ময়মনসিংহ-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলী।

২৬. নীলফামারী ১৬ই রামাযান, ২২শে মে বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা সদরের মুন্সীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন।

২৭. দৌলতপুর, কুষ্টিয়া-পশ্চিম ১৬ই রামাযান, ২২শে মে বুধবার : অদ্য সকাল ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে দৌলতপুর থানা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি গোলাম যিল-কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

২৮. কুষ্টিয়া-পূর্ব ১৭ই রামাযান, ২৩শে মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা শহরের উপকণ্ঠে ১০০ ঝিনাইদহ রোডস্থ রিযিয়া-সা'দ ইসলামিক সেন্টারে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাশীমুদ্দীন মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম।

২৯. কৈমারী, নীলফামারী ১৭ই রামাযান, ২৩শে মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার জলঢাকা উপযেলাধীন কৈমারী বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন।

৩০. মেকিয়ারকান্দা, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ ১৭ই রামাযান, ২৩শে মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার ধোবাউড়া থানাধীন মেকিয়ারকান্দা বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

৩১. ছদরপুর, ফরিদপুর ১৭ই রামাযান, ২৩শে মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ছদরপুর থানাধীন সাড়ে সাত রশি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ফরিদপুর যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ দেলওয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক ফায়ছাল মাহমূদ।

৩২. পটুয়াখালী ১৮ই রামাযান, ২৪শে মে শুক্রবার : অদ্য যেলা সদরের পায়রা নদীর অপর পারে কালিচন্না আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তরীকুয্যামান। অতঃপর তিনি উপস্থিত মুছল্লীদের সাথে সাংগঠনিক আলোচনা করেন।

৩৩. যশোর ১৮ই রামাযান, ২৪শে মে শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের ষষ্টিতলা টাউন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আ.ন.ম. বযলুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

৩৪. কিশোরগঞ্জ ১৮ই রামাযান, ২৪শে মে শুক্রবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন গালিমগাযী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কিশোরগঞ্জ যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে

কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও ময়মনসিংহ-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলী।

৩৫. শোলক, উযীরপুর, বরিশাল ১৮ই রামাযান, ২৪শে মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার উযীরপুর থানাধীন শোলক বাযার সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরিশাল-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইব্রাহীম কাওছার সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ।

৩৬. মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা ১৮ই রামাযান, ২৪শে মে শুক্রবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার গোবিন্দগঞ্জ উপযেলাধীন মহিমাগঞ্জ স্টেশন সংলগ্ন মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন।

৩৭. কুলাউড়া, মৌলভী বাজার ১৮ই রামাযান, ২৪শে মে শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার কুলাউড়া থানাধীন দক্ষিণ মাগুরাপাড়া মসজিদ আত-তাক্বওয়ায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মৌলভী বাজার যেলার উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ছাদেকুন নূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম।

৩৮. সাতক্ষীরা ১৯শে রামাযান ২৫শে মে শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের উপকণ্ঠে বাঁকাল ব্রীজ সংলগ্ন দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

৩৯. গাংনী, মেহেরপুর ১৯শে রামাযান, ২৫শে মে শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে গাংনী উপযেলা বায়তুল আমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার।

৪০. নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৯শে রামাযান ২৫শে মে শনিবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর উদ্যোগে দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে 'শেষ দশকের ফযীলত ও গুরুত্ব' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মারকাযের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা, মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম, মারকাযের শিক্ষক ফায়ছাল মাহমূদ ও আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির প্রমুখ।

৪১. সাঘাটা, গাইবান্ধা ১৯শে রামাযান, ২৫শে মে শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সাঘাটা উপযেলাধীন সাঘাটা ডিগ্রী কলেজ সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবন্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন।

৪২. বরগুনা ১৯শে রামাযান, ২৫শে মে শনিবার : অদ্য বেলা ৩-টায় যেলা শহরের কোরক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরগুনা যেলার উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মেজর (অবঃ) আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক ডাঃ এ এইচ যাকির খান, যুগ্ম-আহ্বায়ক যাকির মোল্লা ও অত্র মসজিদের ইমাম ছগীরুল আলম প্রমুখ।

৪৩. রহনপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৯শে রামাযান, ২৫শে মে শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার গোমস্তাপুর থানাধীন রহনপুর ডাকবাংলায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ।

৪৪. মাগুরা ১৯শে রামাযান, ২৫শে মে শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মুহাম্মাদপুর থানাধীন নাগড়ীপাড়া জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মাগুরা যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ওয়াহীদুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

৪৫. মৈশালা, রাজবাড়ী ১৯শে রামাযান, ২৫শে মে শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার পাংশা থানাধীন মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজবাড়ী যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মকবূল হোসাইনের

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার।

৪৬. সোহাগদল, পিরোজপুর ২০শে রামাযান, ২৬শে মে রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার স্বরূপকাঠি থানাধীন সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর যেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহবূব আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ।

৪৭. শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২০শে রামাযান, ২৬শে মে রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন আল-মারকাযুল ইসলামী কানসাটে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ।

৪৮. বোদা, পঞ্চগড় ২২শে রামাযান, ২৮শে মে মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর বোদা উপযেলাধীন ফুলতলা কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পঞ্চগড় যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাভাপতি আমীনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

৪৯. আরামনগর, জয়পুরহাট ২২শে রামাযান, ২৮শে মে মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ।

৫০. হরিপুর, ঠাকুরগাঁও ২৩শে রামাযান, ২৯শে মে বুধবার : অদ্য বাদ আছর হরিপুর উপযেলাধীন খিরাইচণ্ডী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঠাকুরগাঁও যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাভাপতি যিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে ৩রা রামাযান থেকে ৭ই রামাযান মোতাবেক ৯ই মে থেকে ১৩ই মে মুহতারাম আমীরে জামা'আত, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী ও সাভারে পাঁচদিন ব্যাপী দাওয়াতী সফর করেন। যার রিপোর্ট জুন'১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

ভবানীগঞ্জ, বাগমারা, রাজশাহী ১৬ই মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বাগমারা উপযেলাধীন ভবানীগঞ্জ হেলিপ্যাড মাঠ সংলগ্ন সোনামণি উপযেলা কার্যালয়ে বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহীক-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আইয়ূব আলী সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও 'আল-আওন-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউসুফ, বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম ও ভবানীগঞ্জ এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা হাবীবুর রহমান।

আল-'আওন

যেলা কমিটি সমূহ গঠন ও পুনর্গঠন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ১১ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আল-'আওনের কমিটি গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আসাদুল্লাহ আল-গালিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অনুষ্ঠানে পরামর্শ শেষে নাহারুল আলমকে সভাপতি ও সাগর আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে আল-'আওন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২১ সেশনের ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

বালিয়াডাঙ্গা, নাটোর ১২ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন বালিয়াডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আল-'আওনে'র উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আলাউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহামান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক ফয়ছাল মাহমূদ। অনুষ্ঠানে আফাযুদ্দীনকে সভাপতি ও ফীরোয হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে আল-'আওন নাটোর যেলার ২০১৯-২১ সেশনের ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। **কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ১৯শে এপ্রিল শুক্রবার :** অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন কাঞ্চন বাযারস্থ যেলা কার্যালয়ে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান সোহেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অনুষ্ঠানে ডাঃ আ.ন.ম. সাইফুল ইসলাম নাঈমকে সভাপতি ও আযীযুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে আল-'আওন নারায়ণগঞ্জ যেলার ২০১৯-২১ সেশনের ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, একই দিন বাদ আছর সোনারগাঁ থানার কোনাবাড়ী ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পিংয়ে ৪ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৫ জন রক্তদাতা সদস্য (ডোনর) তালিকাভুক্ত করা হয়।

গোভীপুর, মেহেরপুর ২২শে এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ আছর মেহেরপুর যেলার গাংনী থানাধীন গোভীপুর আহলেহাদীছ মসজিদে যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে

উপস্থিত ছিলেন 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক ফয়ছাল মাহমূদ। অনুষ্ঠানে নাজমুল হোসাইনকে সভাপতি ও শাকিল হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে আল-'আওন মেহেরপুর যেলার ২০১৯-২১ সেশনের কমিটি পুনর্গঠন করা হয় ।

আফতাবনগর, ঢাকা ১৩ই মে সোমবার : অদ্য বাদ আছর মহানগরীর আঙ্গারজোড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ঢাকা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে ঢাকা যেলা 'আল-'আওন'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুশাররফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহম্মাদ জাহিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে ডাঃ ইমরানকে সভাপতি ও আল-আমীনকে সাধারণ সম্পাদক করে আল-'আওন ঢাকা যেলার ২০১৯-২১সেশনের ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১০ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ১৭ জন রক্তদাতা সদস্য (ডোনর) তালিকাভুক্ত করা হয়।

দমদমা, সিরাজগঞ্জ ১১ই রামাযান ১৭ই মে শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার উল্লাপাড়া থানাধীন দমদমা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে যেলা আল-'আওনের কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহম্মাদ জাহিদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে ডা. জাহিদকে সভাপতি ও সজীব হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে আল-'আওন সিরাজগঞ্জ যেলার ২০১৯-২১ সেশনের ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, একই দিনে ৯ জন রক্তদাতা সদস্য (ডোনর) তালিকাভুক্ত করা হয়।

ছোট বেলাইল, বগুড়া ১২ই রামাযান ১৮ই মে শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে বগুড়া যেলা আল-'আওনের কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাফেয মুখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে ডা. ফরহাদকে সভাপতি ও আবুবকরকে সাধারণ সম্পাদক করে আল-'আওন বগুড়া যেলার ২০১৯-২১ সেশনের ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

ফুলবাড়ী, দিনাজপুর-পূর্ব ১৩ই রামাযান ১৯শে মে রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ফুলবাড়ী উপযেলাস্থ রাবেয়া কমিউনিটি সেন্টারে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে দিনাজপুর-পূর্ব যেলা আল-'আওনের কমিটি গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব শাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ ও প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার। অনুষ্ঠানে যাকির হোসাইনকে সভাপতি ও ডাঃ সাইফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে আল-'আওন দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার ২০১৯-২১ সেশনের ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে ৩০জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৩০ জন রক্তদাতা সদস্য (ডোনর) তালিকাভুক্ত করা হয় ।

বিরল, দিনাজপুর-পশ্চিম ১৪ই রামাযান ২০শে মে সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বিরল উপযেলাস্থ বায়তুন নূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে দিনাজপুর-পশ্চিম যেলা আল-'আওনের কমিটি গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আকবার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ ও প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার। অনুষ্ঠানে পরামর্শ শেষে ছাদিকুল ইসলামকে সভাপতি ও আলমগীর হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে আল-'আওন দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার ২০১৯-২১ সেশনের ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২৯ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৩০ জন রক্তদাতা সদস্য (ডোনর) তালিকাভুক্ত করা হয়।

মুন্সিপাড়া, নীলফামারী-পশ্চিম ১৬ই রামাযান ২২শে মে বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের মুন্সিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে নীলফামারী-পশ্চিম যেলা আল-'আওনের কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাহমূদ। অনুষ্ঠানে আবুল কাসেমকে সভাপতি ও রফীকুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে আল-'আওন নীলফামারী-পশ্চিম যেলার ২০১৯-২১ সেশনের ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

প্রবাসী সংবাদ

সিঙ্গাপুরে ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত

সেরাঙ্গন, সিঙ্গাপুর ৫ই জুন বুধবার : অদ্য স্থানীয় সময় সকাল ৮-টা ৪৫ মিনিটে সিঙ্গাপুরের সেরাঙ্গন স্টেডিয়ামে ১২ তাকবীরে ঈদুল ফিতরের ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, সিঙ্গাপুরে ঈদের ছালাত সাধারণত মসজিদেই হয়। ঈদগাহে ছালাত আদায়ের কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু সিঙ্গাপুর সালাফী পরিষদের পক্ষ হ'তে সেরাঙ্গন স্টেডিয়াম ভাড়া নিয়ে এ বছর ঈদের ছালাত আদায় করা হয়। ঈদের খুৎবায় মাননীয় খতীব মুসলিম উম্মাহকে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণের প্রতি আহ্বান জানান। উল্লেখ্য যে, মহিলাদের জন্য ছালাত আদায়ের পৃথক ব্যবস্থা ছিল। আন্দোলন-এর সিঙ্গাপুর শাখার ২০/২৫ জন কর্মী ঈদের ছালাতে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন। সুন্নাত মোতাবেক ঈদের ছালাত আদায় করতে পারায় সবাই অত্যন্ত আনন্দিত।

তা'লীমী বৈঠক

সিঙ্গাপুর, ৫ই জুন বুধবার : অদ্য বেলা সোয়া ১১-টায় ঈদুল ফিতর উপলক্ষে স্থানীয় মসজিদ আল-মুহাম্মাদিয়ায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিঙ্গাপুর শাখার উদ্যোগে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সিঙ্গাপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা জনাব মনীরুল ইসলাম (কুমিল্লা)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তা'লীমী বৈঠকে বক্তব্য পেশ করেন সিঙ্গাপুর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল হালীম (কুমিল্লা), সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (কুষ্টিয়া) ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম (রাজশাহী) প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে মুতীউর রহমান (নাটোর), মহাম্মাদ রেযাউল করীম (কুমিল্লা) ও নূর আলম ছিদ্দীকী (টাঙ্গাইল)। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন শাখা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুকীত (কুষ্টিয়া)।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩৬১) : মহিলাদের ব্যবহৃত সোনার যাকাত নিয়ে বিদ্বানদের মতভেদ রয়েছে জেনেছি। এক্ষেত্রে সঠিক ফয়ছালা কোনটি হবে?

-জান্নাতুল ফেরদৌস, ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর।

উত্তর : মহিলাদের ব্যবহৃত অলংকারে যাকাত ফরয কি-না? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে সঠিক কথা হ'ল, নারীদের ব্যবহৃত অলংকারে যাকাত ফরয। যেমন (১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর স্ত্রী যয়নব বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে খুৎবায় বলেন, হে নারী জাতি! তোমরা ছাদাক্বা কর, যদিও তোমাদের অলংকার দ্বারা হয়। কেননা ক্বিয়ামতের দিন তোমরাই জাহান্নামবাসীদের অধিকাংশ হবে' *(তিরমিযী হা/৩৫৬; মিশকাত হা/১৮০৮)*। (২) একবার ইয়ামনবাসী জনৈকা মহিলা তার কন্যাসহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আসলেন। তার কন্যার হাতে মোটা দু'টি স্বর্ণের বালা ছিল। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি এর যাকাত দাও? মহিলাটি বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কি পসন্দ কর যে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এর পরিবর্তে তোমাকে এক জোড়া আগুনের বালা পরিয়ে দেন? রাবী বলেন, একথা শুনে উক্ত মহিলা তার হাত থেকে বালা দু'টি খুলে রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে রেখে দিয়ে বলল, এ দু'টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য *(নাসাঈ হা/২৪৭৯; আবুদাঊদ হা/১৫৬৩; তিরমিযী হা/৬৩৭; মিশকাত হা/১৮০৯; ছহীহুত তারগীব হা/৭৬৮)*। (৩) উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমি স্বর্ণের গহনা পরতাম। একদিন আমি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা কি সেই কান্যের অন্তর্ভুক্ত, যার শাস্তির কথা কুরআনে এসেছে *(তওবা ৯/৩৪-৩৫)*? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'যদি নিছাব পরিমাণ হয় এবং তাতে যাকাত দেওয়া হয়, তখন তা কান্য হয় না' *(আবুদাঊদ হা/১৫৬৪; মিশকাত হা/১৮১০)*।

(৪) আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'একদিন রাসূল (ছাঃ) আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমার হাতে রূপার বড় বালা দেখতে পান এবং বলেন, হে আয়েশা! এটা কি? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার উদ্দেশ্যে সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য তৈরী করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এর যাকাত দাও? আমি বললাম, না অথবা আল্লাহ যা চেয়েছিলেন তাই বলেছি। তিনি বললেন, তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট' *(আবুদাঊদ হা/১৫৬৫; ছহীহুত তারগীব হা/৭৬৯)*। (৫) আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, আমি ও আমার খালা হাতে স্বর্ণের বালা পরিহিতা অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা কি এর যাকাত দাও? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, 'তোমরা কি ভয় পাও না যে, আল্লাহ এর পরিবর্তে তোমাদেরকে আগুনের বালা পরাবেন? তোমরা যাকাত আদায় কর' *(মুসনাদে আহমাদ হা/২৭৬৫৫; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৭৭০)*।

উপরোল্লিখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত দিতে হবে। আর যেকোন মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়ে সন্দেহমুক্ত আমল করাই উত্তম *(তাফসীরে আযওয়াউল বায়ান ২/১৩৪; মু'আলিমুস সুনান ২/১৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/২৬৫; বিন বায, ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ২/৮৪)*।

প্রশ্ন (২/৩৬২) : 'খতমে বুখারী' অনুষ্ঠান করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-আব্দুর রশীদ, নতুনহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : মাদরাসা সমূহে যে খতমে বুখারীর অনুষ্ঠান করা হয়, তা যদি সুন্নাত বা আবশ্যকীয় মনে না করা হয় এবং তাতে রিয়া বা কোন দুনিয়াবী স্বার্থ যুক্ত না থাকে, তাহ'লে স্রেফ আল্লাহ্র শুকরিয়া স্বরূপ এ ধরনের অনুষ্ঠান করা যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, পিতা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ১২ বছরে সূরা বাক্বারাহ শেষ করেন। অতঃপর যেদিন শেষ হয়, সেদিন তিনি কয়েকটি উট নহর করে সবাইকে খাওয়ান' *(মুক্বাদ্দামা তাফসীর কুরতুবী ৭৬ পৃ.; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৩/২৬৭; দ্র. 'কুরআন অনুধাবন' বই ১৮ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩/৩৬৩) : যারা চৌদ্দশো বছর আগে কিংবা এর আগে মারা গিয়েছে এবং যারা ক্বিয়ামতের দিন মারা যাবে, তাদের শাস্তি আর চৌদ্দশো বছর আগের মৃতের শাস্তি তো সমান হচ্ছে না। বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হাদী তাহমীদ, মেলান্দহ, জামালপুর।

উত্তর : আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, সে তার নিজের জন্যই সেটা করবে। আর যে ব্যক্তি অসৎকর্ম করবে, তার ফল তাকেই ভোগ করতে হবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক তার বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৬)*। অতএব মানুষ তার কর্ম অনুযায়ী ফলাফল পাবে। আর সময়ের বিষয়টি আপেক্ষিক। এক্ষণে প্রশ্নে যদি শাস্তির মেয়াদের কম-বেশী বুঝানো হয়, তাহ'লে সেটি জাহান্নামীদের চিরস্থায়ী শাস্তির অগ্রিম শাস্তি হিসাবে গণ্য হবে। আর তার মেয়াদ তখন থেকে ধরা হবে, যেদিন থেকে সে মৃত্যুবরণ করবে। অতএব এর মধ্যে কোন যুলুম নেই। বরং দুষ্কর্মী তার দুষ্কর্মের যথাযথ ফল ভোগ করবে।

প্রশ্ন (৪/৩৬৪) : ছালাতে সালাম ফেরানোর সময় ডানে এবং বামে পূর্ণ মুখ ঘুরিয়ে তারপর সালাম বলতে হবে নাকি সালামের শব্দগুলো উচ্চারণ করতে করতে মুখ ডানে এবং বামে ঘুরাতে হবে?

-মিনহাজ পারভেয, হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : সালামের শব্দগুলো উচ্চারণ করতে করতে মুখ ডানে এবং বামে ঘুরাতে হবে। কেননা সালামই মুখ ঘুরানোর

কারণ। অতএব সালাম সহকারেই ডানে-বামে মুখ ঘুরাতে হবে, মুখ পূর্ণভাবে ঘুরিয়ে তারপর সালাম বলা সঠিক পদ্ধতি নয় *(মুগনী ১/৩৯৮; আল-ইনছাফ ২/৮২-৮৩; ফাতাওয়া নুরুন আলাদ-দারব ৮/০২)*।

প্রশ্ন (৫/৩৬৫) : দ্বিতল বিশিষ্ট মসজিদে জামা'আতে ছালাতের রুকূ ধরার জন্য সামনের কাতার খালি রেখেই পেছনের কাতারে দাঁড়ানো এবং নীচ তলায় কাতার ফাঁকা রেখেই উপরের তলায় গিয়ে ছালাত আদায় করার হুকুম কি?

-তাওয়াবুল হক, ভদ্রা, রাজশাহী।

উত্তর : সামনের কাতার পূরণ না করে পিছনে কাতার বানানো বা নীচের তলায় ফাঁকা রেখে উপর তলায় দাঁড়ানো সিদ্ধ নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) সামনের কাতার পূরণ করে পিছনের কাতার পূর্ণ করার আদেশ দিয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের নিকটে যেরূপ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হয়ে থাকে তোমরা ঐরূপ করো না কেন?... তিনি বললেন, তারা সর্বাগ্রে প্রথম কাতার পূরণ করে, অতঃপর পর্যায়ক্রমে কাতারগুলো পূর্ণ করে এবং তারা কাতারে দণ্ডায়মান হওয়ার সময় পরস্পর মিলে দাঁড়ায়' *(মুসলিম হা/৪৩০; মিশকাত হা/১০৯১)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা কাতার সোজা কর, কাঁধ সমূহ সমানভাবে মিলাও, ফাঁক বন্ধ কর এবং শয়তানের জন্য কোন স্থান ফাঁকা রেখো না। কেননা যে ব্যক্তি কাতারে মিলে দাঁড়াল, আল্লাহ তার সঙ্গে থাকেন। আর যে ব্যক্তি তা কর্তন করল, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন' *(আবুদাঊদ হা/৬৬; মিশকাত হা/১১০২; ছহীহাহ হা/৭৪৩)*। কেউ যদি সামনের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও একাকী পিছনের কাতারে দাঁড়ায়, তাহ'লে তার ছালাত বাতিল হবে এবং পুনরায় পড়তে হবে *(তিরমিযী হা/২৩০; মিশকাত হা/১১০৫)*। এক্ষণে যদি কেউ নীচ তলায় জায়গা থাকা সত্ত্বেও উপরে উঠে যায় এবং উভয় তলাতেই মুছল্লী যোগদান করে, তাহ'লে তার ছালাত হয়ে যাবে। যদিও সেটি ত্রুটিপূর্ণ হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৩/৪১০)*।

প্রশ্ন (৬/৩৬৬) : সূদের টাকা ছওয়াবের আশা ছাড়া কোথায় দান করা সবচেয়ে উত্তম? আমি চাচ্ছি না মাদ্রাসায় এই টাকা 'তালিবে ইলম' দের কোন কাজে ব্যবহৃত হোক।

-ওয়াহীদুর রহমান, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : এধরনের সম্পদ ছওয়াবের আশা ব্যতীত ফকীর-মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করে দিতে হবে। এছাড়া মুসলমানদের কল্যাণার্থে অন্যান্য খাতে ব্যয় করা যাবে। যেমন অভাবী আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী ইত্যাদি *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৩/৩৫২, ১৬/৫৩২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি হারাম মাল সঞ্চয় করে, অতঃপর তা থেকে ছাদাক্বা করে, তাতে সে ছওয়াব পাবে না এবং এর পাপ তার উপরই বর্তাবে' *(শু'আবুল ঈমান হা/৩৪৭৭; হাকেম হা/১৪৪০; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৩৫৬, ছহীহুত তারগীব হা/৮৮০)*।

প্রশ্ন (৭/৩৬৭) : গ্রামের দু'পাশে দু'টি মসজিদ রয়েছে। গ্রামের মধ্যস্থলে বাজারের নিকটে জুম'আ মসজিদের সম্পত্তি রয়েছে। সেখানে আরেকটি ওয়াক্তিয়া মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কি? তাছাড়া একটি মসজিদের অর্থ দিয়ে অন্য মসজিদ নির্মাণে অর্থ ব্যয় করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ নাজমুল হুদা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এরূপ কারণে মসজিদ নির্মাণে কোন বাধা নেই এবং কমিটির সম্মতিক্রমে এক মসজিদের অতিরিক্ত অর্থ অন্য মসজিদে ব্যবহারেও কোন দোষ নেই *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৬/৩১; শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, এক মসজিদের অতিরিক্ত অর্থ অন্য মসজিদে ব্যবহার করতে পারে' *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩১/১৮, ২০৬-২০৭)*। তবে জামা'আত বড় রাখার স্বার্থে একই মসজিদে ছালাত আদায় করা উত্তম। কেননা জামা'আত যত বড় হয়, আল্লাহ্র নিকট সেটি ততবেশী প্রিয়তর হয় *(আবুদাউদ হা/৫৫৪; নাসাঈ হা/৮৪৩, সনদ ছহীহ; মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩১/২২১)*।

প্রশ্ন (৮/৩৬৮) : জনৈক ইমাম ছাহেব খুৎবায় বলেন, ১০ই যিলহজ্জ মিনাতে কংকর নিক্ষেপ করে মাথা মুণ্ডন অতঃপর কুরবানী করতে হবে। আগপিছ করলে হজ্জ হবে না। এ কথা কি সঠিক?

-আজমাল, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করা ও কুরবানী করা প্রসংগে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, لاَ حَـــرَجَ 'এতে কোন অসুবিধা নেই'। অন্য বর্ণনায় এসেছে افْعَلُوْا وَلاَ حَرَجَ 'এটি কর, এতে কোন অসুবিধা নেই' *(মুসলিম হা/১৩০৬, 'হজ্জ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৯/৩৬৯) : মসজিদের মাইকে শিশুদের পোলিও খাওয়ানো, টিকাদান, আবহাওয়া সম্পর্কে সতর্কীকরণ বা মক্তবের ক্লাসের কথা ঘোষণা করা যাবে কি?

-আনীসুর রহমান, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট।

উত্তর : মসজিদের মাইক কেবলমাত্র আযানের জন্যই নির্ধারিত। যা অন্য কাজে ব্যবহার বাঞ্ছনীয় নয়। এতে মৃত্যু খবর প্রচার করা আদৌ জায়েয নয়। কেননা তা না'ঈ বা শোক সংবাদ প্রচারের শামিল। যা শরী'আতে নিষিদ্ধ *(তিরমিযী হা/৯৮৬; তালখীছ, পৃ. ১৯, ৯৮)*। মসজিদের মাইকে আযান ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহারের বিষয়ে সালাফে ছালেহীনের কোন নযীর পাওয়া যায় না। অতএব এগুলি পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (১০/৩৭০) : সিগারেট, কাঁচা তামাক ক্রয়-বিক্রয়, রফতানী এবং সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো, মেশিনারী প্রভৃতি বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর যাকাত আদায় করতে হবে কি?

-শেখ সাদী, আকিজ গ্রুপ, ঢাকা।

উত্তর : উপরোক্ত পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট জিনিসগুলি হারাম হওয়ায় সেগুলোর উপর যাকাত দিতে হবে না। কারণ তা আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে না। কেননা 'আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ব্যতীত কবুল করেন না' *(মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ পবিত্রতা ব্যতীত ছালাত কবুল করেন না এবং হারাম মালের ছাদাক্বা গ্রহণ

করেন না' *(মুসলিম হা/২২৪; মিশকাত হা/৩০১; মিরক্বাত)*। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'কোন বান্দা হারাম পথে উপার্জিত অর্থ-সম্পদ ছাদাক্বা করলে তা কবুল করা হবে না এবং নিজের কাজে ব্যবহার করলেও তাতে বরকত হবে না। আর ঐ সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেলে তা তার জন্য জাহান্নামের পুঁজি হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মন্দের দ্বারা মন্দকে মিটিয়ে দেন না। তবে সৎকর্ম দ্বারা মন্দকর্ম মিটিয়ে দেন' *(আহমাদ হা/৩৬৭২; মিশকাত হা/২৭৭১; শু'আবুল ঈমান হা/৫৫২৪; হাকেম হা/৭৩০১, সনদ ছহীহ)*। উল্লেখ্য যে, হারাম মালে যাকাত ফরয না হওয়ার বিষয়ে প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের মধ্যেও ঐক্যমত রয়েছে। তাছাড়া যাকাত দেওয়া হয় মাল পবিত্র করার জন্য। অথচ পুরো মালই অপবিত্র হ'লে তা কাকে পবিত্র করবে? *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ২৩/২৪৮)*।

এতদ্ব্যতীত যে বস্তু মৌলিকভাবে হারাম তার মূল্য দ্বারা উপকৃত হওয়াও হারাম। যেমন তামাক মাদক দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক মাদকতা আনয়নকারী বস্তু হারাম' *(মুসলিম হা/২০০৩; মিশকাত হা/৩৬৩৮)*। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা কোন জাতির উপর কোন কিছু খাওয়া হারাম করলে তার বিক্রয়লব্ধ অর্থও হারাম করে দেন' *(আবুদাঊদ হা/৩৪৮৮; আহমাদ হা/২৯৬৪)*। যেমন মদ হারাম সম্পর্কিত সুস্পষ্ট নির্দেশ (মায়েদাহ ৯০) নাযিলের পর রাসূল (ছাঃ) ঘোষণা করলেন, 'আল্লাহ তা'আলা মদ হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং যার নিকট এই আয়াত পৌঁছে গেছে এবং তার নিকট এর কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে, সে যেন তা পান না করে এবং বিক্রয় না করে'। রাবী বলেন, অতঃপর যাদের নিকট মদ অবশিষ্ট ছিল তারা তা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল এবং তা মদীনার রাস্তায় ঢেলে দিল *(মুসলিম হা/১৫৭৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যিনি তা পান করা হারাম করেছেন, তিনি এর বিক্রিও হারাম করে দিয়েছেন' *(মুসলিম হা/১৫৭৯; 'মদ বিক্রি হারাম' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং হারাম পণ্য বিক্রি করা ও এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রহণ করা সুস্পষ্টভাবে হারাম।

এক্ষণে এই হারাম সম্পদ যথাশীঘ্র নিজ মালিকানা থেকে বের করে দিতে হবে এবং ছওয়াবের আশা ছাড়াই জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান বা হতদরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে দান করে দিতে হবে। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ব্যক্তির নিজ ও নিজ পরিবার চালানোর জন্য যদি হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদ ব্যতীত কোন সম্পত্তি না থাকে, তাহ'লে যতটকু প্রয়োজন ততটকু সেখান থেকে গ্রহণ করে বাকীগুলো ছাদাক্বা করে দিবে। যদিও এই ছাদাক্বায় তার কোন উপকার হবে না। তবে এতে কিছু গরীব উপকৃত হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৯/৩০৮; ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ১/৩৮৯; যাদুল মা'আদ ৫/৭৭৮)*। অতএব এই সম্পদের কোন যাকাত নেই। বরং এই সমুদয় হারাম সম্পদ ছওয়াবের আশা ব্যতীত জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে হবে।

প্রশ্ন (১১/৩৭১) : ছেলে-মেয়ে অপ্রাপ্ত বয়স্ক। তাদের নামে ব্যাংকে জমাকৃত টাকার যাকাত কি পিতা বা অভিভাবককে আদায় করতে হবে?

-মুশফিকুর রহমান, অলকার মোড়, রাজশাহী।

উত্তর : এক্ষেত্রে পিতা বা অভিভাবকেরাই শিশুর সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৪৬৫; নববী, আল-মাজমূ' ৫/৩০২; বিন বায, ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/৪১০)*। ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা ইয়াতীমের সম্পদ দ্বারা ব্যবসা কর, যেন তা যাকাতের মাধ্যমে নিঃশেষ না হয়ে যায় *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৮৬৩)*। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াতীম বা শিশুর সম্পদেও যাকাত প্রযোজ্য।

প্রশ্ন (১২/৩৭২) : স্বামী-স্ত্রীর নামে কিছু টাকা ব্যাংকে জমা রয়েছে এবং সন্তানদের নামেও কিছু টাকা জমা রয়েছে। এক্ষণে যাকাত প্রদানকালে উক্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতিজনের সম্পদ কি আলাদাভাবে ভাগ করে যাকাত হিসাব করতে হবে, নাকি তাদের সম্মিলিত সম্পদের যাকাত একত্রিতভাবে আদায় করতে হবে?

-শরীফুল ইসলাম, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : মালিকানা আলাদা হওয়ায় সম্পদগুলো আলাদাভাবে নিছাব পরিমাণ হ'তে হবে এবং পৃথকভাবে যাকাত দিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না, নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরী করা হবে' *(মুসলিম হা/৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩, 'যাকাত' অধ্যায়)*।

এখানে মালিক বলতে ব্যক্তি মালিকানাকে বুঝানো হয়েছে। অতএব ব্যক্তি মালিকানায় নিছাব পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য থাকলেই কেবল যাকাত ফরয। অন্যথায় নয় *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/৬৩)*। উল্লেখ্য যে, পরিবারের একাধিক ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবহার করলেও যদি তাতে পৃথক পৃথক মালিকানা না থাকে; বরং পরিবারের কোন এক ব্যক্তির মালিকানায় থাকে, তাহ'লে তা নিছাব পরিমাণ হ'লে যাকাত আদায় করতে হবে' *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/৬৩)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৭৩) : দু'জন ব্যক্তি যৌথ ব্যবসা করে। এ দু'জনের একজনের সাথে কোম্পানীর সম্পর্ক ভাল থাকায় কোন একটি পণ্য বাজার মূল্যের চেয়ে কমে পায়। কিন্তু অপরজন একই দ্রব্য কিনতে গেলে সে বেশী মূল্যে কেনে। এক্ষণে প্রথমজন ভাউচার করার সময় কি পণ্যটির মূল্য ক্রয়কৃত মূল্য না লিখে দ্বিতীয়জন যে মূল্যে কিনত সেই মূল্য লিখে বাকী অর্থ লাভ হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে?

-শু'আইব, নীলফামারী।

উত্তর : অংশীদারকে না জানিয়ে এককভাবে বাড়তি মূল্য গ্রহণ করা জায়েয হবে না। কেননা এটি প্রতারণার শামিল। এক্ষেত্রে পরিচয় সূত্রে কেউ বিশেষ সুবিধা পেলে বা বিনামূল্যে পেলে তার ভাগীদার তারা উভয়ই হবে, বিশেষ কোন একজন নয়। অংশীদার তাকে অনুমতি দিলেই কেবল সে এই মূল্য গ্রহণ করতে পারবে। কোন মিথ্যার আশ্রয় নেয়া বা লুকোচুরির আশ্রয় নেয়ার সুযোগ নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে প্রতারণার আশ্রয় নেয়, সে আমার দলভুক্ত নয় *(মুসলিম হা/১০২; মিশকাত হা/২৮৬০)*।

Contents

প্রশ্ন (১৪/৩৭৪) : রাসূল (ছাঃ) জীবনে কতবার ইতেকাফ করেছিলেন? শেষ বছরে কেন তিনি ২০ দিন ইতেকাফ করেন?

-আল-আমীন, মধ্য নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, কুরআন প্রতি বছর (রামাযানে) একবার রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে পেশ করা হ'ত। অতঃপর মৃত্যুর বছরে দু'বার পেশ করা হয়। আর তিনি প্রতি বছর ১০ দিন ইতিকাফ করতেন। অতঃপর মৃত্যুর বছরে ২০ দিন ইতিকাফ করেন। ২য় হিজরীতে ছিয়াম ফরয হওয়ার পর থেকে ১১ হিজরীতে মৃত্যুবরণের আগ পর্যন্ত ৯ বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ) সকল রামাযানেই শেষ দশকে ইতেকাফ করেছেন। মৃত্যুর বছর জীবনের শেষ রামাযানে তিনি ২০দিন ইতেকাফ করেন *(বুখারী হা/২০৪৪, ৪৯৯৮; মিশকাত হা/২০৯৯)*। কিন্তু এক বছর স্ত্রীদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি ইতেকাফ করেননি। ফলে রামাযানের পরেই শাওয়াল মাসে তার ক্বাযা ই'তেকাফ করেন *(বুখারী হা/২০৪৫)*।

আর জীবনের শেষ বছর বিশ দিন ইতেকাফ করার কয়েকটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে- যেমন (১) প্রতি রামাযানে জিব্রীল (আঃ) একবার কুরআন শুনাতেন। কিন্তু যে বছর মারা যান সে বছর দু'বার কুরআন শুনানোর কারণে বিশদিন ইতেকাফ করেন। (২) তিনি বেশী আমল করার মাধ্যমে আল্লাহ্র অধিক নৈকট্য লাভ করতে চেয়েছিলেন। (৩) কারো মতে, তিনি ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সফরকালে ইতেকাফ করতে সক্ষম হননি। ফলে তার ক্বাযা স্বরূপ পরবর্তী রামাযানে তিনি বিশদিন ইতেকাফ করেছিলেন *(হাকেম হা/১৬০২; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২২২৬, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৭৫) : এক রাত বা তিন রাত ই'তেকাফ করা যাবে কি? সর্বনিম্ন কতদিন ই'তেকাফ করা যায়?

-রিয়াযুল ইসলাম, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : ই'তেকাফের নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। বরং একটি দিনের জন্যও কেউ যদি আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য মসজিদে আল্লাহ্র ইবাদতে নিজেকে আবদ্ধ রাখে তাহ'লে সেটি ই'তেকাফ হিসাবে গণ্য হবে। আর কেউ নির্দিষ্ট দিনের জন্য নিজেকে আটকে রাখার নিয়ত করলে সে দিনগুলো পালন করা তার জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৮০০৬; আদ-দুর্রুল মুখতার ১/৪৪৫; নববী, আল-মাজমূ' ৬/৪৮৯, ৬/৫৮১৪; আল-ইনছাফ ৭/৫৫৬; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/৪৪১)*।

প্রশ্ন (১৬/৩৭৬) : সাহারীর শেষ সময় এবং ফজরের আযানের সময় কি আলাদা?

-আবুল কালাম আযাদ, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ সাহারীর শেষ সময় এবং ফজরের আযানের সময় আলাদা নয়। বরং সাহারীর শেষ সময়ই ফজরের আযানের সময়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় বেলাল (রাঃ) সাহারীর আযান দিতেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) ফজরের আযান দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা বেলালের আযান শুনে খাও, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূমের আযান শুনতে পাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮০)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৭৭) : কুরআন তেলাওয়াত শেষে 'ছাদাক্বাল্লাহুল আযীম' বলা ঠিক হবে কি?

-আব্দুল ওয়াহীদ, মাকলাহাট, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : কুরআন তেলাওয়াত শেষে 'ছাদাক্বাল্লাহুল আযীম' বলার কোন দলীল পাওয়া যায় না। রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম এমনকি তাবেঈগণের আমল থেকেও এর বর্ণনা পাওয়া যায় না। সেজন্য অনেক বিদ্বান একে বিদ'আত বলেছেন *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৭/৩৩০-৩১; উছায়মীন, ইযালাতুস সাত্তার আনিল জাওয়াবিল মুখতার ৭৯-৮০ পৃ.)*। বরং এর পরিবর্তে কুরআন তেলাওয়াত শেষে এ দোআটি পড়া যেতে পারে- سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ إِلاَّ اَنْــتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ উচ্চারণ : *'সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা'।*

অনুবাদ : 'মহা পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি)। *(আবুদাউদ হা/৪৮৫৭; মিশকাত হা/২৪৫০; ছহীহাহ হা/৩১৬৪; ইমাম নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লি হা/৩০৮)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৭৮) : সন্তানের ক্ষতি হওয়ার আশংকায় গর্ভবতী বা দুগ্ধদায়িনী মহিলা ছিয়াম পালন না করলে সেক্ষেত্রে ক্বাযা ছিয়াম আদায় করতে হবে, না ফিদইয়া প্রদান করতে হবে?

-আব্দুল্লাহ লাবীব, বর্ষাপাড়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : যে সকল গর্ভবতী বা দুগ্ধদানকারিণী নারী ছিয়াম পালনে শিশুর ক্ষতির আশঙ্কা করবে তাদের জন্য দু'টি পদ্ধতি জায়েয। একটি হ'ল- প্রতিদিনের বিনিময়ে অর্ধ ছা' ফিদিয়া প্রদান করবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র বাণী- (অর্থ) যারা সামর্থ্যবান তারা মিসকীনদের ফিদিয়া প্রদান করবে। তিনি বলেন, এ আয়াতটি অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা লোকের জন্য ঐচ্ছিক ব্যবস্থা স্বরূপ। যদি তারা ছিয়াম পালন করতে সমর্থ হয়, তবে ছিয়াম রাখবে। অন্যথায় প্রত্যহ একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াবে। আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী স্ত্রীলোকগণ যদি সন্তানের ক্ষতির আশংকা করে, তবে তাদের জন্যও এ নির্দেশ বহাল রয়েছে। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, যদি তারা তাদের সন্তানের ব্যাপারে শংকিত হয়, তবে তারা ছিয়াম না রেখে (মিসকীনকে) খাদ্য খাওয়াতে পারে *(আবুদাউদ হা/২৩১৮; ইরওয়া ৪/১৮, শায)*। দ্বিতীয়তঃ রামাযানে ছিয়াম ছেড়ে দিবে এবং পরবর্তীতে ক্বাযা আদায় করবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মুসাফিরের উপর থেকে রহিত করে দিয়েছে অর্ধেক ছালাত এবং মুলতবী রেখেছেন ছওমকে। আর গর্ভবতী মহিলা এবং দুগ্ধদানকারী মহিলা থেকেও মুলতবী করে দিয়েছেন ছওম' *(নাসাঈ হা/২২৭৪, ২৩১৫; আহমাদ হা/২০৩৪১, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৭৯) : পরীক্ষার কারণে আমি কয়েকটি ছিয়াম রাখতে পারিনি। এক্ষেত্রে আমাকে কি ক্বাযা ও কাফফারা

দু'টোই দিতে হবে?

-আনীসুল হক, বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া।

উত্তর : এজন্য কাফফারা নয় বরং যে কয়দিন ছুটে গেছে সে কয়দিন ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে হবে। সাথে সাথে আল্লাহ্র নিকট খালেছ নিয়তে তওবা করতে হবে। কারণ পরীক্ষার জন্য ছিয়াম ছেড়ে দেওয়া কোন শারঈ ওযর নয় *(ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তিযকার ১/৭৭; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৪/৩৬৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১০/১৪৩)*। উল্লেখ্য যে, ক্বাযা ও কাফফারা উভয়টি কেবলমাত্র ঐ ব্যক্তির জন্য, যে দিনের বেলায় স্বেচ্ছায় স্ত্রী সঙ্গম করবে *(বুখারী হা/৫৩৬৮; মুসলিম হা/১১১১; মিশকাত হা/২০০৪)*।

প্রশ্ন (২০/৩৮০) : যে সকল গাড়ী ভাড়ায় খাটানো হয় বা কোম্পানীর মালিকানাধীন গাড়িগুলোর উপর কি যাকাত দিতে হবে?

-আব্দুল বাতেন, ভাষানটেক, ঢাকা।

উত্তর : নিজের ব্যবহারের জন্য কেনা গাড়ী বা ভাড়ায় খাটানো গাড়ীর উপর কোন যাকাত লাগবে না। তবে ভাড়া থেকে প্রাপ্ত সম্পদ নিছাব পরিমাণ হ'লে এবং তাতে এক বছর অতিক্রান্ত হ'লে যাকাত দিতে হবে। তবে ব্যবসায়িক পণ্য হিসাবে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে শোরুমে রক্ষিত গাড়ীর মূল্যের উপর যাকাত দিতে হবে। কারণ সেগুলো বিক্রয়ের জন্য আমদানী করা বা বানানো হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুসলমানের খেদমতের গোলাম এবং আরোহণের ঘোড়ার উপর কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না *(মুসলিম হা/৯৮২; ছহীহাহ হা/২১৮৯)*। তবে বিক্রি করে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত গাড়ীতে যাকাত দিতে হবে *(নববী, শারহু মুসলিম অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (২১/৩৮১) : বহু মানুষকে দেখা যায় মাথাসহ দাড়িতে লাল মেহেদী ব্যবহার করে। এর ভিত্তি আছে কি?

-রফীকুল ইসলাম, মাকলাহাট, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : মাথাসমেত দাড়িতে লাল মেহেদী ব্যবহারে কোন বাধা নেই। যেকোন রঙে দাড়ি ও মাথা রাঙানো যেতে পারে *(আবুদাঊদ হা/৪২১১; মিশকাত হা/৪৪৫৪, সনদ জাইয়েদ তবে এর মর্ম ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণীত, আহমাদ হা/২২৩৩৭; ছহীহাহ হা/১২৪৫)*। তবে কালো রং ব্যবহার করা নিষিদ্ধ *(মুসলিম হা/২১০২; মিশকাত হা/৪৪২৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, শেষ যামানায় একদল লোক কালো রং দ্বারা খেযাব করবে। তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না *(আবুদাউদ হা/৪২১২)*। মনে রাখা আবশ্যক যে, চুল রঙিন করার ক্ষেত্রে কাফেরদের অনুসরণ করা বা নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা নিষিদ্ধ *(বুখারী হা/৫৪৩৫; আবুদাউদ হা/৪০৩১, সনদ ছহীহ)*।

উল্লেখ্য যে, কালো চুলকে কালো রাখতে হবে। একইভাবে ছেলেদের চুলকে খাটো এবং মেয়েদের চুলকে লম্বা রাখতে হবে। এটাই আল্লাহ্র সৃষ্টিগত রীতি। এর পরিবর্তন করা শয়তানের রীতি *(নিসা ১১৯; বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৪৩১)*। যারা কালো চুলকে লাল করে বা বিভিন্ন ফ্যাশন করে, হাতে-মুখে উল্কি দেয়, সাদা চুল উঠিয়ে ফেলে, ভ্রু কেটে সরু করে, দাড়ি ছেটে স্টাইল করে, দাড়ি মুণ্ডন করে, তারা আল্লাহ প্রদত্ত সৌন্দর্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

বস্তুতঃ বরকতময় আল্লাহ কতই না সুন্দর সৃষ্টিকর্তা! *(মুমিনূন ১৪)*। রাসূল (ছাঃ) দো'আ করতেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার আকৃতিকে সুন্দর করেছ। অতএব তুমি আমার চরিত্রকে সুন্দর কর' *(আহমাদ হা/৩৮২৩; মিশকাত হা/৫০৯৯)*।

প্রশ্ন (২২/৩৮২) : আমার পিতা মারা গেছেন। তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে আধা কাঠা জমির উপর তিন তলা বাড়ী এবং ভিন্ন ভিন্ন দামের আরো প্রায় ৩৯ শতাংশ জমি। আমরা ৪ ভাই ৩ বোন, আমার মা এবং দাদী জীবিত আছেন। আমরা ভাই-বোনেরা চাই তিন তলা বাড়ীটি মায়ের নামে দিতে এবং ভাই-বোনেরা কম দাম এবং বেশী দামের জমি মিলিয়ে বণ্টন করে নিতে এবং কম মূল্যের জমি দাদীকে দিতে। আমার এক ভাই ও এক বোন এখনো নাবালক। এইভাবে বণ্টন করলে কি দাদীর সাথে বেইনছাফী করা হবে? অথবা কিভাবে বণ্টন করলে ইনছাফপূর্ণ বন্টন হবে জানালে উপকৃত হব।

-মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, ময়মনসিংহ।

উত্তর : কুরআন যেভাবে মীরাছ বণ্টন করে দিয়েছে সেভাবে বণ্টন করা আবশ্যক। কেননা সেটিই সর্বাধিক ইনছাফপূর্ণ। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের (মধ্যে মীরাছ বণ্টনের) ব্যাপারে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। যদি তারা দুইয়ের অধিক কন্যা হয়, তাহ'লে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি কেবল একজনই কন্যা হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার প্রত্যেকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে, যদি মৃতের কোন পুত্র সন্তান থাকে। আর যদি না থাকে এবং কেবল পিতা-মাতাই ওয়ারিছ হয়, তাহ'লে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু যদি মৃতের ভাইয়েরা থাকে, তাহ'লে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ, মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর' *(নিসা ১১)*। এক্ষণে শরী'আত বর্ণিত উপরোক্ত বণ্টননীতি অক্ষুণ্ন রেখে সম্পদ বণ্টিত হ'লে এবং উক্ত বণ্টনে দাদী ও অন্যান্য ভাই-বোনেরা সম্মত থাকলে তাতে কোন দোষ হবে না।

প্রশ্ন (২৩/৩৮৩) : ছালাতের বাইরে সিজদার আয়াত পড়ার সাথে সাথে কি সিজদা করতে হবে, না কি পরে কোন এক সময় দিলে হবে।

-সাইফুল ইসলাম, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : সিজদার আয়াত যখনই পাঠ করবে বা শ্রবণ করবে তখনই সিজদা দেওয়া সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং আমরা তাঁর নিকট থাকতাম, তখন তিনি সিজদা করতেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে সিজদা করতাম। এতে এত ভিড় হতো যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সিজদা করার জন্য কপাল রাখার জায়গা পেত না *(বুখারী হা/১০৭৬; মিশকাত হা/১০২৫)*। এক স্থানে দীর্ঘক্ষণ থাকলে এ সিজদা সঙ্গে সঙ্গে না করে কিছু পরেও করা যায়। স্থান পরিবর্তন হ'লে আর সিজদা করতে হয় না, ক্বাযাও আদায় করতে হয় না। এই

সিজদা করলে নেকী আছে, না করলে গোনাহ নেই *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৫৩-৫৪ পৃ.; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২২৪ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৮৪) : বিবাহের সময় দেনমোহর দেওয়া হয়নি। তিন মাস পর মেয়ের পক্ষ থেকে তালাকের নোটিশ দেওয়া হয়। বর্তমানে জামাই মারা গেছে। এখন কি দেনমোহর দিতে হবে?

-যহীরুল ইসলাম, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : স্ত্রীর পক্ষ থেকে খোলা বা বিবাহ বিচ্ছেদ করা হ'লে স্ত্রী দেনমোহর ফেরত দিয়ে স্বামীর নিকট তালাক নিবে *(ইবনু কুদামাহ ৭/৩২৩, ৩২৫)*। এখানে স্ত্রী যেহেতু তালাকের নোটিশ দিয়েছে এবং বিবাহ বিচ্ছেদ চেয়েছে, সেহেতু সে আর দেনমোহর পাওয়ার হকদার নয়। অতএব মৃত স্বামীর পক্ষ থেকে দেনমোহর প্রদানের প্রশ্নই ওঠে না।

ছাবিত ইবনু ক্বায়েস (রাঃ)-এর স্ত্রী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! চরিত্রগত বা দ্বীনী বিষয়ে ছাবিত ইবনু ক্বায়েসের উপর আমি দোষারোপ করছি না। তবে আমি ইসলামের ভিতরে থেকে কুফরী করা (অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে অমিল) পসন্দ করছি না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কি তার পক্ষ থেকে মোহরানা স্বরূপ প্রাপ্ত বাগানটি ফিরিয়ে দেবে? সে বলল, দিব। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বামী ছাবেতকে বললেন, তুমি বাগানটি গ্রহণ কর এবং মহিলাকে এক তালাক দিয়ে দাও *(বুখারী হা/৫২৭৩; মিশকাত হা/৩২৭৪)*। অর্থাৎ ঐ মোহরানা ফেরৎ দানের বিনিময়ে তুমি তাকে তালাক দাও। এটি মূলতঃ শারঈ নিয়মের তালাক নয়, বরং খোলা বা বিচ্ছেদ *(ফাৎহুল বারী)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৮৫) : দ্বিতল বিশিষ্ট মসজিদে উপরের তলায় মেয়েরা পুরুষদের থেকে এক কাতার সামনে কাতার হয়ে দাঁড়াতে পারবে কি?

-হাজী আব্দুস সাত্তার, দারুশা, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : নিয়ম হ'ল ইমাম সামনে দাঁড়াবে ও মুছল্লীরা পিছনে দাঁড়াবে। তবে বাধ্যতামূলক কোন ওযরবশত বা মসজিদে জায়গা সংকুলান না হ'লে পুরুষ বা নারী মুছল্লীরা সাময়িকভাবে ইমাম থেকে সামনে দাঁড়ালে ছালাত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৩/৪০৬; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/২৮,৪৫)*।

প্রশ্ন (২৬/৩৮৬) : ধানকাটার মৌসুম হওয়ায় আমাদের এলাকার অধিকাংশ কৃষক ছিয়াম রাখতে পারে না। তাদের জন্য বিধান কি হবে?

-আতাউর রহমান, রসূলপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : ছিয়াম একটি ফরয ইবাদত। এটি পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। ধান কাটার মৌসুমেও তা পালন করবে। সর্বাবস্থায় ছিয়াম পালনের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে এবং সুদৃঢ় ইচ্ছা রাখবে। যতক্ষণ সাধ্য থাকবে ছিয়াম পালন করে যাবে। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন'।... 'বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান' *(তালাক ৬৫/২-৩)*। তবে যদি একান্তই জীবনাশঙ্কা দেখা দেয়, এরূপ বাধ্যগত অবস্থায় ছিয়াম ছেড়ে দিবে এবং পরবর্তীতে ক্বাযা আদায় করে নিবে *(ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তিযকার ১/৭৭; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৪/৩৬৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১০/১৪৩, ২৩৪-২৩৮)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর। তাঁর কথা শোন ও মান্য কর এবং (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় কর।এটিই তোমাদের কল্যাণকর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৮৭) : জনৈক আলেম বলেন পুরুষরা হলুদ কাপড় পরিধান করতে পারবে না। কিন্তু লাল কাপড় পরিধান করতে পারবে। এর সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুর রহমান উসামা, দক্ষিণপাড়া, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

উত্তর : অবিমিশ্র উজ্জ্বল লাল ও হলুদ উভয় রংয়ের কাপড় পরা পুরুষদের জন্য অবৈধ। তবে লাল ও হলুদের সাথে অন্য রং মিশ্রিত থাকলে উক্ত পোষাক পরিধানে কোন বাধা নেই *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/৩৩৭; আল-মাওসূআতুল ফিক্বহিয়াহ ৬/১৩২-৩৬; ওছায়মীন, আশ-শরহুল মুমতে')*। আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমার পরিহিত হলুদ রঙের দু'টি পোষাক দেখে বললেন, 'এগুলো কাফেরদের পোষাক। তুমি এসব পরবে না' *(মুসলিম হা/২০৭৭; মিশকাত হা/৪৩২৭)*। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুরুষের জন্য যাফরান রং ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন *(বুখারী হা/৫৮৪৬; মুসলিম হা/২১০১; মিশকাত হা/৪৪৩৪)*। আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে সোনার আংটি, রেশমী কাপড় ও কুসুম রঙের কাপড় ব্যবহার করতে এবং রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন *(নাসাঈ হা/৫১৭২; ছহীহাহ হা/২৩৯৫)*।

প্রশ্ন (২৮/৩৮৮) : আমি একটি ব্যবসায় ৫০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছি। এক্ষণে বছরান্তে উক্ত বিনিয়োগকৃত টাকার উপর যাকাত প্রদান করতে হবে নাকি তা থেকে প্রাপ্ত লাভের উপর? উল্লেখ্য যে, বিনিয়োগকৃত টাকার উপর যাকাত প্রদান করতে হ'লে আমার প্রাপ্ত লাভের সিংহভাগই যাকাত প্রদানে ব্যয় হয়ে যাবে।

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : বিনিয়োগকৃত মূলধন এবং লভ্যাংশ যোগ করে বছর শেষে যে পমিমাণ সম্পদ হবে তা থেকে যাকাত দিতে হবে। মোট সম্পত্তির ৪০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত দিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বিশ দীনারের কম স্বর্ণে যাকাত ফরয নয়। যদি কোন ব্যক্তির নিকট বিশ দীনার পরিমাণ স্বর্ণ এক বছর যাবৎ থাকে তবে এর জন্য অর্ধ দীনার যাকাত দিতে হবে। এরপরে যা বৃদ্ধি পাবে তার হিসাব ঐভাবেই হবে' *(আবুদাঊদ হা/১৫৭৩, 'যাকাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৮৯) : ব্যবসায়ের সম্পদের যাকাত দোকানে রক্ষিত দ্রব্যের ক্রয়মূল্য না কি বিক্রয়মূল্যের উপর নির্ধারিত হবে?

-আব্দুল হাসীব, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তর : পণ্যটির বর্তমান বাজারমূল্যের উপর যাকাত হিসাব করতে হবে। যদি তা নিছাব পরিমাণ হয় *(ইবনু কুদামাহ, আল*

মুগনী ৪/২৪৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/৩২৪; আল মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ১৩/১৭১; আশ-শারহুল মুমতে' ৬/১৪৬)।

প্রশ্ন (৩০/৩৯০) : আমি স্বর্ণের ব্যবসা করি। এক্ষণে আমার দোকানে রক্ষিত সমস্ত স্বর্ণের উপর কি যাকাত প্রদান করতে হবে?

-আব্দুল কাহ্হার, সাতমাথা, বগুড়া।

উত্তর : মালিকানাধীন সমস্ত স্বর্ণের উপর যাকাত দিতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বিশ দীনারের কম স্বর্ণে যাকাত ফরয নয়। যদি কোন ব্যক্তির নিকট ২০ দীনার পরিমাণ স্বর্ণ এক বছর যাবৎ থাকে তবে এর জন্য অর্ধ দীনার যাকাত দিতে হবে। এরপরে যা বৃদ্ধি পাবে তার হিসাব ঐভাবেই হবে' *(আবুদাঊদ হা/১৫৭৩, 'যাকাত' অধ্যায়)*। অতএব বছর শেষে সকল স্বর্ণের হিসাব করে বাজারমূল্য অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে *(ইবনু কুদামাহ, আল মুগনী ৪/২৪৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/৩২৪; আল মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ১৩/১৭১)*। স্বর্ণ ও রৌপ্য আলাদা থাকলে উভয়ের মূল্য হিসাব করে নিছাব পরিমাণ হ'লে তাতে যাকাত দিতে হবে। কারণ দোকানে যা কিছু আছে তার সবগুলো ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৩১৮; আশ-শারহুল মুমতে' ৬/১০৪)*।

প্রশ্ন (৩১/৩৯১) : বিবাহের সময় ১০ লক্ষ টাকা মোহর নির্ধারিত হ'লেও আমার স্বামী এখনও আমাকে মোহর প্রদান করেননি। আগামী ২/১ বছর পর তিনি পরিশোধের ওয়াদা করেছেন। এক্ষণে আমাকে উক্ত মোহরের উপর যাকাত প্রদান করতে হবে কি?

-সাবীহা ইয়াসমীন, মাটিডালী, বগুড়া।

উত্তর : না। বরং যখন উক্ত মোহরের টাকা হাতে আসবে এবং তা এক বছর সঞ্চিত থাকবে, তখন শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে যাকাত দিতে হবে। কারণ যা মালিকানায় নেই তার উপর যাকাত ফরয হয় না *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/১১, ২৫)*।

প্রশ্ন (৩২/৩৯২) : সমাজে প্রচলিত আছে যে, 'একজন হাজী তার নিকটতম ৪০০ জনকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবেন'। বিষয়টির সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুল্লাহ, সিংড়া, নাটোর।

উত্তর : কোন হাজী ৪০০ জন ব্যক্তিকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবেন মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। এটি মিথ্যা ও বানাওয়াট কথা মাত্র।

প্রশ্ন (৩৩/৩৯৩) : বর্তমান বিশ্বে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের মূল্যে ব্যাপক ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এক্ষণে কিসের উপর ভিত্তি করে নগদ অর্থের যাকাত দিতে হবে?

-আলতাফ হোসেন, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ এবং সাড়ে বায়ান্ন ভরি রৌপ্যের মূল্য সমান ছিল। কিন্তু বর্তমানে উভয়ের মাঝে ব্যবধান কয়েকগুণ। অর্থাৎ রৌপ্যের মূল্যে ব্যাপক অবনমন ঘটেছে। ফলে আধুনিক যুগে বিদ্বানগণ স্বর্ণের মূল্যমান রৌপ্য অপেক্ষা স্থিতিশীল এবং বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য হওয়ায় স্বর্ণের হিসাব অনুযায়ী নগদ অর্থের যাকাত দেওয়ার পক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন *(ইউসুফ ক্বারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, ১/২৫২-৫৩ পৃ.)*। তবে কেউ চাইলে গরীবের অধিকতর কল্যাণার্থে রৌপ্যের হিসাবে যাকাত প্রদান করতে পারে *(মাজমু' ফাতাওয়া ইবনুল বায, ১৪/১২৫ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৯৪) : বদলী হজ্জ মূলতঃ কাদের জন্য প্রযোজ্য?

-আবুল হাসান, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : হজ্জের নিয়ত করে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি, অতিবৃদ্ধ, চিররোগী, মুহরিম বিহীন মহিলা প্রমুখের জন্য মূলতঃ বদলী হজ্জের বিধান *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১১-১২, ১৩ 'হজ্জ' অধ্যায়)*। তবে বদলী হজ্জ আদায়কারীকে অবশ্যই ইতিপূর্বে হাজী হ'তে হবে *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, হাদীছ ছহীহ হা/২৫২৯)*। সুস্থ, সবল ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ জায়েয নয়।

প্রশ্ন (৩৫/৩৯৫) : সরকারী জমিতে জুম'আ বা ঈদের ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-নযরুল ইসলাম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : নিষেধাজ্ঞা না থাকলে সরকারী জমিতে জুম'আ বা ঈদের ছালাত আদায়ে কোন দোষ নেই। আনাস (রাঃ) বলেন, মদীনায় হিজরত করার পর মসজিদ নির্মাণের স্বার্থে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বনু নাজ্জারকে বললেন, তোমরা তোমাদের বাগানটি আমার নিকটে বিক্রয় করে দাও। জবাবে তারা বলল, আমরা আপনার নিকট থেকে এর বিনিময়ে কোন মূল্য নেব না। কেবল আল্লাহ্র নিকট থেকে বিনিময় চাই। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদের সম্মতিক্রমে সেটি গ্রহণ করলেন ও সেখানে মসজিদ নির্মাণ করলেন' *(বুখারী হা/১৮৬৮; মুসলিম হা/১২০১; আবুদাঊদ হা/৪৫৩; নাসাঈ হা/৭১০, ইবনু মাজাহ হা/৭৯১)*। তাছাড়া সাধারণভাবে যেকোন স্থানে ছালাত আদায় করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সমগ্র যমীনকে আমাদের জন্য ছালাতের স্থান এবং মাটিকে পবিত্র করে দেয়া হয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৬)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৯৬) : টার্কী মুরগীর গোশত খাওয়ায় কোন দোষ আছে কি?

-আব্দুল কুদ্দুস, মাদলপাড়া, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : টার্কী বা যে কোন জাতের মুরগীর গোশত হালাল। কেননা এটি দন্ত ও নখর বিশিষ্ট কোন হিংস্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে মুরগীর গোশত পেশ করা হ'লে তিনি তা ভক্ষণ করেছেন *(বুখারী হা/৫৫১৮; মুসলিম হা/১৬৪৯)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৯৭) : ইমাম সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীদের দিকে ঘুরার সময় কোন দিকে দিয়ে ঘুরবে?

-কাওছার মল্লিক, পলাশপোল, সাতক্ষীরা।

উত্তর : ইমাম সালাম ফিরানোর পর ডাইনে অথবা বামে ঘুরে সরাসরি মুক্তাদীগণের দিকে ফিরে বসতে পারবে এবং এটিই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়মিত সুন্নাত *(বুখারী হা/৮৫২; মুসলিম হা/৭০৭; মিশকাত হা/৯৪৪-৪৬; ফাৎহুল বারী ২/৩৩৪)*। ডান দিক দিয়ে ফেরার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো পড়েছেন, *'রব্বি*

ক্বিনী আযা-বাকা ইয়াওমা তাব'আছু ইবা-দাকা' (হে আমার প্রতিপালক! তোমার আযাব হ'তে আমাকে বাঁচাও! যেদিন তোমার বান্দাদের তুমি পুনরুত্থান ঘটাবে) *(মুসলিম হা/৭০৯; মিশকাত হা/৯৪৭; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ১২৩)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৯৮) : একটি গ্রাম্য মসজিদের ইমাম ভুল করে ইফতারের দশ মিনিট পূর্বে আযান দিয়ে দেয়। আযান শুনে বহু ছায়েম ইফতার করে ফেলে। এক্ষণে যে সকল ছায়েম ভুল করে সময়ের আগে ইফতার করল তাদেরকে কি পুনরায় ছিয়াম আদায় করতে হবে?

-হুসাইন আহমাদ, ধুরইল, রাজশাহী।

উত্তর : ভুলক্রমে হ'লে ক্বাযা করার প্রয়োজন নেই। কারণ অনিচ্ছাকৃত ভুল মার্জনীয় *(আহযাব ৩৩/৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আমার উম্মতের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ও ভুল সমূহকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে *(ইবনু মাজাহ হা/২০৪৩; মিশকাত হা/৬২৮৪)*।

ছহীহ বুখারীতে *(হা/১৯৫৯)* বর্ণিত অনুরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করে একদল বিদ্বান এমন ভুলের জন্য ক্বাযা করতে বললেও সেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর কোন নির্দেশনা নেই বরং হাদীছে প্রদত্ত বক্তব্যটি রাবী হিশাম বিন উরওয়ার নিজস্ব রায় মাত্র। কিন্তু সেখানেও তিনি বলেছেন, আমি জানি না তাঁরা ক্বাযা করেছিলেন কি-না। অতএব এ হাদীছ থেকে ক্বাযা করার ব্যাপারে কোন নিশ্চিত নির্দেশনা পাওয়া যায় না *(ফাৎহুল বারী হা/১৯৫৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। সুতরাং এটা অনিচ্ছাকৃত ভুল হিসাবেই গণ্য হবে। উক্ত বিষয়ে মুজাহিদ, হাসান বছরী, ইসহাক, ইমাম আহমাদ, ইবনু খুযায়মাহ, শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ, শায়খ উছায়মীনসহ অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, ক্বাযা আদায় করতে হবে না *(ফাৎহুল বারী ৪/২০০; মাজমূউল ফাতাওয়া ২৫/২৩১; আশ-শারহুল মুমতে' ৬/৪০২-৪০৮)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯৯) : জুম'আ মসজিদে খুৎবার পরে মসজিদের সভাপতি দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বক্তব্য দেন। এরপরে ছালাত শুরু হয়। উক্ত সময়ে সভাপতি ছাহেবের বক্তব্য দেওয়ার বৈধতা আছে কি?

-মুহাম্মাদ কেরামত আলী, বুধহাটা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : জুমআ'র দিন খুৎবার আগে বা পরে ইমাম ব্যতীত অন্য কারো আলোচনা করা সমীচীন নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এই ধরনের কোন আমল ছিল না। তাছাড়া খুৎবার পরিসমাপ্তি ও ছালাতের শুরুর মধ্যে বেশী ব্যবধান হ'লে ছালাত বাতিল হয়ে যাবে *(শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ১/২২০; নববী, আল-মাজমূ' ৪/৫১৩; ইবনু কুদামাহ, আল মুগনী ২/২৩০; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১৯/১৮০; আল-বাহরুর রায়েক ২/১৫৯; আদ-দুরুল মুখতার ২/১৯)*। তবে বিশেষ কারণবশতঃ সাময়িক কোন প্রয়োজনে কথা বললে দোষ হবে না ইনশাআল্লাহ *(আব্দুল মুহসিন 'আব্বাদ, শারহু সুনানু আবী দাউদ ২৮/১৩৯)*।

প্রশ্ন (৪০/৪০০) : আমার দু'টি কন্যা সন্তান রয়েছে। তাদের নিরাপত্তার জন্য দু'টি বাড়ি নির্মাণ করে দিতে পারব কি?

-আজমল ফুয়াদ, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তর : পিতা-মাতা উক্ত দুই কন্যা সন্তানকে সম্পদ প্রদান করতে পারে। বাড়ি-ঘর নির্মাণও করে দিতে পারে। তবে সমতা রক্ষা করা যরূরী। কারণ রাসূল (ছাঃ) কোন এক সন্তানকে বিশেষভাবে দান করতে নিষেধ করেছেন। তবে যদি কেউ তার সকল সন্তানকে দান করতে চায় তাহ'লে তাতে কোন দোষ হবে না *(বুখারী হা/২৫৮৬; মুসলিম হা/১৬২৩; মিশকাত হা/৩০১৯)*। তবে ভাই বা ভাতিজাদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমুদয় সম্পত্তি মেয়েদের নামে লিখে দেওয়া যাবে না। কারণ সেটি করলে আল্লাহ্‌র সীমারেখা লঙ্ঘন করা হবে *(নিসা ৪/১১)*।

২৯ ও ৩০ শে আগষ্ট
রোজ : বৃহস্পতি ও শুক্রবার

সভাপতি :
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কর্মী সম্মেলন ২০১৯

উদ্বোধন : ১ম দিন সকাল ৯-টা
স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবা : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭